চন্দ্রনাথ।

(উপন্যাস।)

শ্রীক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী

প্রণীত।

"It is by means of wealth that virtue becomes a public good"

কলিকাতা

২-১ নং বাগ্‌বাজার ষ্ট্রীট্ মণিরাম যন্ত্রে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯০ সাল।

এই গ্রন্থখানি

মধুর-হৃদয়

শ্রীযুক্ত বাবু চুনিলাল দাস

বন্ধুবরের কোমল করে উপহার স্বরূপ অর্পিত হইল।

শ্রীক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী।

বিজ্ঞাপন।

।দিগের দেশে ধনের কিরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে দর্শান চন্দ্রনাথের মুখ্য উদ্দেশ্য। অযথা ধন াগের দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইহাতে কয়েকটি বিষয় ামাজোপযোগী ঘটনা-প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। কোন বিশেষ ব্যক্তি বা কোন প্রকৃত ঘটনা ইহার অবলম্বন বা লক্ষ্য নহে। প্রসঙ্গক্রমে স্ত্রীজাতির অবস্থা ভেদে মহৎ ও নিকৃষ্ট চরিত্র ইহাতে দর্শিত হইয়াছে। উপন্যাস বা নাটক রচনা সময়ে মনুষ্য-প্রকৃতি এবং সমাজের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া স্বভাব-সঙ্গত করা আবশ্যক; চন্দ্রনাথ উহার কতদূর পরিচয় প্রদানে সমর্থ, তাহা পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন।

কলিকাতা, শ্যামপুকুর।
১লা আশ্বিন ১২৮০ সাল।

শ্রীক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

চন্দ্রনাথ পাঠকগণের বিশেষ সমাদৃত হওয়ায় ইহার পুনর্ব্বার সংস্করণ করিলাম। পূর্ব্বে যে সমস্ত দোষ সম্পাদকগণ ও বন্ধুগণ প্রদর্শন করাইয়াছিলেন, এই সংস্করণে সেই গুলির যত্নসহকারে শোধন করা হইল। পাঠকগণ পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহ প্রকাশ করিলে অনুগৃহীত হইব।

কলিকাতা, শ্যামপুকুর।
১লা ফাল্গুন ১২৯০ সাল।

শ্রীক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী।

চন্দ্রনাথ

—০—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"কেন প্রাণনাথ বল আজ হেরি তব বিরস বদন;
শূন্য নয়ন, কেন দেখি প্রাণ, আকুল হতেছে মন।"

১২৬৫ সাল, ২৩ শে চৈত্র, সোমবার। দিবা-অবসান হইয়াছে। সূর্য্য অস্তগত। পশ্চিম দিকে বেলা একটু একটু ঝিকি মিকি কর্‌চে। পূর্ব্বদিক্ ক্রমে মলিন হয়ে আস্‌চে। আকাশে দুই একটী তারা এখানে সেখানে প্রকাশ পাচ্চে। এমন সময় চিৎপুরের রাস্তা দিয়ে ছাতা বগলে, কুটির কাপড় পরা,একহারা সুন্দর একটি বাবু আস্তে আস্তে যাচ্চেন্। রাস্তার দুধারে বারবিলাসিনীগণ নানা রাগে রঞ্জিত ও বসন্তাগমে পীতবসনে শোভিত হয়ে বাবুদিগের মন ভোলাবার জন্যে বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে আছে; সকলেই প্রায় ঊর্দ্ধদৃষ্টি, কিন্তু আমাদের এ বাবুটির চক্ষু সে দিকে নেই। তিনি হেঁট মুখে যেন কি ভাব্‌তে ভাব্‌তে চলেছেন। তিনি এইরূপ ভাবে যখন চোরবাগানের মোড় পর্য্যন্ত এলেন, তখন একটি বড় যুড়ি এসে সম্মুখে থাম্‌লো ও ঘোঁড়া দুটি তাঁহার পার্শ্বে সগর্ব্বে ফর্

ফর্ কর্‌তে লাগ্‌লো। গাড়ি হতে একজন বাবু রাস্তায় নেবে আমাদের কুটির কাপড়-পরা বাবুটির দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "আরে কেও নবীন বাবু যে, ভাল আছ, মাথাটি হেঁট করে চলেচো যে?"

নবীন। আর ভাই সারা জীবনটা বুকে হেঁটেই যেতে হোলো, মাথা তোল্‌বারতো অবকাশ পেলেম না।

বাবু। চাক্‌রি বাক্‌রি আছে তো?

নবীন। আছে অম্‌নি ছিটে ফোঁটা।

বাবু। কেমন?

নবীন। (আপনার শরীর ও বস্ত্রের দিকে দেখাইয়া ও ঈষৎ হাস্য করিয়া) এই রকম।

বাবু। অনেক দিনের পর সাক্ষাৎ হোলো, আর যে আমাদের ওদিকে যাওনা।

নবীন। চিন্তা রাক্ষসী একটু অবকাশ দেয় না, যাই কেমন করে?

বাবু। তামাসা নয় কর্ম্মকাজ চল্‌চে ভাল?

নবীন। বাঁধা মাইনের আর ভাল মন্দ কি?

বাবু। না, উপ্‌রি টুপ্‌রি কি কিছু নেই?

নবীন। আছে, কিছু কিছু।

বাবু। কত?

নবীন। কত নয়, জুতো!

বাবু। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) তোমার কেবল ঠাট্টা।

নবীন। এ আবার যদি ঠাট্টা তো জগতে সত্যি কি তা বল্‌তে পারি নি।

বাবু। সে যা হউক ; আস্‌চে ৩রা বৈশাখে, তোমাকে আমাদের ওখানে যেতে হবে।

নবীন। তা বই কি !—কেন বল দেখি, কোন বিশেষ আবশ্যক আছে নাকি ?

বাবু। বিশেষ, আমার ছেলেটির অন্নপ্রাশন, তা তুমি না গেলে আমোদ হবে না, বোধ করি তোমাকে আর বাড়ী গিয়ে নিমন্ত্রণ কর্‌তে হবে না ?

নবীন। না, সে পদ্ধতি আমাতে আবশ্যক হচ্চে না ; বলি আমোদের প্রকরণ গুলা কি কি ?

বাবু। আমাদের যা যা হয়ে থাকে, তা ছাড়া বাই-নাচ হবে।

নবীন। আমাদের ও কথা কেন বল্লে ভাই—তুমিতো জান আমি অনেক দিন জলপথ পরিত্যাগ করেছি, এক সময় ও সব একটু একটু সাজ্‌তো এখন ছেলে পিলের বাপ হয়েচি এখন আর সাজে না।

বাবু। বেস্ ? তুমি আমার ছেলের হেল্‌থ ড্রিন্‌ক্ (Health drink) কর্‌বে না ?

নবীন। আমি আপনার পুত্রের দীর্ঘ আয়ুর জন্য ঈশ্বরের নিকট কায়-মনোবাক্যে প্রার্থনা কর্‌বো।

বাবু। সে কাজ আমার ঠাকুর মশায় কর্‌বে, তোমাকে আমার ছেলের হেলথ্‌ ড্রিন্‌ক্ কর্‌তে হবে।

নবীন। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) আচ্ছা দেখা যাবে, এখন চল্লেম।

বাবু। এস, কিন্তু ওদিন রাত্রে আস্‌তে হবে

নবীন। আস্‌বো।

এইরূপ কথোপকথনের পর নবীনবাবু পুনরায় হেঁটমুখে ও চিন্তাকুল অন্তঃকরণে গৃহাভিমুখে চল্লেন। সন্ধ্যা প্রায় অতীত। অন্ধকার ক্রমে গাঢ়তর হতে লাগ্‌ল। চিৎপুরের রাজপথ দিবাভাগে যেরূপ ধূলিরাশিতে ব্যাপ্ত ও পূতিগন্ধে পরিপূর্ণ থাকে এখন উহার আর সেরূপ শ্রীহীন ন্যক্কারজনক মূর্ত্তি নাই। রাজমার্গ আলোকে পরিপূর্ণ; ধূলিরাশি অন্ধকারে লীন, আর দৃষ্টিগোচর হয় না। অবিরত শকটের ঘর ঘর ধ্বনি আর তাদৃশ শ্রুতিগোচর হয় না। নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য ফল মূলে বিপণি সকল শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে নানাবিধ নব-চয়িত ফুলের সুগন্ধ জনপদবাসীদের মন সন্তৃপ্ত করিতেছে। সুশীতল দক্ষিণাবায়ু মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে। কোন স্থানে মনুষ্যদিগের আহ্লাদধ্বনি, কোন স্থানে বাদ্যযন্ত্রের সুমধুর রব ও নর্ত্তকীগণের নূপুরধ্বনি শ্রুতিগোচর হচ্চে। মনুষ্যগণ দিবাভাগের মত আর তাদৃশ ব্যস্তসমস্ত নাই। তাঁহারা কার্য্যবশতঃ ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছেন বটে, তথাচ তাঁহাদিগকে দেখিলে বোধ হয় যেন তাঁহারা সৃষ্টির শোভা ও সুখভোগে পরাঙ্মুখ নহেন। নবীনবাবু পূর্ব্ববৎ হেঁটমুখে চলেছেন। বাসন্তী সন্ধ্যার সুখসেব্য সমীরণ, স্থানে স্থানে কোকিলকুলের বা রমণী-কণ্ঠের সুস্বর স্বরমাধুরী তাঁহার চিন্তাকুল হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না। তিনি ঐ ভাবে প্রায় আধ ঘণ্টা চলিয়া চিৎপুরের খাল পার হলেন। পরে কিঞ্চিৎ দূরে গিয়ে একটি ক্ষুদ্র একতালা বাড়ীতে প্রবেশ কর্‌লেন; ও হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিয়া গৃহের ছাদের উপর একখানি চৌকিতে বসিলেন। তাঁহার পুত্রদ্বয়

ঐ ছাদের এক প্রান্তভাগে খেলা করিতেছিল, পিতার আগমনে তাঁহারা খেলায় ক্ষান্ত হয়ে আহ্লাদে তাঁহার সম্মুখে আসিল; কিন্তু তাঁহার বিষণ্নভাব দর্শনে তাহাদের প্রফুল্ল বদন মলিন হইল, ও অন্যমনে তাঁহার দুই পার্শ্বে দুই জন দাঁড়াইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে একটী রমণী এক হস্তে রেকাবিতে কিঞ্চিৎ খাদ্যসামগ্রী ও অপর হস্তে এক গেলাস শীতল জল লইয়া আসিলেন। রমণীটির বয়স প্রায় বিংশতি বৎসর। তিনি দেখিতে অতি সুশ্রী, ক্ষীণাঙ্গী। তাঁহার মুখশ্রী এরূপ কোমল ও মনস্নিগ্ধকর যে দেখিবামাত্র বোধ হয় যেন উহা প্রেম, দয়া ও শান্তভাবের প্রস্রবণ। ইঁনি আমাদের নবীন বাবুর সহধর্ম্মিণী। বিধাতা ইঁহার শ্রী যেরূপ অসামান্য রমণীয় করিয়াছেন, ইঁহার প্রকৃতিও সেইরূপ সরল ও চমৎকার করিয়াছেন। কোন কবি লিখিয়াছেন—

"নয়ন অমৃত নদী, সর্ব্বদা চঞ্চল যদি,
নিজ পতি বিনে কভু অন্য দিকে ধায় না।"

নবীনবাবুর স্ত্রীর নয়নদুটি অমৃত নদী স্বরূপ। তাঁহার পিতা মাতা যথার্থই তাঁহার নাম সুলোচনা রাখিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিলে মনে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ রসের উদয় হয়। তাঁহার পতির প্রতি অনুরাগ এতাদৃশ গাঢ় যে আবশ্যক হইলে তিনি আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়া পতির মঙ্গলসাধনে প্রস্তুত। অর্থসত্ত্বে এরূপ কামিনীর স্বামী হওয়া অপেক্ষা সংসারে সুখকর বিষয় আর কিছুই নাই। ধর্ম্মে ও বিশুদ্ধ প্রেমে মন সর্ব্বদা পরিপ্লুত থাকে। হিংসা, দ্বেষ, কলহ, অপ্রণয় কিছুই থাকে না। সংসার

অমৃতময়, পৃথিবী স্বর্গ তুল্য, অরণ্য জনাকীর্ণ, এবং মরুভূমি ফল ফুলে পরিশোভিতের ন্যায় বোধ হয়।

নবীনবাবুর স্ত্রী জল ও খাদ্য দ্রব্য স্বামীর হস্তে দিয়া তাঁহার পশ্চাৎ ভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন ও অনুরাগ ভরে তাঁহার মস্তকের ধূলী স্বীয় অঞ্চল দ্বারা ঝাড়িয়া দিতে লাগিলেন। নবীন বাবু তাঁহার খাদ্য দ্রব্যের কিয়দংশ তাঁহার প্রিয় পুত্রদিগের হস্তে দিয়া পশ্চাতে আপনি খাইলেন, তৎপরে জল পান করিলেন। এতাবৎ কাল পতিপ্রাণা সুলোচনা বাক্যহীনা, স্ফূর্ত্তিহীনা, স্বামীকে চিন্তাকুল দেখিয়া আপনিও বিষণ্ণ-হৃদয়া হইয়া তাঁহার কেশরাশি পরিষ্কার করিতেছিলেন, তৎপরে যখন দেখিলেন যে স্বামী আহারান্তে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছেন, তখন তিনি অতি মৃদু স্বরে ঈষৎ হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলি আজ এত বিষণ্ণ ভাব দেখ্‌চি কেন?"

নবীন। আর ভাই, দুঃখী লোকের দুঃখের অভাব থাকে কি?

সুলোচনা। কি এত দুঃখ?

নবীন। না এমন কিছু না।

সুলোচনা। তবু আমার কাছে গোপন কি?

নবীন। না গোপন কর্‌চিনি; তুমি ভাই স্ত্রীলোক, সুখের ধন, কোথায় সর্ব্বদা সুখে পরিবেষ্টিত থাক্‌বে, না হয়ে আমার কপালে পড়ে তোমার দুঃখের আর কুলপাথার নেই। একে তোমাকে টাকা কড়ি গয়না ভাল কাপড় একখানা এ পর্য্যন্ত কিছুই দিতে পারিনি বলে আমি কিরূপ

দুঃখিত আছি তা বল্‌তে পারি নি,তার উপর আবার দুঃখের কথা বলে আরো তোমাকে দুঃখিত কর্‌বো ?

সুলোচনা। (দুঃখিত ভাবে ও সজল নয়নে) তুমি টাকা কড়ি গয়নার কথা সর্ব্বদা আমাকে বল, আমি কি তার জন্যে কখন দুঃখ করেচি ? আমি কি আমাদের অবস্থা জানিনে, না তোমার মনও জানিনে, তবে কেন একশবার ঐ কথা বলে আমাকে দুঃখ দেও ?

এই কথা বলিতে বলিতে নব বিকসিত চম্পকদল স্খলিত নীহারবিন্দুর ন্যায় তাঁহার নয়নযুগল হইতে বিন্দু বিন্দু বাস্পবারি বিগলিত হইল। নবীনবাবু কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তৎপরে উঠিয়া প্রিয় বচনে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। পুত্র দুটি মা মা বলিয়া অঞ্চল ধরিয়া মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পতিপ্রাণা সাধ্বী স্ত্রীর মনোদুঃখ স্বামীর সম্মুখে কতক্ষণ থাকে ? সূর্য্যকিরণে সমভিতপ্ত ও প্রোজ্জ্বল গগনে সামান্য মেঘ যেরূপ কিয়ৎক্ষণ গর্জ্জনাদি করিয়া পরিশেষে বৃষ্টিরূপে পতিত হয়, এবং পরক্ষণেই নানাবর্ণ-রঞ্জিত ইন্দ্রধনু ধারণে রমণীয় শোভা বিস্তার করে, ক্ষণস্থায়ী দুঃখ অবসান হইলে সুলোচনার মুখপ্রভা ও সেইরূপ সমুজ্জ্বল ও কমনীয় হইল। তাঁহার নয়ন-যুগল বিশুদ্ধ-প্রেমে পূর্ব্বা-পেক্ষা দ্বিগুণতর দীপ্তি পাইতে লাগিল। নবীনবাবু সাদরে অপর একখানি আসনে সুলোচনাকে বসাইলেন ও পুত্র দুটিকে কোলে দিয়া সতৃষ্ণনয়নে তাহাদিগের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। পরে তাঁহার প্রিয়তমাকে অন্যমনা করিবার জন্য

বলিলেন, "দেখ ভাই আজ আস্‌বার সময়ে পথে উপেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তার ছেলের অন্নপ্রাশন, সে আমাকে নিমন্ত্রণ করলে, যেতে তো হবে, কিন্তু ছেলের হাতে কি দেওয়া উচিত হয় বল দেখি ?"

সুলোচনা। দুটী টাকা।

নবীন। আমিও তাই মনে করছিলুম কিন্তু দুটিটাকা এখন পাই কোথা ?

সুলোচনা। আমি দেবো এখন।

নবীন। কোথা থেকে ?

সুলোচনা। তোমার সে খোঁজে কাজ কি ?

নবীন। বেস্ আপনাকে বঞ্চিত করে টাকা বাঁচিয়ে রেখেচ নাকি ?

সুলোচনা। আপদ্ বিপদের জন্য কখন কখন কিছু কিছু রাখ্‌তে হয়।

নবীন। (কপালে করাঘাত পূর্ব্বক) আঁ। আমার কপাল !

সুলোচনা। সে কথা যাক্, তাতে খুব জাঁক্ হবে না ?

নবীন। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) হ্যাঁ।

সুলোচনা। দেখ ভাই সুখ কিছু মনুষ্যের চিরকাল থাকে না, দুঃখও কিছু চিরকাল থাকে না, তোমার কি আর কখন টাকা হবে না, হ্যাঁ বয়স সব গিয়াছে এমন কিছু নয়, পরমেশ্বর অদ্বিশ্চি কখন না কখন মুখ তুলে চাইবেন।

নবীন। ক্যারাণিগিরি করে সুখ ইহজন্মে আর কি হবে।

সুলোচনা। নাই হোক্, আমরা কোন্ দুঃখে আছি? তবে বড় মানুষি হচ্চে না, তা না হোগ্‌গে আমাদের চেয়ে কত দুঃখী আছে তারা কি, ভাই, সকলেই অসুখে আছে?

নবীন। দেখ ভাই যদি মূর্খ হতেম্ তাহলে একরকম থাক্‌তুম ভাল। আমি বড় মানুষি চাইনি; কর্ত্তব্যকর্ম্ম গুলো না কর্‌তে পেলে মনে বড় আপ্‌সস হয়। এই দেখ ছেলে দুটি ক্রমশঃ বড় হয়ে আস্‌চে এদের লেখা পড়া শেখাতে হবে। তোমাকে বিয়ে করেচি তোমার সচ্ছন্দ যাতে হয় তার জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, যে দেশে জন্মিয়াছি তার কিছু উপকার করা কর্ত্তব্য, কিন্তু এম্‌নি দুর্ভাগ্য যে কিছুই কর্‌তে পারিলাম না। দিন কতক হলো আফিসের একটী ৬০ টাকা মাইনের কাজ খালি হয়েছিল, সেইটির জন্য সাহেবের কাছে দরখাস্ত কর্‌লুম, আর বল্‌লুম যে আমার সংসার চলে না, ছেলে পিলে খেতে পায় না, আরো বল্‌লুম যে ছয় বৎসর আমি ৪০ টাকা পাচ্চি আমার ৬০ টাকা পাবার অনেক দাওয়া আছে, ও আমি কাজ পারি না পারি তার জন্যে পরীক্ষা দিতেও প্রস্তুত আছি, সাহেব আমার কথা শুনে বল্‌লে যে দেখা যাবে। তাব পরে সেই শঠ দুরাত্মা আজ সেই কাজ একজন মূর্খ ফিরিঙ্গি, যে ছয় মাস আপিসে ২০ টাকা করে পাচ্ছিল, তাকে দিলে। আমি মনে করেছিলুম যে যদি ৬০ টাকা করে মাসে পাই তা হলে কিছু কিছু জম্‌বে ও আপনাদের যে কষ্ট হয়েছে তারও কিছু লাঘব হবে, কিন্তু সে আশা আমার আজ সব গেল। হা পরমেশ্বর! আমার অদৃষ্টে যে কত দুঃখ আছে তা আমি কিছুই বল্‌তে পারি নি।

সুলোচনা। আচ্ছা ভাই চাক্‌রি ছাড়া আর কোন রকমে রোজ্‌গার হয় না ?

নবীন। হয়, টাকা থাক্‌লে—আমার যদি দু চার শো টাকা থাক্‌তো তা হলে চাক্‌রির মুখে ঝাঁটা মেরে কারবার কর্‌তুম্‌।

সুলোচনা। আচ্ছা দু চার শো টাকায় যদি হয় তবে কেন কারো কাছে ধার কর না।

নবীন। ধার কে দেবে ভাই, বড় মানুষকেই লোকে ধার দেয়; কিন্তু বড়মানুষই লোক্‌কে ঠকায়; গরিব লোক্‌কে কেউ কি ধার দেয় ?

সুলোচনা। উপেন্দ্র বাবু তোমার বন্ধু, ইস্কুল থেকে তোমার সঙ্গে ভাব, তাঁকে বুঝিয়ে সুজিয়ে বল্‌লে বোধ হয় তিনি দিতে পারেন।

নবীন। উপেন যদি পণ্ডিত হতো তা হলে আমি চাইতে পার্‌তুম। সে হলো নিজে মূর্খ, সর্ব্বদা নীচ সঙ্গে নীচ আমোদ প্রমোদে মত্ত, সে যে আমার দুঃখে দুঃখী হবে, আর আমার উপকার কর্‌বে, আমার তো বোধ হয় না। তুমি মেয়ে মানুষ, পৃথিবীর গতিক জাননা, যতদিন কোন গরিব লোক বন্ধু ভাবে কোন বড় মানুষের কাছে যায়, ততদিন তার আদর থাকে, আর যেই সে আপনার দুঃখের কথা জানায়, ও কোন রূপ কিছু প্রার্থনা করে, বাবু অমনি বেঁকে বসেন, তার সঙ্গে আর সে রকম ভাব রাখেন্‌ না। আমি উপেন্‌কে দুঃখের কথা জানিয়ে টাঁকার প্রার্থনা করিলে যদি সে না দেয়, তা হলে আর আমার অপমানের সীমা থাক্‌বে না; আমি সেই ভয়ে পেচুচ্চি।

সুলোচনা। তুমিতো ভাই টাকা অমনি চাচ্চ না, তুমি টাকা ধার চাচ্চ।

নবীন। সত্তি বটে, কিন্তু আমার এক পয়সার সঙ্গতি নাই, আমার আপনার বাড়ি নেই, আমার টাকা ধার চাওয়া আর অম্‌নি চাওয়া দুই সমান।

সুলোচনা। তবে ভাই পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করে থাক, তিনি যা করেন্—সর্ব্বদা দুঃখ কর্‌লে আর কি হবে—একে তো আপিসের খাটুনি, তাতে সংসারের ভাবনা, তার উপর আবার মনের কষ্ট, মানুষের ত শরীর—কত সবে?

এইরূপ কথোপকথনের পর নবীনবাবু আহারাদি করিয়া শয়ন করিতে গেলেন। সুলোচনার চন্দ্রমাবিনিন্দিত সুকোমল মুখজ্যোতিঃ ও তাঁহার অনুরাগ দর্শনে ও সন্তানগুলির অমৃতময় বাক্য শ্রবণে তাঁহার দুঃখভার অনেক লাঘব হইল; কিয়ৎক্ষণ পরে দুঃখহারিণী নিদ্রাদেবী আসিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে লইলেন ও সস্নেহে বারংবার মোহ-বিধায়ক মুখ-চুম্বনে তাঁহার সমস্ত মনঃপীড়া দূর করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"——in his look divine
'The image of his glorious Maker shone''

MILTON.

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার ৫ দিন পরে, অর্থাৎ ২৮শে চৈত্র, কলিকাতার বাহিরে আর একটি ঘটনা হইয়াছিল, আমরা পাঠকগণের জ্ঞাপনার্থে তাহা লিখিতেছি। শালিখার ঘাটে উঠিয়া অতি অল্পদূর যাইলেই ডানদিকে একটি গলি আছে। ঐ গলি ধরিয়া প্রায় পোয়াটাক্ পথ গেলে একটি বৃহৎ উদ্যান দেখিতে পাওয়া যায়, উহা যদিও এখন শ্রীভ্রষ্ট ও ভগ্ন, কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি তখন, উহা একটী অতি সুরম্য উপবন বলিয়া পরিগণিত ছিল। এই উপবনটী আবার ভাগীরথীর অতি নিকটবর্ত্তী, এই জন্য এই স্থান প্রভাতে ও সন্ধ্যাগমে অতি রমণীয় শোভা ধারণ করে। বাগানটী প্রায় দশ বিঘে। ইহার মধ্য স্থলে একটী পুষ্করিণী পুষ্করিণীর সম্মুখে একটী সুরম্য অট্টালিকার ছাদের উপর দাঁড়াইলে ভাগীরথীর অনন্ত জলপ্রবাহ পরিদৃষ্ট হয়। বাগানটির মধ্যস্থলে অর্থাৎ পুষ্করিণীর চারিদিকে নানাবিধ ফুলের গাছ ও পার্শ্বে ঝাউ ও অন্যান্য বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল আছে। সেই দিন অপরাহ্নে একটি যুবা পুরুষ ঐ বাগানের অট্টালিকার একটি ঘরে নিদ্রিত আছেন। ঘরটি ভাল ভাল ছবি, দেওয়ালগিরি, ঝাড়, কোচ, চৌকি, ঘড়ি ও বাদ্যযন্ত্রে সাজান। ঘরের জানালা গুলি খস্‌খসি দ্বারা আবৃত সুতরাং গ্রীষ্মকালের

প্রখর আতপ-তাপ প্রায়ই সেই স্থানে অনুভূত হয় না। যুবা পুরুষটি গ্রীষ্মের প্রাবল্য প্রযুক্ত ঐ স্থানে নিদ্রা যাইতেছেন। একটি শুভ্র যজ্ঞোপবীত তাঁহার গলদেশে শোভা পাইতেছে। তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর, তাঁহার রূপ এরূপ চমৎকার যে দেখিলে তাঁহাকে অমরপুরবাসী বলিয়া ভ্রম হয়। তাঁহার প্রশান্ত আকৃতি, প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসিকা, সুঠাম গঠন, বিস্তৃত বক্ষঃস্থল, শান্তভাববিশিষ্ট গম্ভীর মূর্ত্তি, সুদীর্ঘ নয়ন, ঘন পক্ষ্মরাজি দ্বারা এরূপ পরিবেষ্টিত যেন বিধাতা স্বয়ং চিরন্তন কজ্জল দ্বারা শোভিত করিয়াছেন। তাঁহার বক্ষঃস্থলে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক রহিয়াছে। ঐ পুস্তক খানি মহাকবি মিল্টনের প্যারাডাইস্‌লষ্ট (Paradise Lost) বোধ হয়, তিনি উহা পাঠ করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়াছেন। যাহাহউক, ঐ যুবা পুরুষের নিদ্রা কিয়ৎক্ষণ পরেই ভঙ্গ হইল। তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া অন্যমনে কিঞ্চিৎকাল বিচরণ করিয়া "গঙ্গাধিন" বলিয়া ডাকিলেন। ডাকিবামাত্র একটি হিন্দুস্থানী আসিয়া সম্মুখে "হুকুম মহারাজ্" বলিয়া দাঁড়াইল।

যুবা। গঙ্গাধিন, উপেন্ বাবু আয়া হ্যায়।

গঙ্গাধিন। নেহি মহারাজ।

যুবা। আনেকা বাৎ থা।

গঙ্গাধিন। সো হাম্ নেহি জান্‌তা, মহারাজ্।

যুবা। আচ্ছা তোম্ যাও, আওর্ এক্ গেলাস পানি হাম্‌কো ওয়াস্তে ভেজ্ দেও।

গঙ্গাধিন। যো হুকুম, মহারাজ্।

অল্পক্ষণ পরেই একজন ভৃত্য আসিয়া এক স্বর্ণপাত্র সুশীতল জল তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া চলিয়া গেল। যুবা পাত্রটীর প্রতি ক্ষণেক চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন, ও পাত্রস্থ জলের কিয়দংশ পান ও কিয়দংশে মুখ প্রক্ষালন করিয়া পাত্রটী সযত্নে রাখিলেন। তৎপরে পুস্তকখানি লইয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষভাগের নিম্ন লিখিত কয়েক পংক্তি পাঠ করিলেন—

"——but, that seat soon failing (Satan) meets
A vast vacuity: all unawares
Fluttering his pennons vain, plumb down he drops
Ten thousand fathom deep, and to *this hour*
Down had been falling, had not——"

পাঠান্তে তাঁহার মনে বিস্ময় ভয় ও ভক্তি মিশ্রিত এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল। তিনি কিয়ৎ-কাল স্তব্ধ হইয়া সৃষ্টির অসীম স্থান ও ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তি-মত্তা ভাবিতে লাগিলেন, ভাবিতে ভাবিতে নয়নযুগল মুদ্রিত করিয়া মনে মনে তিনি পৃথিবীর নীচে নামিতে লাগিলেন। যেমন কোন ব্যক্তি সন্তরণ না জানিয়া অগাধ জলধিজলে নিমগ্ন হইয়া শ্বাসাবরোধ নিবন্ধন দুঃসহ ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ হেতু উপরে উঠিতে চেষ্টা করে, যুবা পুরুষটি সেইরূপ ক্ষণ-কাল অন্ধকারময় অসীম স্থানেতে ক্রমে নামিতে নামিতে আর যাইতে পারিলেন না। মনে অতীব ভয়ের উদয় হইল। তিনি নয়ন উন্মীলন করিলেন, পৃথিবী আলোকময়, গৃহ অতি

সুন্দর শোভিত, অদূরে পুষ্করিণীর স্বচ্ছ সলিলে সূর্য্য আলোক প্রতিবিম্বিত হইতেছে, ও উহার চতুষ্পার্শ্বে বৃক্ষ সকল বায়ু ভরে আন্দোলিত হইতেছে দেখিয়া একরূপ বিশুদ্ধ সন্তোষের উদয় হইল—সৃষ্ট পদার্থ সমস্ত তাঁহার চক্ষে নব নব বোধ হইতে লাগিল।

তিনি গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন, সূর্য্য ঘন নিবিষ্ট পাদপদলের অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়াছে। উদ্যানস্থ বায়ু আর উত্তপ্ত নাই; তখন তিনি পুস্তক খানি হস্তে করিয়া নীচে নামিয়া পুষ্করিণীর ঘাটের উপর এক লৌহ-নির্ম্মিত চৌকিতে বসিয়া পুনরায় পাঠারম্ভ করিলেন। সরোবরপারে তিনটী বালক সুখে খেলা করিতেছে; এমন সময় পরমা সুন্দরী একটি কামিনী ঘাটে আসিলেন। কামিনীর বয়স প্রায় ষোড়শ বৎসর, রং চাঁপা ফুলের ন্যায়, মুখখানি নব-প্রফুল্লিত পদ্ম-সদৃশ মনোহর, নয়ন দুটি ভাসা ভাসা, কপাল খানি বড় বড় নয়, নাক্‌টি ঈষৎ লম্বা, কিন্তু মুখখানিতে বেস শোভা পেয়েছে, ঠোঁট দুটি যেন আলতা মাখান, কেশগুলি কটিদেশ লম্বিত, কুটিল ও চিক্কণ, শরীর যেন নবনীর পুতুলের ন্যায় কোমল, হাঁসি যেন সততই অধরে লেগে আছে, দন্ত-গুলি ক্ষুদ্র, তাঁহার মূর্ত্তিখানি দেখিতে এমনি স্নিগ্ধ ও মনোরম যেন পূর্ণিমার কৌমুদীর ন্যায় যতবার দেখ, ততবারই দেখিতে ইচ্ছা হয়; অহঙ্কার কিম্বা শঠতা কিছুই তিনি জানেন না। কামিনী ঘাটে আসিয়া বালকদিগের খেলা দেখিতে লাগিলেন। তৎপরে সিঁড়িগুলি নামিয়া যখন কিছু জলে নামিলেন, তখন পরপারে যুবাপুরুষ তাঁহার নয়নগোচর হইল।

প্রথমতঃ তিনি তাঁহাকে যেন কোন রমণীয় পদার্থের ন্যায় সতৃষ্ণনয়নে দেখিলেন, কিন্তু তাঁহার সে ভাব বহুক্ষণ রহিল না—তাঁহার মন ক্রমে ক্রমে সেই রূপরাশিতে নিমগ্ন ও বিলীন হইল। তিনি জগতে সেই এক ব্যক্তি ভিন্ন নয়নে আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার মনে আর দ্বিতীয় ভাব রহিল না। তিনি লজ্জিত-নয়নে যুবকের দিকে মুহুর্ম্মুহুঃ চাহিতে লাগিলেন। যুবক আপন পাঠে নিযুক্ত। তাঁহার রূপরাশি যে এক জন সরলার মন নির্দ্দয়রূপে আকর্ষণ করিতেছে, তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই। রমণী জলেই নামিতেছেন, কত জলে যাইতেছেন, তাহার ধারণা নাই। তিনি বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত জলে নামিয়াছিলেন, পুনরায় এক সিঁড়ি নীচে নামিলেন, জল গলা পর্য্যন্ত হইল, তখন আর পা স্থির রাখিতে পারিলেন না। আরো অধিক জলে পড়িলেন। তাঁহার মনে অতিশয় ভয় হইল, মস্তক ঘুরিয়া আসিল, চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ হইল এবং শ্বাসাবরোধ হইবার উপক্রম হইল। বালক গুলি কন্যার বিপদ্ দেখিয়া ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, যুবা পুরুষ নয়ন ফিরাইয়া দেখিলেন যে একটি স্ত্রীলোক জলমগ্ন হইতেছেন, তিনি তড়িতের ন্যায় জলে পড়িলেন এবং শীঘ্র তাঁহাকে জল হইতে উঠাইলেন। রমণী সংজ্ঞাহীন। তাঁহার নাম কি? তাঁহার বাড়ী কোথায়? তিনি কাহার কন্যা বা স্ত্রী, যুবক তাহা কিছুই জানিতেন না। তিনি সেই স্থানে এক দিন মাত্র আসিয়াছেন। তিনি ছেলেগুলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাঁর বাড়ী কোথায়?" তাহারা কহিল, "রঘুঠাকুরের মেয়ে।" তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা

করিলেন, "রঘুঠাকুরের বাড়ী কোথায়?" তাহারা কহিল, "এই কাছে।" তিনি বাগানের মালিদিগকে শীঘ্র একখানি পাল্‌কি আনিতে বলিলেন। পাল্‌কি আনীত হইলে, তিনি উহার মধ্যে ঐ সংজ্ঞাহীন কামিনীকে সযত্নে রাখিয়া বালক-দিগের সহিত রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের বাটী গিয়া পৌঁছিলেন। রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের বাটী দোতালা, পুরাতন, সম্মুখে একখানি চৌরি ঘর আছে। যুবক যখন পাল্‌কি লইয়া সেইখানে পৌঁছিলেন, গৃহস্বামী চৌরিঘরে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন, যুবককে দেখিয়া তিনি সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহার নিকটে আসি-লেন, কিন্তু আপন কন্যাকে পাল্‌কিতে অচেতন অবস্থায় দেখিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। যুবক বলিলেন, "ভয় নাই।" তিনি তৎপরে সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বিস্তার করিয়া বলিতে লাগিলেন। এদিকে বাটীর ভিতরে স্ত্রীলোক সকল এই দুর্ঘটনার বার্ত্তা শুনিয়া রোদন করিতে করিতে বেগে বাহির হইয়া আসিল। যুবক হেঁটমুখে কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া গৃহস্বামীকে সম্ভাষণ করিয়া শেষে বলিলেন, "মহাশয় আপনি শীঘ্র একটি ডাক্তার আনিতে একজন লোক পাঠান, যদি লোকের অভাব হয়, তা হইলে আমার একটি লোককে আমি পাঠাইতেছি। ব্রাহ্মণ কহিলেন, "বাবা, তুমি যা ভাল বোঝ, তাই কর, আমার হাত পা আসে না।" যুবক একজন মালিকে শীঘ্র একটি ডাক্তার আনিতে আদেশ করিলেন ও গৃহস্বামীকে কন্যাটিকে বস্ত্রান্তর করিয়া অগ্নিদ্বারা উহাঁর সমস্ত অঙ্গ সেঁকিতে কহিলেন। ইতিমধ্যে তিনি বাগান হইতে একটী স্মেলিংসল্টের সিসি আনাইয়া উহা খুলিয়া

কন্যাটীর নাকের নিকট ধরিলেন ; প্রথমে কিছু সাড়া হইল না ; তৎপরে তাঁহার শরীর একেবারে কাঁপিয়া উঠিল, তাহা দেখিয়া যুবক পুনর্ব্বার কিছুক্ষণ সিসিটি নাকের নিকট ধরিয়া রাখিলেন। অবশেষে অল্পে অল্পে তাঁহার নয়ন উন্মীলিত হইল। কন্যার চেতনা হইয়াছে দেখিয়া, সকলেই তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিল। কন্যা প্রথমে কিয়ৎক্ষণ শূন্য নয়নে চাহিয়া রহিলেন, পরে ক্রমে ক্রমে তাঁহার চেতনা হইতে লাগিল, তিনি অঞ্চলখানি লইয়া আপনার মুখ ঢাকিলেন। যুবা তাহা দেখিয়া কিঞ্চিৎ দূরে গিয়ে ডাক্তারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য যুবাকে চৌরি ঘরের এক পার্শ্বে একাকী নিরাসনে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আপনি একখানি আসন লইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া বসিলেন "বাবা, নিরাসনে বসে আছ, এই আসন খানি নাও"।

যুবা। একি মহাশয়। আপনি স্বয়ং আসন লইয়া আসিয়াছেন—আমি কি ও আসনে বসিতে পারি ?

রঘুনাথ। তা হোক্ বাবা বসো, তুমি বাবা ভাগ্যিশ্ ছিলে, তাই আমার মেয়েটি বাঁচলো, নতুবা কি হোতো তা বল্‌তে পারিনি—এখন আর ভয় নেই, কেমন বাবা ?

যুবা। আজ্ঞে না।

রঘুনাথ। আপনার নাম কি ?

যুবা। শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ শর্ম্মা—উপাধি মুখোপাধ্যায়।

রঘুনাথ। আপনার নিবাস ?

যুবা। বর্দ্ধমান। কোন মকর্দ্দমা সম্বন্ধে আমি সংপ্রতি

কলিকাতায় থাকি, অদ্য উপেন্দ্রবাবুর অনুরোধে তাঁহার বাগানে আসিয়াছিলাম।

রঘুনাথ। আপনার পিতার নাম?

যুবা। শ্রীলোকনাথ মুখোপাধ্যায়।

রঘুনাথ। আহা! না হবে কেন, পিতার উপযুক্ত পুত্র—আপনার পিতার যশঃসৌরভে চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ; আপনি বড় লোকের সন্তান, আজ আমার বাড়ী পবিত্র হোলো।

যুবা। সে কি মহাশয়! আমি আপনার সন্তানের ন্যায়, আমাকে কি ও কথা বলা সাজে?

রঘুনাথ। আহা! অতুল ঐশ্বর্য্য, রূপ ও গুণ থাকাতে আপনার কিছুমাত্র গরিমা নাই, দেখে আমি যারপর নাই আহ্লাদিত হইলাম। আপনার বিবাহ কয়টি?

যুবা। (কিঞ্চিৎ বিরক্ত ও আশ্চর্য্য ভাবে) মহাশয়, আমার বিবাহ হয় নি।

রঘুনাথ। সে কি বাপু, আপনি বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান, আপনার বিবাহ হয় নাই?

যুবা। আমার পিতা অনেক ব্যক্তির অনুরোধে আমাকে অনেক বার বিবাহ করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু আমি অদ্যাপি বিবাহ করি নাই; যেহেতু আমি আপন মনোমত স্ত্রী আপনি দেখিয়া লইব, এই স্থির করিয়াছি।

এইরূপ কথা বার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে, ডাক্তার আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি কন্যাটির জলমগ্নের সমস্ত বিবরণ স্থিরমনে শুনিলেন ও তাঁহাকে সচেতন করিবার জন্য যে যে উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল, তাহা শুনিয়া

পরমাহ্লাদিত হইলেন ও সৌরেন্দ্রবাবুকে যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি কন্যাটির নিকটে গিয়া তাঁহার মুখাবরণ উন্মোচন করিতে বলিলেন। কন্যা কি করেন, চিকিৎসকের বারম্বার অনুরোধে মুখাবরণ উন্মোচন করিলেন। নিশাবসানে বিমল গগনে পূর্ণ শশধরের মলিনকান্তি যেরূপ শোভা পায়, কন্যাটির বদনমণ্ডল এইক্ষণে সেইরূপে শোভা পাইতে লাগিল। সৌরেন্দ্র বাবু স্বভাবতঃ গম্ভীর ও উদার প্রকৃতি, এতাবৎকাল কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিযুক্ত থাকাতে কন্যার অনুপম রূপ তাঁহার সাগর-সদৃশ মনকে কোনরূপে বিচলিত করিতে পারে নাই; কিন্তু এইক্ষণে কন্যার মুখ-চন্দ্রমা তাঁহার নয়নপথের পথিক হইল; সাগরের গাম্ভীর্য্য তিরোহিত হইল; অন্তর বিপুল বেগে উচ্ছ্বলিত হইতে লাগিল। তিনি বারম্বার মনে মনে সেই রূপের প্রশংসা করিতে লাগিলেন—প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়ে অননুভূত অনির্ব্বচনীয় এক নব ভাবের উদয় হইল। তিনি পুস্তকে প্রেমের উল্লেখ অনেক পড়িয়াছিলেন, কিন্তু স্বয়ং উহার ভাব জানিতেন না, অদ্য তাঁহার সেই ভাবের উদয় হইল। তিনি সেই সুধাময় বদনমণ্ডল নিয়তই দেখিতে অভিলাষী হইলেন। বিষয়কার্য্য, বাটী, আত্মীয়জন, বন্ধু বান্ধব সমস্ত ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া গেলেন। উদ্যানে ফিরিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিল। তিনি কেবল এক চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময়ে ডাক্তার ঔষধাদি লিখিয়া দিয়া গমনোন্মুখ হইয়াছেন দেখিয়া, তাঁহার আর অধিকক্ষণ সেই স্থলে বিলম্ব করা অনুচিত বিবেচনা

করিয়া আপনিও বিদায় চাহিলেন। গৃহস্বামী, রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য বহু স্তুতি বিনতি ও ভোজনাদি করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সৌরেন্দ্রবাবু তাহাতে সম্মতি দিলেন না। ভট্টাচার্য্য অবশেষে বলিলেন, "বাবা আমার হেমলতাকে আপনি যে বাঁচিয়েছেন, তার ধার আমি কিছু-তেই শুধিতে পার্‌বো না। আমি আপনার আশ্রিতের মধ্যে, সুযোগ পেলে এক এক বার এসে আমাদের দেখে যাবেন, অধিক আর আপনাকে কি বল্‌বো।" সৌরেন্দ্র বাবু বলিলেন, "মহাশয় আমি আপনার সন্তানের তুল্য, আমাকে ওরূপ বলা সম্ভবে না, আমি সময় পেলেই মহাশয়ের শ্রীচরণ দর্শন কর্‌বো, এখন অনুমতি হয়ত আমি আসি।" রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য সৌরেন্দ্রবাবুর এই বিনয়োক্তি শ্রবণ করিয়া ছল ছল নয়নে কহিলেন, "আপনাকে বিদায় দিতে কখনই পারিব না; আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; আমার ছেলেদের সর্ব্বদা তত্ত্ব লবেন—আমার আর কেউ নাই।" সৌরেন্দ্রবাবু বিদায় লইয়া পুনরায় উদ্যানে ফিরিয়া আসিবার জন্য যাত্রা করি-লেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। উদ্যানে আসিয়া দেখিলেন, বৃক্ষ সকল সুশীতল মলয়ানিলে মন্দ মন্দ আন্দোলিত হইতেছে; বেল, জুঁই, প্রভৃতি সুগন্ধি পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া উদ্যান আমোদিত করিতেছে। সৌরেন্দ্রবাবু পুনরায় ঘাটে আসিয়া বসিলেন। কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহার মনের ভাব এক প্রকার ছিল, এখন তাঁহার আর সে ভাব নাই। পুষ্পের সুগন্ধ, বায়ুর স্নিগ্ধতা, উদ্যানের রমণীয়তা তাঁহার প্রীতি সম্পাদন করা দূরে থাকুক বরং তাঁহাকে অসুখী করিতে লাগিল।

তাঁহার এ অসুখ কি? প্রণয় না জন্মাইতেই কি যাতনা আসিল? ইহা কি বিরহ বেদনা—বিরহ কি? সৌরেন্দ্র-বাবু কি তাহা জানিতেন?—না—তাহাঁর মনে যে প্রেমের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাও তিনি জানেন্ না। তিনি পূর্ব্বে সর্ব্বদা নির্জ্জন-প্রিয় ছিলেন। এখন তাহাঁর পক্ষে নির্জ্জনতা বিষময় হইয়া উঠিল। তিনি চারিদিক্ শূন্য ও আপনাকে একাকী বোধ করিতে লাগিলেন—প্রেমিকেরা যদি এই ভাবকে বিরহ বেদনা কহেন, তবে বোধ হয়, সৌরেন্দ্রবাবুর তাহাই হইয়াছে। তিনি উদ্যানে কিছুক্ষণ অবস্থিতি করিয়া কলিকাতায় আসিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়া উদ্যান হইতে বহির্গত হইলেন। সুরাপান না করিয়াও তাহাঁর মত্ততা জন্মিল। পথে যাইতে যাইতে পদস্খলন হইতে লাগিল। তিনি ঘাটে আসিয়া দেখিলেন, সুধাংশু রজতকিরণে ভাগী-রথীকে শোভিত করিয়াছেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ চন্দ্রমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন—থাকিতে থাকিতে, একখানি শুভ্র মেঘ আসিয়া উহার সুচারু ছবি আবৃত করিল—তিনি ভাবি-লেন তাহাঁর প্রিয়তমা হেমলতা সলাজ্জে স্বীয় মুখ আবরণ করিলেন, তিনি দুঃখিত মনে চক্ষু অবনত করিলেন—দেখি-লেন, ঘাটে দাঁড়াইয়া আছেন, তখন তাহাঁকে পরপারে যাইতে হইবে মনে হইল। তিনি এক খানি নৌকা লইয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলেন, পরে আপন বাসায় আসিয়া আহারাদি করিয়া হেমলতার মোহিনী মূর্ত্তি ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রিত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—0—

ক্ষীণে বলবতী নারী সা নারী প্রাণঘাতিকা।

পাঠক মহাশয় যে ২৮ এ চৈত্র, শনিবার, সন্ধ্যাকালে, শালিখায় দুটি যুবক যুবতী উভয়ই আপনাপন মন হারাইলেন, সেই সন্ধ্যাকালে কলিকাতায় আর একটী ঘটনা হয়। বেনে-টোলার গলি ধরে পশ্চিম মুখে কিছু দূর গেলে, রাস্তার বাঁহাতী একটি ছোট একতালা বাড়ী আছে। বাড়ীটির সম্মুখটা অতি জীর্ণ; কেবল ইট গুলি সাজান আছে মাত্র, তাতে একরত্তি বালি কি একরত্তি চুন কিছুই নেই। বাড়ীর দরজার কপাট দুখানি ফেটে চটে আছে, দেখলে বোধ হয়, কস্মিন্ কালে কোন রকম রং চড়েনি। দরোজাটী পার হইলেই ঘোর অন্ধকার, বোধ হয় যেন একটা জন্তুর গর্ত্ত। এই অন্ধকারময় স্থান পার হয়ে গেলে একটি ছোট উঠানে গিয়া পড়া যায়। উঠানটি আরো চমৎকার; যত দেশের জঞ্জাল, এঁটো হাঁড়ি, মুড়ো ঝাঁটা এই সকলে পরিপূর্ণ। উঠানের এক দিকে একটি বহু দিনের ভাঙ্গা দালান, অপর দিকে একটি দোতালা ঘর—এই দোতালার চারিদিকে, সৃষ্টিতে যা কিছু গাছ গাছড়া আছে, তা সব জন্মেছে। বাড়ীর কর্ত্তা সুতরাং বড় ভাগ্যধর, কেন না, তিনি বিনা আয়াসে, বিনা খরচায়, নানাবিধ লতা-গুল্ম-পূর্ণ মনোহর কুঞ্জবনে অহরহঃ বিরাজমান আছেন। পূর্ব্বোক্ত তারিখে সন্ধ্যাকালে একটি

মানুষ, বয়স প্রায় ৫৫ বৎসর, হাতে এক গাছি ছড়ী, ঐ বাড়ীর দরজায় এসে কড়া নাড়্তে লাগ্লো, ও উচ্চৈঃস্বরে খুদি খুদি বলে ডাকুতে লাগ্লো—ডাক্তে ডাক্তে একটি বুড়ো মেয়েমানুষ এসে দরজা খুলে দিলে। মানুষটি হাত্ড়ে হাত্ড়ে আস্তে আস্তে দরজাটি পার হয়ে দোতালার ঘরে গিয়ে উঠ্লো, উঠে ঘরের কোণে ছড়ী গাছ্টি রেখে এক খানি তক্তাপোসে একটী বিছানা করা আছে, সেই বিছানায় গিয়ে বস্লো। আমরা পাঠক মহাশয়ের অনুমতি নিয়ে এই বেলা এই লোকটীর চেহারা বর্ণনা করি, যেহেতু এর পর, আর সময় পাব না। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি, মানুষটির বয়স অধিক নয়—আন্দাজ্ পঞ্চান্ন বৎসর, রং কাল, আকৃতি খর্ব্ব, মুখখানি চেপ্টা, নাক্টী খাঁদা, নাকের ডগাটী একটী বড়ির মতন, চক্ষু দুটী কোটরে, মুখের হাঁটি কতক বাঁদুরে, হাঁসিলে দুইপাটী শাদা দাঁত দেখা যায়, তাহা সমস্ত তাহাঁর নিজের নয়, কপাল খানি ছোট, বসা, মাথার উপরিভাগটী সরু, কাল চুলে মোড়া, চুলগুলি আঁচড়ান। পরিধান এক খানি কোর্মাখান কালাপেড়ে ধূতী, গায়ে একটী মলমলের জামা, জামার পকেটে একখানি রুমাল, ডানহাতে একখানি রক্ষাকবচ, ঐ কবচের পাশে একটী মাদুলী। এই লোক-টির নাম সদানন্দ, ইনি জাতিতে বঙ্গজ কায়স্থ, উপাধি দত্ত। সদানন্দের এক পা যদিও কাশীমিত্রের ঘাটে, তথাচ উহার প্রাণটী যুবার মতন রসিক, সদাই স্ফূর্ত্তি—হাসি খুসি, রসের কথা, ছেড়ের গান, এই সব নিয়ে সর্ব্বদা থাকেন। চুলে কলপ্ দিয়েছেন, দাঁত বাঁধিয়েছেন, ঈশ্বরকে ফাঁকি দিয়েছেন,

যমকে ভুলিয়েছেন। ইনি জীবনের সায়ংকালে, দ্বিতীয়পক্ষে এক বিবাহ করেছেন, স্ত্রীটী যুবতী, এই জন্য বড় দরকার না হলে বাড়ীর বাহিরে এক পা যান না। এদিন বৈকাল বেলা যে বেরিয়েছিলেন, সে কেবল বিশেষ দরকার ছিল। বাড়ী এসে দেখ্‌লেন, গিন্নী ঘরে নাই, মনে কর্‌লেন কাপড় চোপড় কাচ্‌তে গেছেন; কিন্তু নিশ্চয় জানিবার জন্য খুদি খদি বলে ডাক্‌লেন, ডাক্‌তে ডাক্‌তে সেই বৃদ্ধা আস্তে আস্তে এসে কাছে দাঁড়ালো। সদানন্দ তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন্ "খুদি এ কোথায় রে?" খুদি বল্লে, "ভদ্দরদের বাড়ী—আমি তাঁকে এত করে বারণ কর্‌লেম তিনি শুন্‌লেন না চলে গেলেন।" এই কথা শুনে সদানন্দের চক্ষুদুটো লাল হয়ে উঠ্‌লো, রাগে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো, মুখের ও গায়ের চর্ম্ম শক্ত হয়ে উঠ্‌লো। কর্ত্তা রেগেছেন দেখে খুদি চাক্‌রাণী কাটের পুতুলের মতন আড়ষ্ট হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে রইল; এমন সময়ে ঝম্ ঝম্ মলের শব্দ কর্ত্তার কানে গেল। কর্ত্তা গিন্নী আস্‌চেন বুঝ্‌তে পেরে রাগভরে মুখখানি গোঁজ করে রইলেন। গিন্নী ঝম্ ঝম্ কর্‌তে কর্‌তে ঘরের ভিতরে এলেন। গিন্নী দেখ্‌তে মন্দ নয়, রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, গড়নপিটন গুলি বেশ মাট মাট, তাতে আবার যৌবনকাল, যৌবন জুয়ারের জল কানে কানু, টল্ টল্, বানের টান, কুটগাছ্‌টি দিলে দুভাগ হয়ে যায়;—কানে কতকগুলি মাক্‌ড়ি, খোঁপা ফিরিঙ্গি গোচ্ করে বাঁধা জরি দিয়ে মোড়া, হাতে চার্ গাচা করে সোণার দম্‌দম্, দু পায়ে চারিগাচি মল্, পরণে একখানি তাতি সরু সিম্‌লের

ধুতী (পরামাত্র), আঁচলে একটী রিং, তাতে কতকগুলি চাবি ঝোলান। এই আচলটি ঢং করে বেড়দিয়ে কাঁদের উপর ফেলেচেন্! চল্‌বার কি ঠসক্! আস্তে আস্তে হেল্‌তে দুলতে যাচ্চেন, এম্‌নিভাবে যাচ্চেন্ যেন প্রতি পদে পদে বল্‌চেন আমার এ যৌবনের ভার আমি আর বইতে পারিনে, যদি কেউ মন বুঝে নেয় তো দিতে রাজি আছি। গিন্নী এই রূপ ভাবে ঘরের ভিতর এলেন, কর্ত্তা হাঁড়িপানা মুখ করে বসে আছেন্ দেখ্‌লেন, দেখে ভ্রুক্ষেপও কর্‌লেন্ না। আন্‌লা থেকে একখানি আট্‌পউরে কাপড় নিয়ে, পরাকাপড়খানি ছাড়তে লাগ্‌লেন। সদানন্দ আরো জ্বলেউঠ্‌লেন, শেষে আর থাক্‌তে না পেরে বল্লেন, "কোথায় গিয়েছিলে?"

গিন্নী। যেখানে যাই না কেন, আবারতো ফিরে এসেছি।

কর্ত্তা। আস্‌বেনা তো যাবে কোন্ চুলোয়?

গিন্নী। চুলোয় সত্তি, তুমি যে রেগে গর্ গর্ কর্‌চো তোমার কি হয়েছে?

কর্ত্তা। বুকে বসে দাড়ী ওপ্‌ড়াচ্চ আবার কি হয়েচে?

গিন্নী। পাকা দাড়ী ওপ্‌ড়ালে কি লেগে থাকে—কাঁচা হলেই লাগে।

কর্ত্তা। আমি কি বুড়?

গিন্নী। আমি সেভাবে বলিনে—না—তুমি বুড় নও আমি বুড়—তুমি ষোল বছরের ছোক্‌রা, মরণ আরকি, যত বয়স হচ্চে তত ছোট হচ্চেন্।

কর্ত্তা। (ভয়ঙ্কর রেগে) মর বলে গালাগাল্ দিলে যে বড়? আমি মলে তুমি নিশ্চিন্ত হও——

গিন্নী। (ঈষৎ হাসিতে হাসিতে) বালাই—তোমাকে কি গাল দিতে পারি? আকাশে থুথু ফেল্‌লে আপনারি গায়ে লাগে—তোমাকে যে ভালবাসে সে মরুক্।

কর্ত্তা। আবার ঠাট্টা—গালের্ উপর্ আবার ঠাট্টা—

গিন্নী। বেস্ আমি কি ঠাট্টা কর্‌লুম্, আমি বল্লুম তোমাকে যে ভালবাসে সে মরুক্—আমি তোমাকে ভাল বাসি,আর তুমি আমাকে দূর্ ছাই কর,এই জন্যে আমি মরি।

কর্ত্তা। (কিছু নরম হয়ে) তুমি যে আমাকে ভালবাস তা আমি দেখ্‌তিই পাচ্চি; আমি বাড়ী থেকে একটু বেরিয়ে গিয়েছিলুম্; আর তুমি উমাচরণ ভদ্দরের বাড়ী কর্ত্তাভজার দলে গিয়ে মিশেছিলে।

গিন্নী। তাতে কি দুষ্য হয়েছে—এই অন্ধকার বাড়ীতে চুপ্ করে না থেকে একটু গান্ টান্ শুনতে যাই, তাতে তোমার এত রাগ কেন?

কর্ত্তা। রাগ কেন? ওসব বদ্‌মাইসের দল, ওখানে ভদ্রলোকের মেয়ে ছেলে যায় না।

গিন্নী। না—ওখানে সব ছোটলোকের মেয়েরা আসে; ওরা ধর্ম্মের কথা কয়, ওরা বদমাইস্; আর তুমি ভুলেও ধর্ম্মের কথা মুখে আন না—কেবল টাকা টাকা কর, তুমিই সাধু।

কর্ত্তা। আমি অধার্ম্মিকই হই, আর সাধুই হই, আমাকে ভালবাসা ও আমার সেবা করা তোমার ধর্ম্ম।

গিন্নী। আমি কি তা কর্‌চিনি, আমি এও কর্‌চি ওও কর্‌চি।

কর্ত্তা। তা হবে না, শুক্রবার হলে তুমি আর ওখানে যেতে পাবে না।

গিন্নী। (মহা বিপদ্ দেখে) বলি তুমি আমার সঙ্গে এত লেগেচ কেন? তোমার অনেক টাকা দেখে আমার বাপ্ মা তোমায় বেচেগিয়েছেন, তাই তুমি যা ইচ্ছে তাই বল্‌চো। আমি যদি বড়মানুষের মেয়ে হতুম, আমার বাপের যদি বিষয় থাক্‌তো তা হলে আর তুমি আমাকে দুপাদিয়ে থ্যাৎলাতে পার্‌তেনা—এক মুঠ খেতে দেও বলে কি অ্যাত-(বলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো।)

কর্ত্তা। (মহা ফাঁপরে) আমি তোমাকে কখন অযত্ন করেছি, না তোমাকে কখন বকি, তবে তুমি কর্ত্তাভজার দলে গিয়েছিলে বলে রাগ করেছিলুম্, রাগের ভরে দুটো নিষ্ঠুর কথা বলেছি, তা ঝকৃমারি করেছি, আর কেঁদনা তোমার কান্না দেখ্‌লে আমার বুক ফেটে যায়; তুমি কিসে সুখে থাক্‌বে বলে ভেবে ভেবে আমার শরীর আধখানি হয়ে গেছে, আমার আর সে রকম্ বল নাই, সে রং নাই, এই দেখ কাল হয়ে গিয়েছি, আমি সর্ব্বদাই তোমার বিষয় ভাবি।

গিন্নী। ভাব্‌বে না কেন? সদাই আমার দোষ ভাব, তোমার জন্যে আমার একটু স্বস্তি নেই, কোথায় যাবার যো নেই, কারো সঙ্গে কথা কবার যো নেই, একটু ছাতের উপর দাঁড়াবার যো নেই, ছিনে জোঁকের মতন সর্ব্বদাই সঙ্গে লেগে আছো—ছি! পুরুষ মানুষের কি অ্যাত মেয়ে ন্যাক্‌ড়া হওয়া ভাল? তোমার আচরণ দেখে আমার এম্‌নি ঘেন্না

হয়, যে গলায় একগাছা দড়ী দিয়ে মরি। (এই বলিয়া গিন্নী পুনরায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন।)

কর্ত্তা। (সকাতরে) আমি ঝক্‌মারি করেছি, আমার ঘাট হয়েচে, তুমি আর কেঁদ না, আমি আর কিছু বল্‌বো না।

গিন্নি। তুমি আমার গায়ে হাত দিয়ে বল আমায় কখন কিছু বল্‌বে না, আমাকে শুক্রবার সন্ধ্যার সময় ছেড়ে দেবে—বল ? না বল্লে আমি আর খাব দাব না, (এই বলে ঢিপ্‌ করে শুয়ে পড়্‌লেন্।)

কর্ত্তা। (অগত্যা) এই গায়ে হাত দিয়ে বল্‌চি আমি তোমাকে আর কিছু বল্‌বো না।

গিন্নী। শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা ছেড়ে দেবে, বল ?

কর্ত্তা। দেবো।

গিন্নি। আমার মাথা খাও, দেবে ?

কর্ত্তা। আঃ! আচ্ছা দেবো।

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

——o——

————Loving is a painful thrill,
And not to love more painful still;
But surely 't is the worst of pain
To love and not be loved again! MOORE.

হেমলতা গ্রীষ্মের আতিশয্য প্রযুক্ত গৃহের দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া আপন শয্যায় উপর বসিয়া আছেন। তাঁহার সেই দেহের লাবণ্য কিছু মলিন হয়েছে, ও তাঁহার ভাব কিছু চঞ্চল ও আলুথালু। তাঁহার মুখখানি পূর্ব্বের ন্যায় সরস নাই, কিছু বিবর্ণ। তাঁহার সমস্ত অঙ্গে বিন্দু বিন্দু ঘাম হয়েছে, তিনি তাহা নিবারণের জন্য পাখাখানি লয়ে বাতাস কর্‌চেন। তাঁহার পার্শ্বে তাঁহাব একটী সমবয়স্কা। তিনিও দেখিতে অতি সুশ্রী, কিন্তু যেমন কুমুদিনী কমলিনীর পার্শ্বস্থা হইলে ঈষৎ বিশোভ হয়, তেমনি হেমলতার পাশে থাকাতে তাঁহার রূপের তাদৃশ শোভা হচ্ছিল না। ইহাঁর নাম প্রমীলা। ইঁনি বিবাহিতা। ইঁনি হেমলতার বাল্যকালেব সঙ্গিনী। ইহাঁরা কথা বার্ত্তা কহিতেছেন, কি কহিতেছেন—

হেমলতা। তা ভাই কেমন করে বল্‌বো।

প্রমীলা। কেন ভাই সত্তি কথা আমার কাছে বল্লে কি দোষ আছে? তুই বোধ হয়, অন্যমনস্ক ছিলি—না?

হেমলতা। (সলাজে) হ্যাঁ!

প্রমীলা। কিসে অন্যমনস্ক হলি?

হেমলতা। সে তুল্‌বে বলে আমিতো ঢং করে পড়িনি।

প্রমীলা। না, তাতো আমি বল্‌চিনি, আর তোকেও দুষ্‌চি নি, আমার মাথা খা, সত্তি করে বল্‌ দেখি কি হয়েছিল।

হেমলতা। (অধোমুখে) আমি ভাই তা বল্‌ত্তে পার্‌রো না।

প্রমীলা। আ মরি! এত লজ্জা, বল না—কি হয়েছিল? এখানে আর তো কেউ নেই।

হেমলতা। কে জানে আমি চাইতে চাইতে নাব্‌ছিলুম্‌, কতদূর নাব্‌ছিলুম, তা জ্ঞান ছিল না, অনেক জলে গিয়ে পড়্‌লুম আর পা রাখ্‌তে পার্‌লুম না, ডোব ডোব হলুম তার পরে কি হয়েছিল, তা জানিনে, শুন্‌লুম সে আমাকে তুলে পাল্‌কি করে বাড়ী নিয়ে এসেছিল।

প্রমীলা। তুই যে চাইতে চাইতে নাবছিলি তা সে দেখ্‌তে পায় নি? আর, এক জন পুরুষমানুষ বাগানে বসে আছে দেখে তুই বা কেমন করে গা ধুতে গেলি?

হেমলতা। বাগানে যে দিন বাবুরা আসে সে দিন ফটকে একজন দরোয়ান থাকে, আর ফটকটা দেওয়া থাকে। আমি যখন বাগানে গেলুম্‌, তখন আমি জানিনে যে লোক আছে। ছেলেগুল ঘাটের পইটেতে খেলা কর্‌ছিল, আমি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিলুম্‌, তার পরে জলে গিয়ে নাবলুম্‌ যখন আমি কঁ্যাকাল জলে নাব্‌লুম, তখন ভাই তাকে দেখ্‌লুম্‌, কিন্তু সে একখানি বই আপনার মনে পড়্‌ছিল, আমাকে দেখ্‌তে পাইনি।

প্রমীলা। তা বেস্‌ হয়েছে, এতদিনে বুঝি লো তোর

আই বড়দশা ঘুচ্‌লো; শুনলুম সেও নাকি রাঢ়ি বামন, কুলীন, আর তোর মতন আইবড়—তুই ভাই উপযুক্ত পাত্রে মন দিয়েছিস্‌।

হেমলতা। তা দিলে আর কি হবে ভাই?

প্রমীলা। মনের কথা বেরিয়ে পড়েছে—আগুণ কখন কি কাপড়ে চাপা থাকে? আহা—ভালবাসার আশাও ভাল! কিন্তু ভাই?——

ভালবাসা ভাল বটে সে যদি বাসে তেমন,
নইলে কেবল মিথ্যা আশা দুঃখে ভাসা অকারণ।

হেমলতা। তা বইকি ভাই!

প্রমীলা। তোর আর তা হবে না, সে যে তোর রূপ দেখে ভুলেনি, আমার তো এমন বোধ হয় না, কিন্তু ভাই দুদিন হলো একবার তো ছুতো করে আস্‌তে পার্‌তো—দেখ সেই যদি আজ আসে তা হলে—

হেমলতা। (চমকিয়া) তা হলে কি?

প্রমীলা। তা হলে যো সো করে তোকে তার সম্মুখে বার করে দেখ্‌বো তার মনের ভাবটা কেমন।

হেমলতা। আমি যাব না, সে হোলো এক জন অচেনা লোক।

প্রমীলা। দুকূল যাতে বজায় থাকে, তা আমি কর্‌বো।

হেমলতা। তোর ভাই কেমন রকম—কোথায় কি তার সাকিম্‌ নেই।

চতুরা প্রমীলা অকপট-হৃদয়া হেমলতার প্রণয়-বৃত্তান্ত ও তাঁহার অভিলষিত পুরুষের প্রতি কিরূপ অনুরাগ, তাহা

বাক্যচ্ছলে জানিতেছিলেন। এমন সময়ে একটী সপ্তম-বর্ষীয় বালক দৌড়িয়া হেমলতার ঘরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া "মা মা" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। হেমলতা দ্বার উন্মোচন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, " স্থরেন্ মাকে কেন ডাক্‌ছো দাদা।" স্থরেন উত্তর করিল, " দিদি তোমাকে যে সেদিন জল থেকে তুলেছিল, সে বাইরে এসেচে, বাবার সঙ্গে কথা কচ্চে; বাবা উঠে আমার কানে কানে বল্লেন, যে তোর মাকে গিয়ে বল্ সৌরেন্দ্র বাবু এসেচেন, তাঁর জন্যে কিছু জল খাবার ভাল করে তৈয়ের কর্‌তে।" এই কথা শুনিয়া হেম-লতা চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার কপোল যুগল রক্ত বর্ণ হইল। তিনি স্থরেন্‌কে বলিলেন, "দাদা মা নীচে, তুমি মাকে গিয়ে বল।" এই বলিয়া তিনি আপনার ভাব গোপন করিবার জন্য বাহিরে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। চতুরা প্রমীলা তাহা বুঝিতে পারিয়া শীঘ্র তাঁহার নিকট আসিলেন। নভোমণ্ডলে উল্কাপাত হইলে উহার জ্যোতির্ম্ময় আভা যেমন এককালে বিলীন হইয়া যায় না। তাঁহার কপোলদেশ ইতিপূর্ব্বে রক্ত বর্ণ হইয়াছিল, সেই রক্তবর্ণ আভা এখনও রহিয়াছে। প্রমীলা বসিয়া হেমলতাকে চমকিয়া উঠিতে দেখিয়াছিলেন, নিকটে আসিয়া প্রণয়ের দ্বিতীয়ভাব দেখিয়া বলিলেন, "হেমলতা দেখ্‌লিলো আমি যা বলেছিলুম, তাই হলো; এখন একবার তোকে নিয়ে কষ্টি করে ওর মনটা বুঝ্‌তে হবে।

হেমলতা। আমি পারবো না, তুই যা।

প্রমীলা। বেস্ আমার কস্ কি সে কষ্টিতে ধর্‌বে?

হেমলতা। আমি যেতে পারবো না।

প্রমীলা বুঝিতে পারিলেন যে, অত্যন্ত ইচ্ছাসত্ত্বেও লজ্জায় হেমলতা যাইতে পারিতেছেন না, তখন তিনি ঈষৎ রাগভরে বলিলেন, বেশ আমি কি সৌরেন্দ্রকে দেখাবার জন্যে ডাক্‌চি. ঠাকুরমা তোকে একবার ডাক্‌ছিল, তা তুই না যাস্, আমি গিয়ে বলিগে হেমলতা এল না।

হেমলতা। আমাকে যে ওর সমুখ দিয়ে যেতে হবে।

প্রমীলা। তা আমাকেও তো যেতে হবে, তোদের তো ভাই আর পথ নেই; যদি থাক্‌তো তো অন্য পথ দিয়ে নিয়ে যেতুম।

হেমলতা। এক্ষণি কি যাবি ?

প্রমীলা। হ্যাঁ আমার কত কর্ম্ম আছে, সৃষ্টির প্যাট্ ঝাট্ বাকি আছে।

হেমলতা। তবে চ, কিন্তু বাবাকে একবার বলিস্।

এই বলে প্রমীলা হেমলতাকে সঙ্গে লয়ে উপর হইতে নীচে বারবাড়ীর দরোজা পর্য্যন্ত গেলেন—গিয়ে দেখ্‌লেন, সুরেন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কর্ত্তা ও সৌরেন্দ্র বাবু বসে কথাবার্ত্তা কচ্চেন্। সৌরেন্দ্রবাবুর মুখ দরোজার দিকে রহিয়াছে। প্রমীলা সুরেন্‌কে ডেকে বল্লেন, "দাদা তুমি একবার বাবাকে আমার নাম করে বল যে আমি তোমার দিদিকে আমাদের বাড়ী নিয়ে যাচ্চি, ঠাকুর মা ডাক্‌চেন।" সুরেন তাহার পিতাকে তাই বলিল।

সৌরেন্দ্রবাবু হেমলতার নাম শুনিয়া প্রথমে চমকিত হইয়া উঠিলেন, তৎপরে হেঁটমুখে সুরেনের কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সুরেনের পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কেন কিছু দরকার আছে নাকি?" সুরেন প্রমীলা কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইয়া বলিল, "হ্যাঁ"। সুরেনের পিতা কহিলেন, "আচ্ছা যাও"। প্রমীলা হেমলতাকে কহিলেন, "দিদি আয়"। এই কথা বলিয়া উভয়ে অবগুণ্ঠিতা হইয়া বাহির হইলেন। প্রমীলা কিঞ্চিৎ চঞ্চলা, হেমলতা সুধীরা, উভয়েই রূপবতী, দুইজনে পাশাপাশি হইয়া চলিতেছেন; সৌরেন্দ্রবাবু একবার ঈষৎ কটাক্ষপাত করিয়া দেখিলেন যেন লক্ষ্মী ও সরস্বতী যাইতেছেন। তিনি হেমলতাকে চিরপরিচিতের ন্যায় একবার মাত্র দেখিয়া চিনিতে পারিলেন—দেখিবামাত্র তাঁহার গণ্ডদেশ রক্তবর্ণ হইল, ও তাঁহার ভাব কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইল। তিনি পুনর্ব্বার চাহিবার জন্য ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু লজ্জা আসিয়া যেন তাঁহার কাণে কাণে কহিল, "ছি! কি কর, হেমলতার পিতা কি মনে করিবেন"। তিনি হেঁটমুখে রহিলেন। ইত্যবসরে কামিনীদুটি তাঁহার সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলেন। তিনি হেমলতার পিতার সহিত অতি সাবধানে কথা কহিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল। রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য তাঁহার বাহ্য অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনের ভাব কতক বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "বাপু আপনি এখন আমাদের সহায় হলেন—সুযোগ পেলে মধ্যে মধ্যে এক একবার এসে আমাদের তত্ত্ব নেবেন, আমি আপনার আশ্রিতের মধ্যে"।

সৌরেন্দ্র। আজ্ঞে———

রঘুনাথ। বলি এক একবার তত্ত্ব নেবেন।

সৌরেন্দ্র। আজ্ঞে—বলা বাহুল্য।

রঘুনাথ। আর এক কথা বল্‌চি কি বাপু, আপনি বড়মানুষ আপনার কাছে অনেক লোকের সমাগম হয়, আপনি যদি আমার হেমলতার জন্যে দেখ্‌তে শুন্‌তে ভাল, লেখা পড়া জানে, আর কিছু সঙ্গতি থাকে, এমন একটি পাত্র দেখে দেন, তা হলে আমাকে জন্মের মতন কিনে রাখেন; যেহেতু হেমলতা আমার বয়ঃস্থা হয়েচে তাহার বিবাহ না দিলে নয়।

সৌরেন্দ্র। আজ্ঞে—তা—আমি বিশেষ—চেষ্টা—কর্‌বো।

ইঁহারা এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। এদিকে প্রমীলা হেমলতাকে সঙ্গে করে আপনার বাড়ীতে নিয়ে গেলেন, ও আপনার ঘরে হেমলতাকে বসিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, "দিদি যা ভাব্‌ছিলুম তাই হয়েচে, আহা সত্তি কথা, লোকে বলে, 'এই কি প্রেমের রীত, উভয়েরি কাঁদে চিত। যা বরাবর শুনে আস্‌ছিলুম, আজ তাই স্বচক্ষে দেখ্‌লুম,—আহা এক আগুণে দুজন পুড়্‌চে, আমার ইচ্ছে হয় যে মিলনের জল দুজনার মাথায় ঢেলে দি"

হেমলতা। হ্যাঁলো, প্রেমের আগুণ কি মাথায় ওঠে।

প্রমীলা। ওঠে বৈ কি; তা না হলে লোক পাগল হয় কেন?—এই যে তুই কথার খুট ধর্‌তে শিখিচিস্, না হবে কেন, তুই এখন ভুল্‌চিস্ আমাদের কোন্ কালে হয়ে রয়ে গিয়েছে।

হেমলতা। তুই যে ঠাকুর মা ডাক্‌চে বলে নিয়ে এলি, কৈ ঠাকুরমার কাছে নিয়ে গেলি নি?

প্রমীলা। তোকে অ্যাত ডাক্‌লুম, বলি আয়, তা তুই এলি নি তাই জন্যে আমি ঠাকুরমার নাম কর্‌লুম্।

হেমলতা। তোর ভাই কথার কত ঘোর ফের তা আমি অ্যাতকাল সঙ্গে থেকেও বুঝ্‌তে পার্‌লুম্ না—বলি এখন মনস্কামনা সিদ্ধি হয়েচে তো?

প্রমীলা। হয়েচে বৈ কি।

হেমলতা। কি হয়েচে?

প্রমীলা। বেস্ হয়েচে, সুরেন্ যখন তোর কথা বল্লে, সৌরেন্দ্র ওম্‌নি চম্‌কে উঠ্‌লো, ও কান্‌টি স্থির করে কথা গুলি শুন্‌তে লাগ্‌লো, তারপর যখন আমরা বেরিয়ে এলুম্ তক্ষন একবার মাথাটি নিচু কর্‌লে, যেন কত ভালমানুষ কিছু জানেন না, আবার যখন আমরা উঠনের মাঝ্‌খানে এলুম, তখন ছিনালি করে একবার আড়্‌চখে চেয়ে দেখ্‌লে দেখেই অমনি ঘাড় হেঁট কর্‌লে।

হেমলতা। তাতে আর দোষ কি হয়েছে? সেদিন সে আমাকে ডুব্‌তে দেখেছিল, আজ তাই জন্যে একবার চেয়ে দেখ্‌লে আমি সেরেচি কি না।

প্রমীলা। হ্যাঁলো হ্যাঁ, ঐ লজ্জাতেই তো গেলি, মনে কিছু ভ্যাজাল্ না থাক্‌লে আর অমন্‌টি হয় না।

হেমলতা। কে জানে ভাই তুই জানিস্।

প্রমীলা। তবে আমার কথা শোন্—ঝড়ের সময় নদীতে নৌকা সব যেমন একবার উঠে, আর একবার নাবে তোদের দুজনের মনটা এখন সেই রকম হয়েছে, তা না হলে তুই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌চিস্ কেন?

হেমলতা। খুঁচিয়ে আর কি জিজ্ঞসা কর্‌লুম্‌?

প্রমীলা। আ মরি কি সরলতা!—চ, এখন তোকে রেখে আসি; সে থাক্‌তে থাক্‌তে তোকে নিয়ে যাই।

এখানে রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য বহু-বিধ খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন করিয়া সৌরেন্দ্রবাবুকে বাটীর ভিতর লইয়া যাইতেছেন, বিমলিন প্রদোষ আসিয়া জগৎরাজ্য অধিকার করিল, পক্ষিকুল স্বভাবের অবস্থান্তর দেখিয়া কলরব করিয়া উঠিল, হেমলতা প্রমীলার সহিত পুনর্ব্বার বাটীতে আসিলেন। পথে সৌরেন্দ্রের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। হেমলতা অবগুণ্ঠিতা ছিলেন না, সুতরাং সৌরেন্দ্রের সহিত তাঁহার হঠাৎ চারিচক্ষে চাওয়াচায়ি হইল। যেমন কোন দরিদ্র ব্যক্তি পথিমধ্যে অভাবনীয় যথেষ্ট রত্নরাশি দেখিলে এককালে বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া থাকে, সৌরেন্দ্রও হেমলতাকে দেখিয়া সেইরূপ হইলেন। তিনি তৎপরে আহারাদি সমাপন করিয়া যাইবার জন্য বিদায় চাহিলেন, রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য সাদরে বিদায় দিলেন। সৌরেন্দ্র বিদায় লইয়া যাইবার জন্য যত পা বাড়াইতে লাগিলেন, সুবর্ণবর্ণা হেমলতা আসিয়া যেন তাঁহার গমন প্রতিরোধ করিতে লাগিল। বিদায় লইয়া দাঁড়াইয়া থাকা উচিত নয়, কি করেন, তিনি অতি কষ্টে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন, ও হেমলতার রূপরাশি ভাবিতে ভাবিতে আপনার বাসায় ফিরিয়া আইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"Lust hard by Hate." MILTON.

আজ ৩রা বৈশাখ, শুক্রবার। নবীনবাবু কিছু সকাল সকাল আপিস্ থেকে এসে, জল্‌টল্ খেয়ে, ছাদের উপর বসে আছেন। ছেলে দুটি তাঁহার সমুখে খেলা কর্‌চে। দিবা-বসান। নবীনবাবুর মুখখানি আজ কিছু হাসি হাসি। তিনি ছেলে দুটীকে লয়ে খেলা কর্‌চেন্ ও এক একবার মৃদু স্বরে গান্ কর্‌চেন, এমন সময়ে তিনি সুলোচনাকে তাঁহার নিকট দিয়া যাইতে দেখিয়া বলিলেন, " ক্ব প্রস্থিতাসি অয়ি হরিণ-লোচনে !" সুলোচনা ফিরিয়া বলিলেন, " ও আবার কি, আজ কালিদাস হয়েচ নাকি ?"

নবীন। প্রিয়ে তব স্বামিনো বস্ত্রমানয়।

সুলোচনা। (সহাস্য বদনে) কাপড় চাই ?

নবীন। অথকিম্ (হাঁ)।

সুলোচনা। (পুর্ব্ববৎ হাসিতে হাসিতে) আর দুর্ব্বনে মুক্ত ছড়িয়ে কাজ নেই, আস্‌চ কখন ?

নবীন। নিশীথে।

সুলোচনা। আবার। এ—এ—এ—রে—চ—প্—নাই পোড়েচে ; টাকা দুটো কি চাই ?

নবীন। না ভাই, আজ কিছু পেয়েছি।

সুলোচনা। কোথা থেকে ?

নবীন। যেমন ক দিন ধরে ভাবছিলুম্ টাকা দুটি পাই কোথায়, ঈশ্বর অনুগ্রহ করে আজ আটটী টাকা দিয়েছেন, তাঁর এ দান অভাবনীয়।

সুলোচনা। কি রকম?

নবীন। আপিসে একটি লোক আজ দুখানি কোম্পানীর কাগজ কিন্‌লে, আমি যাকে কিনিয়ে দিলুম্ সে চারিটি টাকা দিলে, আর যে বেচ্‌লে সেও চারিটি টাকা দিলে; উভয়েরি খেঁচ ছিল আমি মধ্যে থেকে কিছু পেয়ে গেলুম।

সুলোচনা। টাকা পেয়েচ বলে যেন বেশী খরচ করো না।

নবীন। দূর্ পাগ্‌লি, এই আবার কাটের ও ধাইয়ের খরচ চাই।

সুলোচনা। (অধোমুখে) বেস্ এখনও তার ক মাস দেরি।

নবীন। তা হলে কি হয়, আমার তো এই লক্ষ্মীশ্রী!

সুলোচনা। সে যাক্, তুমি আস্‌বে কত রাত্রে?

নবীন। (সহাস্যে) নিশীথে।

সুলোচনা। আবার ঐ কথা—আমি উঠে যাই।

নবীন। না ভাই, তুই বোস, আমি আস্‌বো রাত দুখুরে।

সুলোচনা। সত্তি আমি উঠে যাব।

নবীন। কেন?

সুলোচনা। আমি বল্লুম বলে তুমি ঠাট্টা করে বল্লে রাত দুখুরে, দুখুর কি? আমি কি এতই মূর্খ যে, তোমার নিশীথ কথাটা বুঝতে পারি নি।

নবীন। (দাড়িটি ধরিয়া) তবে ভাই দুপুরে।

সুলোচনা। আঃ! কত ছিনালি যে তোমার আছে!

নবীন। এখন ভাই আমার কাপড়গুলি এনে দেও, আমি যাই, উপেন বল্‌বে আমার ছেলের ভাতে সকাল সকাল এলো না।

এই কথা শুনিয়া সুলোচনা কাপড় আনিয়া দিলেন। নবীনবাবু কাপড় পরিয়া বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন ও বাহিরের কপাটটি ভেজাইয়া আস্তে আস্তে চলিলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা চলিয়া পাথুরিয়াঘাটায় একটী বৃহৎ বাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দরোজায় চার জন প্রকাণ্ড ভোজ্‌পুরে বসিয়া আছে। বাটীর ভিতর মহা কোলাহলে পরিপূর্ণ। উপরে নহবৎ বাজিতেছে, সকলেরি প্রায় হাস্ত মুখ—"আজ বাবুর ছেলের অন্ন-প্রাশন—মহাধুম্"—তিনি তখন আপনার ছেলে দুটি অপিন্ ও নলিন্‌কে ভাবিয়া মনে মনে বলিলেন, "হায় রে! আজ উপেনের ছেলের ভাতে যে টাকা খরচ হয়েছে, তার সিকি টাকা পেলে আমার ছেলে দুটি খেয়ে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়, হা ঈশ্বর!—আপনার কি এই বিচার?" এই কথা বলিয়াই তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, যেন কোন গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ অতি কাতর ভাবে বলিলেন, "পিতঃ! আমি দারুণ শোকাবেগে আপনাকে পক্ষপাতী বলিয়াছি, আমার এ অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আপনি মঙ্গলময়, অনিন্দনীয়; আপনি মনুষ্যকে জ্ঞান দিয়াছেন ও পৃথিবীস্থ সমস্ত পদার্থ তাঁহার সুখের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন; আপনি কিছু টাকার মূল্য

দেন নি, মনুষ্য আপনারা উহার মূল্য দিয়াছে ও উহাকে সুখের উপায় করিয়াছে, আপনার দোষ কি?” এই কথা মনে বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুরাশিতে পরিপূর্ন হইল, তিনি গুপ্তভাবে তাহা মুছিয়া ধীরে ধীরে উপেন্‌বাবুর বৈঠকখানায় গিয়া উঠিলেন, উঠিয়া দেখিলেন, বৈঠকখানাটি চমৎকাররূপে আলোকিত, সজ্জিত ও নানাবিধ সুগন্ধে পরিপূর্ণ। বৈঠকখানার ভিতর প্রবেশ করিবা মাত্র উপেন্দ্র বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ‘এস নবীন বাবু, তুমি যেন নেহাত নিমন্ত্রণী লোকের মত এলে।”

নবীন। কি করি মহাশয় পরের এস্তাজারি—আমার তো ইচ্ছা সকাল থেকে এসে কাজকর্ম্ম করি, দেখি শুনি, আপনার ছেলের ভাত ভিন্ন ত নয়।

তিনি এই বলিয়া বসিলেন ও গৃহের সমস্ত ব্যক্তির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেন—দেখিলেন, সকলেই দেখিতে ভদ্র সন্তান, উত্তম উত্তম পরিচ্ছদে শোভিত, হাস্যমুখ ও বিলাসী; কিন্তু তন্মধ্যে একটী যুবা পুরুষের রূপ, পরিচ্ছদ, ভাব সমস্তই ভিন্ন। ষোড়শকলাপূর্ণ পুর্ণিমার শশধর উদয়-কালিন যেমন সুন্দর, প্রভাবশালী, অথচ স্নিগ্ধরূপ ধারণ করে, তাঁহার মূর্ত্তিও সেইরূপ। তাঁহার পরিচ্ছদাদি অতি সামান্য কিন্তু মূল্যবান্। তাঁহার বদনমণ্ডল হাস্যময় অথচ গম্ভীর ও কিছু চিন্তাযুক্ত; বহুজন সহিত থাকিয়াও যেন তিনি একাকী। সকলে হাসি গল্প করিতেছে, তিনি একাকী শূন্য নয়নে যেন কি ভাবিতেছেন। নবীনবাবু গোপনে উপেন্দ্র-বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ ঐ বাবুটীর নাম কি ও তাঁহার

নিবাস কোথায়।" উপেন্দ্র তাঁহার কথায় উত্তর না দিয়া যুবকের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "সৌরেন্দ্রবাবু আপনি এঁকে চেনেন না, ইনি আমার বন্ধু, এক্ কেলাসের ছোক্‌রা, বেস্ লেখা পড়া জানেন, আমার মতন কলা খেয়ে যান্‌নি; আর একটা কথা বলি, ইনি বেস্ সুরসিক। সৌরেন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিয়া অতি বিনীতভাবে নবীনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়ের নাম কি?"

নবীন। আমার নাম নবীনমাধব মিত্র।

সৌরেন্দ্র। আপনার কি কাজকর্ম্ম করা হয়?

নবীন। আজ্ঞে চাক্‌রি করি; মহাশয়ের নিবাস?

সৌরেন্দ্র। বর্দ্ধমান।

নবীন। আপনার বিষয় কর্ম্ম?

সৌরেন্দ্র। মহাশয় আমার বিষয় কর্ম্ম এমন কিছু বিশেষ নাই,আমি একটী মকর্দ্দমার উপলক্ষে এখানে এসেছি।

উপেন্দ্র। নবীনবাবু, উনি খুব বড় মানুষের ছেলে, এম্ এ (M. A.) উনি আপনার বিষয় কর্ম্ম আপনি দেখেন্, ওঁর ঠাকুরের সঙ্গে আমার ঠাকুরের খুব আলাপ ছিল, আমার সঙ্গে তাই ভাব।

নবীন। আমি প্রায় তাই আন্দাজ করেছিলুম।

সৌরেন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিলেন। এমন সময়ে একটি ব্রাহ্মণ আসিয়া কহিল, "মহাশয় ওদিকে সব প্রস্তুত।" উপেন্দ্র এই কথা শুনিয়া সম্মুখে ঘড়ীটি পানে চাহিয়া কহিলেন, "রাত্রি প্রায় সাড়ে দশ্‌টা হয়েছে, এই সময়ে কিছু খাওয়াদাওয়া কর্‌লে ভাল হয় না? খাদ্য দ্রব্য সকল প্রস্তুত,

মহাশয়েরা একবার গাত্তুলে আসুন।" এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। নহবৎ বাজিয়া উঠিল। সকলেই প্রায় সুখে ভোজন করিতে বসিলেন। প্রায় একঘণ্টা পরে ভোজন সমাপ্ত হইল। অল্পআলাপী নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ বিদায় লইয়া আপনাপন গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। উপেন্দ্রবাবু পুনরায় বান্ধবগণ সহিত বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন, হাসি কৌতুক চলিতে লাগিল। রাত্রি সাড়ে এগারটা হইল। বাটীর প্রাঙ্গণে বাইনাচ আরম্ভ হইল। নর্ত্তকীদিগের নূপুরধ্বনি ও তাহাদিগের সুস্বর-লহরী বাদ্যযন্ত্রের সহিত মিলিত হইয়া শ্রবণকুহরে অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন উপেন্দ্রবাবু কহিলেন, "খুড়া মহাশয় তো নীচে বেস্ লাগিয়েচেন্, আমাদেরও কেন একটু আমোদ প্রমোদ উপরে লাগান যাক্ না ?" এই কথা শুনিয়া বাবুর ইয়ারেরা একস্বরে বলিয়া উঠিল, "তা বইকি আজ্ মশায়ের ছেলের ভাত একটু আমোদ প্রমোদ চাই।" এই কথা শুনিয়া উপেন্দ্র বলিলেন, "আপনাদের সকলকার যদি কোন অব্জেক্‌সন (objection) না থাকে, তবে কিঞ্চিৎ 'সরবৎ' ও এক তয়ফা উপরে আনান যাক্।" এই বলিয়া তিনি 'মহেন্দ্র' 'মহেন্দ্র' বলিয়া ডাকিলেন ! ডাকিবার অনতিবিলম্বে, একটি ব্রাহ্মণকুমার আসিয়া বিনীত ভাবে সম্মুখে দাঁড়াইল। উপেন্দ্র তাহাকে সম্বোধন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ওহে আমাদের একটু কিছু এনে দেও, আর মতিয়া বাইকে ওপরে আস্‌তে বল।" উপেন্দ্রের এই আদেশ শুনিয়া একজন ইয়ার বলিল, "আমা-

দের এখানে রেগুলার (regular) নাচের কি দরকার? শুদ্ধ মতিয়াকে এখানে আসিতে বল ও যন্ত্র গুলি দিয়ে যেতে বল, আমরা আপনারা ম্যানেজ (manage) করে নেবো" উপেন্দ্র ও তাঁহার অন্যান্য পারিষদগণ তাহাতেই সায় দিল। কিঞ্চিৎপরে নানা বেশ ভুষায় শোভিত হইয়া সুন্দরী মতিয়া বৈঠকখানায় আসিয়া বসিল। মতিয়া আসাতে ইয়ারেরদল শশব্যস্তে বাইজিকে সমাদর করিল। কেবল সৌরেন্দ্র ও নবীন বাবু (যাঁহারা ভোজনের পর পাশাপাশি বসিয়া গল্প করিতেছিলেন) তাঁহারাই দুজন মতিয়া আসাতে অবিচলিত ভাবে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সুরাপান আরম্ভ হইল। সকলেই সৌরেন্দ্র ও নবীনবাবুকে সুরাপান করিতে বিস্তর অনুরোধ করিতে লাগিল। নবীনবাবু বিস্তর অনু-রোধে অতি অল্পই পান করিলেন। সৌরেন্দ্রবাবু বিশেষ বিরক্তি প্রকাশ করাতে কেহ তাঁহাকে আর অনুরোধ করিল না বটে, কিন্তু সকলেরই মনে অসুখ হইল। ক্রমে যত পান বৃদ্ধি হইতে লাগিল তাহাদিগের অসুখও ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল। মতিয়া দুই চারিটি টপ্পা গাইয়া নীরবে বাবুদিগের রঙ্গ ভঙ্গ দেখিতে লাগিল। মাখন বাবু (একজন ইয়ার) কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিল, 'বাপ্ মতিয়া নীরব হলে কেন যাদু? আর একটু খাও" বলিয়া এক গ্ল্যাস পান করাইয়া দিল।

মতিয়া। মাখনবাবু আপনি একটা গান।

মাখন। সেকি যাদু? কোকিল বলে ছাতারেকে গান কর্‌তে।

মতিয়া। আর অতো ঠাট্টা কেন? আপনি না গাইলে আমি গাইব না।

মাখন। আমি তোমার গোলাম্—তোমার কুকুর, তোমার ডগ্, (dog) ডি—ও—জি—ডগ; তুমি একটু এগিয়ে এস তা নাহলে আমার বোল্ বেরবে না।

মতিয়া। এখান্ থেকেই হবে।

মাখন। (সৌরেন্দ্র ও নবীনের প্রতি চাহিয়া) কি গান গাব, একটি ব্রহ্মসংগীত লাগাই ?

উপেন্দ্র। দূর্ ভাল গান গা।

মাখন। উপেন্দ্রবাবু আমি ভালই গাচ্ছি—(বলিয়া মতিয়ার দাড়িটি ধরিয়া আরম্ভ করিলে) "সম্পদ বিষময় তোমা বিহনে, জীবনমৃত্যু সমান ; বিপদ সম্পদ (পা ধরিয়া) তব পদ লাভে, মৃত্যু অমৃত সমান—হে করুণাময়ী।"

ইয়ারবর্গ। ক্যাপিট্যাল (capital)।

নবীনবাবু গান শুনিয়া ঘৃণিত ভাবে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন, সৌরেন্দ্রবাবু কুপিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সমস্ত দেহ থর থর কম্পিত হইতে লাগিল, নবীনবাবু তাহা দেখিয়া বলিলেন, "সৌরেন্দ্রবাবু চলুন, আমরা এই নরক হইতে মুক্ত হই।" সৌরেন্দ্রবাবু কহিলেন "চলুন।" তাঁহারা উভয়েই উঠিলেন। উপেন্দ্রবাবু তাঁহাদিগকে পুনরায় বসাইবার জন্য বিস্তর অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাঁহারা শুনিলেন না। উভয়েই কুপিত ও দুঃখিত ভাবে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। উভয়ে উভয়ের বাসস্থান জিজ্ঞাসা করিয়া সপ্রণয়ে বিদায় লইয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করিলেন। রজনী দুই প্রহর অতীত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

———o———

"দুর্লভ জনের প্রতি অভিলাষ মন।
মরণ শরণ মোর, মরণ শরণ ॥"

মহাকবি সেক্সপিয়ার লিখিয়াছেন যে এই পৃথিবী একটি নাট্য-শালা; ইহা যথার্থ। দেখুন, কোন স্থলে মনুষ্যগণ প্রিয় স্বজনকে শ্মশানে রাখিয়া আসিয়া 'হা' 'হা' ধ্বনিতে রোদন করিতেছে; কোন স্থলে তাহারা সুরাপানে মত্ত হইয়া বেশ্যাদি লইয়া মহা প্রমোদে হাস্য পরিহাস করিতেছে; কোন স্থলে ভণ্ড ব্যক্তিরা প্রকাশ্যে ধার্ম্মিক হইয়া ভ্রাতৃগণকে হৃতসর্ব্বস্ব করিতেছে; কেহ বা কোন নির্জ্জন ভূধরদেশে গমন করিয়া, করুণাময় ঈশ্বরের সৃষ্টিকৌশল ও তাঁহার অলঙ্ঘ্য নিয়মসকল চিন্তা করিতেছেন; কেহবা একাকী বসিয়া স্বীয় প্রিয়তমা প্রণয়িনীর রূপ একমনে ভাবিতেছেন ও কল্পনাশক্তি প্রভাবে তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া নব নব সুখ সম্ভোগ করিতেছেন।

পাঠকমহাশয়, উপেন্দ্রবাবুর পুত্রের অন্নপ্রাশনের দিন রাত্রে মহেন্দ্র নামক যে ব্রাহ্মণকুমারকে ক্ষণকালের জন্য দেখিয়াছিলেন, অদ্য তিনি উপেন্দ্রবাবুর নীচের ঘরে একাকী বসিয়া এই রঙ্গ ভূমিতে কি অভিনয় করিতেছেন তাহা একবার দেখুন।

মহেন্দ্র বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণ, পিতৃ-মাতৃ-হীন; উপেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে সরকারের মত থাকেন! ইনি দেখিতে যদিও

তাদৃশ সুশ্রী নন, তথাপি ইঁহার সুস্থতা ও মুখ-লাবণ্য দেখিলে ইঁহাকে সুশ্রী বলিলেও বলাযায়। বেলা প্রায় নয়টা হইয়াছে। ইনি একাকী বসে পেন্‌সিল দিয়ে একখানি কাগজে একটি প্রতিমূর্ত্তি আঁক্‌ছিলেন ও সভয়ে এক একবার সম্মুখে চাহিতেছিলেন। এই প্রতিমূর্ত্তিটি একটি সুন্দরী রমণীর। বোধ হয়, ইনি তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। চিত্রখানি আঁকা প্রায় শেষ হইয়াছে, কেবল নয়নের তারা দুটি আঁকিতে বাকি আছে, তিনি তাহা আঁকিতে পারিতেছেন না; বোধ হয়, নয়নের তারা দুটি যে ভাবে আঁকিলে তাঁহার প্রণয়িনীর স্বভাবসঙ্গত হয়, সে ভাবটি ঠিক তাঁহার মনে উদয় হইতেছে না। তিনি চিত্রখানি সম্মুখে রাখিয়া একমনে ভাবিতেছেন। হায়! দুরাত্মা মন্মথের কালাকাল পাত্রাপাত্র কিছুই বিবেচনা নাই। এই পিতৃ-মাতৃ-হীন দুঃখী তরুণ-বয়স্ক যুবাপুরুষ কি ইহার তীক্ষ্ণ শরের লক্ষ্য হইয়াছে? আহা! ইঁহাকে সদুপদেশ দিবার লোক কেহ নাই, থাকিলেও বোধ হয়, ইনি তাঁহার উপদেশ শুনিতেন না; কেন না ইনি যেরূপ একাগ্রতার সহিত চিত্রখানি সমাপন করিবার জন্য ভাবিতেছেন, তাহা দেখিয়া বোধ হয়, তাঁহার প্রণয় সম্পূর্ণ বদ্ধ-মূল হইয়াছে, উহা উৎপাটন করা এক্ষণে অতিশয় দুরূহ কার্য্য।

মহেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ ঐরূপ ভাবিতে ভাবিতে চিত্রখানি হস্তে লইয়া অন্তঃপুরস্থ উপেন্দ্রবাবুর শয়নমন্দিরের দ্বারে গিয়া শঙ্কিত ভাবে দাঁড়াইয়া দেখিলেন, গৃহের দ্বার অর্দ্ধোদ্ঘাটিত রহিয়াছে ও উপেন্দ্রবাবুর স্ত্রী মনোরমা আপন শয্যার উপর

বসিয়া আছেন; সম্মুখে তাঁহার শিশু পুত্রটি খেলা করিতেছে। মনোরমার অঙ্গে বসন নাই। তাঁহার নয়নদুটি অর্দ্ধনিমীলিত, বোধ হয়, যেন তিনি অতি অল্পক্ষণই শয্যা হইতে উঠিয়াছেন—এখনও ঘুমের আবেশ রহিয়াছে। কবরী-বন্ধন শিথিল, চূর্ণ কুন্তল কুঞ্চিত ও আলু থালু হইয়া রহিয়াছে। মুখখানির ভাব কিছু গর্ব্বিত, স্বীয় অতুল সৌন্দর্য্য-জ্ঞানে, গর্ব্বিত। সমস্ত শরীরে অল্প অল্প ঘর্ম্ম হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন রতিপতি অনুরাগ ভরে সেই সুন্দরী প্রতিমাকে স্বহস্তে তুলিকা দ্বারা ঘর্ম্ম-তৈল মাখাইয়া দিয়াছেন। মনোরমা এইরূপ ভাবে বসিয়া আপন মনে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে মহেন্দ্রকে সভয়ে দ্বারের নিকট দাঁড়াইতে দেখিয়া স্ত্রীজাতি-সুলভ লজ্জার কিঞ্চিৎ বশীভূত হইয়া কাপড়খানি তুলিয়া অঙ্গে দিয়া মহেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহেন্দ্র কিছু দরকার আছে নাকি ?"

মহেন্দ্র। আজ্ঞে—না—এ—মন কিছু নয়, আজ—সকালে—সেক্‌রা এসে—ছিল, বাবু বাড়ীতে—সে বল্লে অ্যাত—নরম্—সোনায় আপনার কানবালা তৈয়ের হবেনা—কিছু ভাঁজ দিতে হবে—তাই আমি—আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে—এসেচি।

মনোরমা। (দুঃখিতভাবে) বাবু তোমার কোন্ দিন বা ঘরে থাকেন—তাঁর আশা করা মিথ্যা। তিনি বাড়ী এলেই বা কোন্ তাঁর সঙ্গে কথা চল্‌বে; মাতাল হয়ে হাত পা ছুঁড়্‌বেন—তুমি যা ভাল হয় তাই কর।

মহেন্দ্র। আপনি না বল্লে তো আমি সেক্‌রাকে ভাঁজ দিতে বল্‌তে পারি নি।

মনোরমা। আচ্ছা আমি বল্‌চি; দেখ মহেন্দ্র, পয়সা-ওয়ালী আমাকে দুটাকার পয়সা এইমাত্র দিয়ে গিয়েছে, তুমি পয়সাগুলি গণে বাক্সর ভিতর রাখ, আর খোঁকাকে দেখ, আমি একবার নীচে থেকে আস্‌চি।

মনোরমা। এই কথা বলিয়া গৃহের বাহির হইলেন। মহেন্দ্র কোথায় বা পয়সা গণা, কোথায় বা ছেলে রক্ষা করা, তিনি সেই সুপ্তোত্থিতা লালসাঙ্গীর অতুল সৌন্দর্য্য একমনে ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার করস্থিত চিত্র-খানি স্খলিত হইয়া বায়ু ভরে কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া পড়িল, তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না। মনোরমা যে দিকে গিয়াছেন, তিনি সেই দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন— বাহ্যজ্ঞান হীন, শিশু কাঁদিতেছে, তিনি তাহা শুনিতে পাইতেছেন না, পয়সাগুলি সম্মুখে রহিয়াছে, তিনি তাহা দেখিতে পাইতেছেন না। ইতিমধ্যে মনোরমা ফিরিয়া আইলেন। মনোরমাকে দেখিয়া তাঁহার জ্ঞান হইল। যেমন কোন কুহকিনী কোন স্থানে যাইবার সময় মন্ত্রবলে অনুরক্ত পুরুষকে জ্ঞানশূন্য করিয়া চলিয়া যায়, তৎপরে ফিরিয়া আসিয়া তাহার চৈতন্য সাধন করে; মনোরমা যেন আপন লাবণ্য রূপ কুহকে এইমাত্র তাহাই করিয়া গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিলে মহেন্দ্রের জ্ঞান হইল। মহেন্দ্র লজ্জিত ভাবে পয়সাগুলি বাক্‌সে রাখিয়া আস্তে আস্তে গৃহ হইতে অপসৃত হইলেন। মনোরমা ক্রন্দিত শিশুকে সান্ত্বনা করি-

যার জন্য ঈষৎ হাসিতে হাসিতে যেমন পালঙ্কের দিকে যাইতেছেন, এমন সময়ে একখানি কাগজ তাঁহার পায়ে ঠেকিল। তিনি শিশুকে কোলে লইয়া কাগজখানি তুলিয়া দেখিলেন, উহাতে একটী কামিনীর মূর্ত্তি চিত্রিত রহিয়াছে। তিনি কৌতূহলাক্রান্তা হইয়া চিত্রখানি তুলিয়া বিশেষ করিয়া দেখিলেন, চিত্রখানির নীচে এই দুইপদ কবিতা লেখা আছে—

"দুর্লভ জনের প্রতি অভিলাষ মন।
মরণ শরণ মোর, মরণ শরণ॥"

তিনি কবিতা পাঠ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কৌতূহলাক্রান্তা হইলেন। চিত্রখানি বারম্বার দেখিয়া ভাবিলেন, যে উহা বোধ হয়, তাঁহারি প্রতিমূর্ত্তি—যদিও উহা সুন্দর হয় নাই। কিন্তু চিত্রখানি কে আঁকিল এবং কিরূপেই বা তাঁহার ঘরে আইল, তিনি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে মহেন্দ্রের আজ শঙ্কিত ভাব, তাঁহার কথার জড়তা ঘন ঘন সতৃষ্ণ দৃষ্টি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাব সমস্ত তাঁহার মনে উদয় হইল। তিনি স্থির করিলেন যে, ঐ দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছে। তিনি তৎপরে কবিতাটী পুনরায় পাঠ করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "মহেন্দ্র আমাকে ভালবাসে—হায়! আমি কি তাহার পক্ষে এতই দুর্লভ?" তাঁহার এই কথা বলা শেষ হইতে না হইতে, মহেন্দ্র অতি লজ্জিত ভাবে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া কাগজখানি চারিদিকে খুঁজিতে লাগিলেন। মনোরমা তাহা বুঝিতে পারিয়া অতি মৃদু ও মিষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহেন্দ্র তোমার কিছু হারিছে নাকি?"

মহেন্দ্র। আজ্ঞে না—আজ্ঞে হ্যাঁ—একখানা কাগজ—আপনি এইমাত্র এখানে এলেন, আমি গেলুম, কাগজ খানি ভুলে ফেলেছিলুম।

মনোরমা। আমি যদি খুঁজে দি তো আমাকে কি দেও?

মহেন্দ্র। (সকাতরে) আপনি যদি রেখে থাকেন তো আমাকে দিন। আমি ছিঁড়ে ফেল্‌চি।

মনোরমা। কেন ছিঁড়ে ফেল্‌বে কেন? ওতে কিছু তো দূষ্য নেই, তুমি যাকে ভালবাস, তার ছবি এঁকেচ—তা ছিঁড়্‌বে কেন?

মহেন্দ্র। (পূর্ব্ববৎ সকাতরে ও সভয়ে মনোরমার মুখের দিকে চাহিয়া জোড়হাত করিয়া) আপনি আমাকে ছবি খানি দিন।

মনোরমা। ছি জোড়হাত কেন? আমি তোমাকে দিচ্চি, কিন্তু আমাকে বল্‌তে হবে, এ কবিতাটি কার?

মহেন্দ্র। আজ্ঞে, ও বইয়ের, ও রত্নাবলীর।

মনোরমা। তা হোক্, এ ছবিখানি কি মতিয়ার?

মহেন্দ্র। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) আমি গরিব।

মনোরমা। গরিব বলে অ্যাত দুঃখ কর্‌চো কেন? তুমি তাকে যে ভালবাস দেখ্‌চি—তা না হয়—আমি কিছু দিচ্চি।

মহেন্দ্র। (জোড়হস্ত করিয়া) আপনি ছবিখানি দিন্।

মনোরমা। অ্যাত ব্যস্ত কেন? হোক্ না হয় দুদণ্ড দাঁড়াইলিই বা, ছবিখানি তুমি কি আপ্‌নি এঁকেচ?

মহেন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মনোরমা। (মৃদুস্বরে) আহা, আঁকৃতে কত ক্লেশ হয়েচে! চখের তারা দুটি আঁকনি কেন?

মহেন্দ্র। আজ্ঞে, আঁকৃছিলুম—এমন—সময়ে——

মনোরমা। সেগ্‌রা এল?

মহেন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মনোরমা। তুমি যে তারা দুটি আঁকনি—আমি মনে করেছিলুম যে তুমি যাকে ভালবাস, সে তোমার মুখের দিকে চায় না বলে——

মহেন্দ্র। আপনি দিন—

মনোরমা। (স্বগত) হায়! আমার স্বামী যদি আমাকে এই রকম ভালবাস্‌ত (প্রকাশ্যে) এই নাও——

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

——0——

" I love '—From Abelard it came,

And Eloisa * must kiss the name—Pope.

আজ প্রেম কি সুখময়! নিদাঘকালে উষ্ণ নিশীথে নব জলধারা, বর্ষাকালে নিরন্তর মেঘ-সমাচ্ছাদিত গগনে ক্ষণ-প্রকাশি-সূর্য্য-আলোক, প্রচণ্ড বালুকাময়ী মরুভূমিতে বৃক্ষদল পরিবেষ্টিত জলাশয় যেরূপ মধুর, প্রেমের আদিভাবও সেই রূপ মধুর ও প্রীতিপ্রদ। নানাবর্ণ সমুৎপাদক দিবাকরকিরণ

জলদমালায় প্রতিবিম্বিত হইয়া যেরূপ মনোহর ইন্দ্রধনুর উৎপত্তি করে, প্রেমের আবির্ভাবে মানসরূপ জলদপটে সেই রূপ নানা রাগ-বিশিষ্ট এক অনির্ব্বচনীয় বিচিত্র ভাবের উদয় হয়। সরোবরে বিকসিত কমলিনী-পলাশে চঞ্চল নীহারবিন্দুর ন্যায় প্রেমাগমে মনটি ঢল ঢল করে। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল হৃদয় হইতে এককালে তিরোহিত হয়। কাহারো অহিত কথোপকথনে মন আকৃষ্ট হয় না, প্রেম ও দয়াতে মন সর্ব্বদা ভাসিতে থাকে। এই সুখময় ভাব যৌবন কর্ত্তৃক প্রথমে অঙ্কুরিত হয়। ধর্ম্ম আসিয়া উহা প্রতিপালন করে ও আশা বৃদ্ধি করে। কবিগণ উহার গুণ কীর্ত্তন করিয়া আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করেন। চিত্রকরেরা উহার মূর্ত্তি চিত্রফলকে অঙ্কিত করিয়া আপনাদিগের জীবন সার্থক বোধ করেন। উহার সমাগমে ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ অধিকৃত রস গ্রহণে সমধিক সমর্থ হয়, মনের ক্ষমতা সকল সতেজ হয়, হৃদয় প্রফুল্ল হয় ও পৃথিবীস্থ সমস্ত পদার্থই নব নব রূপ ধারণ করে। দক্ষিণানিলের মধুরতা ও সুখসেব্যতা, ঊষার সৌন্দর্য্য, পক্ষিগণের সুস্বর লহরী, প্রফুল্লিত ফুলরাজির অমৃতময় পরিমল ও স্বর্গীয় শোভা, এই কালেই হৃদয়কে আকৃষ্ট করে। আশা হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করে, দেহের লাবণ্য বৃদ্ধি করে এবং মনকে সতেজ করে। আহা! জীবনের এই অবস্থা কি মধুর ও কি সুখপ্রদ!

নব প্রেমের আবির্ভাবে হেমলতার হৃদয়ে পূর্ব্বোল্লিখিত ভাব সমূহের উদয় হইয়াছে। বেলা নয়টা বেজেছে। তিনি স্নানান্তে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া তাঁহার পালঙ্কের উপর

বসিয়া আছেন। তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার প্রিয়তমা সঙ্গিনী রহিয়াছেন। হেমলতার মুখখানি হাসি হাসি, নয়ন দুটি প্রণয়-রসে পরিপূর্ণ ও অর্দ্ধ নিমীলিত, মস্তকের আলুলায়িত কেশগুচ্ছ লম্বিত হইয়া কটিদেশ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। একখানি রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্রে তিনি তাঁহার দেহের লাবণ্য ঢাকিয়াছেন, কিন্তু সে অতুল লাবণ্য ঢাকা যাইতেছে না। অঙ্গে আভরণ নাই, তথাপি রূপের পরিসীমা নাই। তাঁহার একখানি চরণ পালঙ্গের নীচে, অপরখানি মুড়িয়া বসিয়াছেন; দেখিবামাত্র বোধ হয়, যেন কমলাসনে কমলা বিরাজ করিতেছেন। প্রমীলার এখন স্নান হয় নাই, তাঁহার কবরী বন্ধন শিথিল, সম্মুখের চুলগুলি আলু থালু, দেহের লাবণ্য কিছু মলিন, অধরটি রসহীন এবং সমস্ত শরীরে ঘুমের আবেশ রহিয়াছে; দুইটী সঙ্গিনী পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিতেছেন।

প্রমীলা। তুই আমাকে বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে এলি ক্যান লো? আজ ভাব্‌টা কি, মুখে হাসি ধরে না, রসে চোক্ চাইতে পার্‌চিস্ নি।

হেমলতা। তোর কথা শোন্‌বার জন্যে।

প্রমীলা। না লো ভেঙ্গে বল্ দেখিন্ কিছু খবর পেয়েচিস্ নাকি?

হেমলতা। হ্যাঁ বাবাকে একখানি চিঠী লিখেচে।

প্রমীলা। কে?

হেমলতা। সে।

প্রমীলা। রোস্ ভাতারই আগে হোতে দে, তার পর নাম না ধরিস্।

হেমলতা। মর! তাই জন্যে কি নাম ধর্‌চি নি, পুরুষ মানুষের নাম ধর্‌তে বাদু বাদু করে।

প্রমীলা। আর মনে মনে যে দিন দুশোবার ধর্‌চিস্, তাতে বাধে না?

হেমলতা। বেস্ তোকে কোন কথা বল্‌তে গেলেই ঠাট্টা করিস্।

প্রমীলা। না লো ঠাট্টা করি নি, একটু তামাসা কর্‌লুম, তাতে কি ভাই রাগ কর্‌তে হয়? তুই এইমাত্র বল্লি যে আমার কথা শোন্‌বার জন্যে ডেকে নিয়ে এইচিস্, তাই দু কথা বল্লুম;—এখন বল্ দেখিন্ তোর সে কি লিখেচে?

হেমলতা। চিঠী খানা আনি রোস্।

এই বলিয়া হেমলতা উঠিয়া একটি বাক্‌সের ভিতর থেকে চিঠী আনিতে গেলেন।

প্রমীলা। চিঠীখানা কি এই বাক্সের ভিতর আছে?

হেমলতা। হ্যাঁ।

প্রমীলা। উঃ কি যত্ন—যেন ইষ্টি কবচ!

হেমলতা। তা না লো, চিঠীখানা বাবা পড়ে মাকে শুনিয়ে ঘরের তাকের উপর রেখেছিলেন, আমি আস্তে আস্তে তোকে দেখাব বোলে, নিয়ে এইচি, যদি বাইরে ফেলে রাখি, তা হলে বাবা পাচে দেখ্‌তে পান্, এই ভয়ে বাক্‌সের ভিতর রেখেচি।

প্রমীলা। তা বেস্ করেচিস্, ওকি বাইরে রাখ্‌বার ধন, এখন বার কর্ দেখি।

হেমলতা। এই নে।

প্রমীলা। পত্রখানি (পাঠ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলি-লেন) আর কোথায় যায় বঁড়্সি গিলেচে, এখন তুই যত ইচ্ছে খ্যালাতে পারিস্—মাচ তোরি কোলে এসে উঠ্বে।

হেমলতা। (হাসিতে হাসিতে) ভারি মাচ, যদি ছিড়ে যায়।

প্রমীলা। তাইতো লো ঐ ভাব্নায় গেলি. না না ছিড়্বে না—(দাড়িটি ধরিয়া) ডোর্ খুব্ শক্ত!

হেমলতা। যাঃ।

প্রমীলা। তা বইকি—এখন যাব বইকি, বিয়ে ফুরলে ছাঁতলায় লাথী।

হেমলতা। আমি কি যেতে বল্‌চি?

প্রমীলা। এখন গেলেও তুই বস্‌তে বল্‌বি নি।

হেমলতা। (প্রমীলার হাত ধরে হাসিতে হাসিতে) না।

প্রমীলা। আচ্ছা বাবা চিঠী খানা পড়ে মার সাক্ষাতে কি বল্লেন?

হেমলতা। মাকে ইসারা করে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, এই পত্রের উত্তর কি খুলে লিখে দেবো না এলে পরে বল্‌বো; তাতে মা বল্লেন, সৌরেন্দ্র তো শীঘ্র আস্‌চে, এলে পরে তার ভাব বুঝে বোলো, এখন চিঠীর উত্তর যা ভাল হয় তাই লিখে দেও।

প্রমীলা। মা বেস্ বলেচেন; কেন, মুখের বলাতে যেমন জোর হয়, চিঠীতে কি তত জোর চলে; এখন তুই সেই দিনটি তাকিয়ে থাক্।

হেমলতা। কোন্ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে আছি?

প্রমীলা। কোন্ না নয়? আহা! এই যে কদিন সোনার গাছটি শুকিয়ে ছিল, কাল চিঠী আস্‌তে সজীব হয়েচে, এখন আমি আসি।

হেমলতা। বোস্ না, যাবি অ্যাখন।

প্রমীলা। না ভাই অসুখ হয়েচে, এখন যাই, হয়তো বিকেলে আস্‌বো।

হেমলতা। আসিস্।

প্রমীলা। আচ্ছা।

প্রমীলা হেমলতার নিকট বিদায় লইয়া বাহিরবাটী পর্য্যন্ত আসিয়া দেখিলেন, কতকগুলি লোক গোলমাল করিতেছে ও রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য ছল ছল নয়নে তাহাদিগকে বিনয় বাক্যে সান্ত্বনা করিতেছেন, তিনি তাহা দেখিয়া পুনরায় হেমলতার গৃহে আসিয়া হেমলতাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ হরি বুঝি ফের ফ্যাঁসাদে পড়েছে, বাইরে বড় গোলমাল হচ্চে।" হেমলতা এই কথা শুনিয়া দৌড়িয়া আসিয়া দেখিলেন, প্রমীলা যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, যথার্থ তাই ঘটিয়াছে। হরিকে একজন চাপ্‌ড়াসি হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে আর তিন জন লোক তাহাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে; তিনি এই দেখিয়া প্রমীলাকে কহিলেন, "দিদি আর আমাদের ভদ্রস্থতা নেই। এই হরে ছোঁড়া হতে আমাদের সব যাবে। সে দিন একশো টাকা দিয়ে বাবা ওকে খালাস করে দিয়েছেন, আবার আজ আশী টাকার জন্যে গেরেপ্তার হয়েছে।"

প্রমীলা। তাইতো বার বার পাঁচবার হোলো ও ছোঁড়ার স্বভাব সার্‌লো না, তোদের এত কি বিষয় আছে যে প্রতি-

বারেই ও দেনা কর্‌বে আর প্রতিবারেই টাকা দিয়ে ওকে খালাস কর্‌বি। ও কেন একবার কয়েদ হোক্‌ না।

হেমলতা। বাবা সে দিন একশো টাকা দিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন, আর বল্লেন; আমি গরিব, রোজ রোজ এ ছোঁড়ার জন্যে টাকা পাই কোথা।

প্রমীলা। উনি কেন খালাস করেন? ওতো তাইতে নাই পেয়েছে?

হেমলতা। জেঠার মরবার সময় বাবা গঙ্গারঘাটে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, যে হরিকে প্রতিপালন কর্‌বেন।

প্রমীলা। একে কি প্রতিপালন করা বলে?—চল্লুম ভাই বৈলা হয়েছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

Our great glory is, not in never falling, but rising every time we fall,—GOLDSMITH.

আজ ১৫ই বৈশাখ। দিনমণি পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েচেন, বেলা দণ্ড দুই আছে। বেণেটোলার মোড়ে দুটি যুবক দাঁড়িয়ে আছে। একটীর বয়স প্রায় ২৫ বৎসর—দেখিতে শ্যামবর্ণ কিছু বেঁটে। ইহার শরীরের গড়নটি বেস্‌ দোহারা আঁটালো আঁটালো; কাঁকালটি সরু, ছাতি খানি চওড়া,

মুখখানির ভাব বেস মিষ্টি, সমুখের চুলগুলি আঁচ্‌ড়ান—ইহার নাম হরি। পাঠক মহাশয়! এর নাম শুনেছেন্, ইনি হেমলতার জ্যাটতুত ভাই। অপরটির বয়স যদিও ৩০ বৎসর, তথাচ তাহার খয়ামারা চেহারার জন্য তাকে ২০। ২২ বৎসরের মত দেখায়। এর রংটি বেস সুন্দর, কিন্তু শরীরের লাবণ্য কিছুমাত্র নেই। চোক দুটি বসা, গালের হাড় বেরণ, কপাল খানা ছোট, মুখের চাম্‌ড়া শক্ত, চুলটি বাঁকা সিতে করা, এর নাম মদন। এরা দুজনে দাঁড়িয়ে কথা কচ্চে, এমন সময়ে আর একটী ছোক্‌রা সেখানে এসে জুট্‌লো, এ ছোকরাটি যদিও ওদের চেয়ে বয়সে কম, তথাচ ইঁহার চেহারাটী কিছু গম্ভীর। ইনি দেখিতে গৌরবর্ণ, কিছু ঢেঙ্গা। এঁর মুখ খানি বেস কচি কচি মিষ্টি; কপালটি প্রশস্ত; নাকটি লম্বা, চোক দুটি টানা ও ডাগর; ইহার নাম বিনোদ। বিনোদ হরি ও মদনের দিকে চেয়ে বল্লেন, "কিহে আজ সকালে যে মাথার দিব্বি-দেওয়া চিঠী খানা পাঠায়েছিলে তার কারণ কি, কোন বিশেষ দরকার আছে নাকি?

হরি। হ্যাঁ ভাই বিশেষ—যদি মন দিয়ে শোন, তা হলে বলি।

মদন। তা বৈ কি।

বিনোদ। বলি, এ ভনিতাটা কেন—"যদি মন দিয়ে শোন তা হলে বলি?"

হরি। তুমি ভাই এক রকমের লোক, কখন আমাদের সঙ্গে বেস্ ইয়ারকি দেও, আবার কখন খাম্‌খেয়ালি হয়ে বেঁকে দাঁড়াও।

বিনোদ। অন্যায় হলেই বেঁকে দাঁড়াই।

হরি। আজ্‌ও তাই করবে নাকি?

বিনোদ। যদি তা হয়, তা হলে বোধ হয় তাই করতে পারি।

মদন। যদি বাগ্‌দানেই অ্যাত গোল, তবে হাতে হাত দেবার সময় কি না হবে বল্‌তে পারি নি?

হরি। পরের সাহায্য চাইতে গেলেই এমনি দুঃখ পেতে হয়!

বিনোদ। মনের কথাটাই বল না ভাই, হুতাশেই কেন প্রাণ পরিত্যাগ করচো?

হরি। একটা ছুঁড়ী।

মদন। দেখ দাদা বিনোদ, বেসুর দিও না।

বিনোদ। না—একটা ছুঁড়ী, তার পর দেখ্‌তে ভাল?

হরি। সে কথায় কাজ কি!

"মেদিনী হইল মাটি নি—দেখিয়া।
অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া॥"

মদন। "কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ি তার আছে কত গুলা॥"

বিনোদ। (হাসিতে হাসিতে) দাড়িম্বের বিষয়টা।

মদন। "শিহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে।"

বিনোদ। বেস্ এ লতা কোন তরুর আশ্রিত।

হরি। একটা জীর্ণ গাছের বাবা, কখন আছে, কখন নাই!

বিনোদ। জড়িয়েতো আছে তবে ছিঁড়ে নেবার আবশ্যকতা কি?

হরি। বুড় গাছে শেয়ালা ধরেছে বলে খুলে খুলে পড়্‌চে, আর থাকে না।

বিনোদ। না—তোমরা গিয়ে একটু একটু করে খুলে আস্‌চ—তাই থাক্‌চে না।

মদন। মলয়া খুল্‌চে বাবা আমাদের দোষ কি? তবে ভুঁয়ে পড়ে নেহাৎ ছিড়ে না যায় আমাদের তাই আশঙ্কা।

বিনোদ। (মদনের দিকে চাহিয়া) মলয়া যদি খোলে তাহলেও তুমি তার গোড়ায় আছ?

মদন। অবশেষে ঘট্‌লো তাই বটে, কিন্তু আমি ভাই দিব্বি করে বল্‌চি আমি তাকে কিছুই বলিনি, হারই এর গোড়ার ছে।

বিনোদ। ওর নামের গুণ কোথায় যাবে।

হরি। মানুষ সকল কর্ম্মের ফল হরিকেই অর্পণ করে, মদন দেখ্‌চি আজ তাই কল্লে—বেস্ বাবা, ঘাড়ে পেতে নিলুম, এখন কাজের কথায় এস।

বিনোদ। বল এখন তোমার কি দুরভিসন্ধি।

মদন। ছি দাদা বেসুর দিলে?

বিনোদ। (হাসিয়া) না আর দেবো না।

হরি। এখন ছুঁড়ীটা কে তা তুমি বুঝ্‌তে পেরেছ।

বিনোদ। না এই রত্ন-গর্ব্ভা পৃথিবীর কত স্থানে কত রত্ন আছে, তুমি কোন্ রত্নটিকে লক্ষ্য করেচ তা ভাই আমি কেমন করে বল্‌বো?

মদন। বেস্ বলেচ দাদা, কথা শুনে প্রাণটি জুড়ালো।

হরি। বলি শোন তুমি এই বুড় সদানন্দকে চেন?

বিনোদ। হ্যাঁ।

হরি। বুড় দ্বিতীয় পক্ষে সংসার করেচে—নাম নিস্তারিণী এখন সব বুঝ্‌তে পেরেচ?

বিনোদ। হ্যাঁ, কিন্তু তার সঙ্গে আলাপ হলো কি করে?

হরি। বলি শোন সে একটা মজার কথা। এই পাড়ায় ভদ্দোরদের বাড়ীতে একটা কর্ত্তাভজার দল আছে, সেখানে সে আসে। আমি একদিন শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা ভদ্দোর দের বাড়ীর কাছে দিয়ে যাচ্ছিলুম এমন সময়ে চারগাছা মল বাজিয়ে হেলৃতে দুলৃতে একটা ছুঁড়ী সদানন্দের বাড়ীর থেকে বেরিয়ে ওদের বাড়ীতে ঢুকলো, আমি সেই খানটা পাইচারি কর্‌ত্তে লাগ্‌লুম্—খানিক্ পরে শুনৃলুম বাড়ীর ভেতর গান হচ্চে—আমি একজন দোকানিকে জিজ্ঞাসা করৃলুম এদের বাড়ী কিসের গান হচ্চে, সে বল্লে এখানে প্রতি শুক্রবারে কর্ত্তাভজাদের গান হয়; আমি তাই শুনে চাঁপাকলা পেলুম—আস্তে আস্তে ভেতর ঢুকৃলুম, ঢুকে দেখি সকলে চোক বুজে আছে—তখন সকলের ভাব লেগেচে—আমি তাই দেখে ছুঁড়ীটের কাছে চোক বুজে বসৃলুম, আর এক একবার বলৃতে লাগলুম "গুরু সত্য গুরু সত্য" "কর্ত্তা তোমারি ইচ্ছে" তারপর ভাবের ঢেউ যখন সরে গেল সকলে চোক চাইলে, আমাকে নূতন লোক দেখে সকলেই মুখ চাওয়া চায়ি করৃতে লাগ্‌লো। একজন তাহাদের ভেতর থেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করৃলে "আপনি?"—আমি বলৃলুম "মশাই

আতাই বরাতি ভ্রষ্ট।" আমি ব্যাটাদের এই কটা বিজমন্ত্র বলেই পাছে আর কিছু বেশী জিজ্ঞাসা করে, এই ভয়ে একটি গান ধর্‌লুম।

বিনোদ। গানটা কি বলনা ভাই?

"ফুলের সৌরভতে জগৎ মেতেছে।
সে যে আল্‌গাছে ফুল ফুটেছে॥
সেয়াদ্ সফেদ্ লাল জরদ চারি ফুল, এই চারিটি কর গিয়ে স্থূল,
এই চারিটি ফুল হয় জগতের মূল,
সেই ফুল পাবার জন্যে কাঙ্গাল জাঙ্গাল সাধুর দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে।"

আমার গান শুনে সকলেই মোহিত হয়ে গেল। তার পর তারা আমার নাম ও নিবাস জিজ্ঞাসা কর্‌লে, আমি নাম বল্লুম ভজহরি, আর নিবাস একবারে উপর্ তুলে বল্লুম ঘোষ পাড়া, আর তার সঙ্গে "রূপ সাগর" "সুখ সাগর" "কর্ত্তার ছেঁড়া কেঁতা" এই সকল বল্লুম—তারা তাই শুনে আমাকে যত্ন কর্‌তে লাগলো; আর আমাকে প্রতি শুক্রবার আস্‌তে অনুরোধ কর্‌লে। চোর চায় ভাঙ্গা বেড়া, আমিও সেই ভাঙ্গা বেড়া দেখে কেবল হাতাবার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লুম। ছুঁড়ীটের সঙ্গে বেস্ ভাব কর্‌লুম। তারপর মদনকে তিন চার্‌বার সেখানে নিয়ে গিয়েছিলুম। ছুঁড়ীটে সম্পর্কে মদনের ভাগ্‌নে বউ হয়—মদনকে দেখে প্রথমে একটু জড় সড় হলো; তারপর সে বুঝ্‌তে পার্‌লে—যে মদনেরও আমার গতি—এখন সব সুবিধে হয়েছে।

বিনোদ। তবে আমাকে কি জন্য চিঠী পাঠান হয়েছিল?

হরি। বলি সেখানে তার সঙ্গে দেখা হয় বইতো নয়।

বিনোদ। এখন মানস কি?

হরি। মানস, তোমাকে একবার সেখানে নিয়ে যাব।

বিনোদ। আমি যে কাজে যাচ্চি;—দাদা বিশেষ করে বলে দিয়েচেন, এখনি যেতে হবে।

হরি। উপেন্দ্র বাবু ইয়ার লোক, আমরা এখন তাঁকে দশটা ভুজং দিয়ে কাটিয়ে দেবো।

বিনোদ। কর্ত্তব্যকর্ম্ম আগেতে, পরে ইয়ার্‌কি। আজ আর অনুরোধ করো না। (স্বগত) বিচার না করে সহসা কখনই একাজে প্রবৃত্ত হইব না। (প্রকাশ্যে) আর এক দিন তখন যাব, এখন আমার কাছে কি দরকার আছে বল দেখিন?

হরি। সে অতি সামান্য—দশটা টাকা ধার চাচ্চি—

বিনোদ। কেন?

হরি। মদনের বোনের বিয়ে হবে—আস্‌চে সোমবার, এই ছুঁড়ীটে মদনের বাড়ী নিমন্ত্রণে আস্‌বে, মদন তাকে আন্‌তে পাল্‌কি পাঠিয়ে দিবে, আমি আর ও দুজনে, পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাক্‌বো—বেহারাদের সঙ্গে যোগাড় করেছি পথের মধ্যে আমরা রাহাজানি কর্‌বো।

বিনোদ। তোমাদের পায়ে দণ্ডবৎ।

মদন। তা কর, এখন টাকা গুলিতো দেবে? তা না হলে, দাদা, সব ফেঁসে যাবে। আর ভাই তোমাকে সে দিন আস্‌তে হবে; কেননা আমরা হলুম একপ্রাণ, কোন জিনিস তোমাকে না দিয়ে খেতে গেলে প্রাণটা কেমন করে, তাই বল্‌চি।

হরি। ভাই মজ্জাসুনি—এমন জিনিস হাতছাড়া হয়ে গেলে গলায় দড়ী দিয়ে প্রাণত্যাগ করবো?

বিনোদ। তাইতো! ফুলের সৌরভে যে হতজ্ঞান হয়েছ?

মদন। বাবা, তুমিও শোঁক—তুমিও হবে।

বিনোদ। উচিত কি?

হরি। উচিত নয়? একশোবার উচিত, বুড় শালা অন্তিমকালে কাঁচা মাগ বিয়ে কর্‌লে কেন?

বিনোদ। আচ্ছা আমি এখন যাই—

হরি। এস, আমাদের দরখাস্তটা ভুলনা। (মনে মনে) এস আর নাই এস, টাকাগুলি পাঠিয়ে দিও।

বিনোদ। আচ্ছা।

বিনোদ এই কথা বলে বাড়ীর দিকে ফিরিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি বিনোদ ছোক্‌রাটি গম্ভীর, এ দুটোর মত ছিল্‌লে ও সবলুট নয়। বিনোদের ধর্ম্মজ্ঞান আছে; তবে যৌবন-কালের জন্য যদিও কখন কখন কুপথ অবলম্বন করে থাকেন, সে কেবল সঙ্গদোষে ও সমবয়স্ক-দিগের সাতিশয় অনুরোধে। আজ তিনি অতিশয় লোভে পড়িয়াছেন, পরবনিতা—অল্পবয়স্কা, সুন্দরী, অল্পায়াস-লভ্যা, তিনি এই ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন। তাঁহার লালসা ক্রমে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি মদন ও হরিকে সহায়তা করিবেন ইহা মনে স্থির করিয়া, বাটীর ভিতর যে উদ্যান আছে, সেই উদ্যানে আসিয়া বসিলেন। দিবাকর অস্তগত। সন্ধ্যা তিমির-বসনাবৃতা হইয়া পূর্ব্বদিক হইতে

ধীরে ধীরে জগতের দিকে আসিতেছে। পক্ষিকুল কলরব করিয়া আপনাপন কুলায়ে প্রতিগমন করিতেছে। গৃহস্থেরা সন্ধ্যাগমে মঙ্গলসূচক শঙ্খধ্বনি করিতেছে। পশ্চিমে চন্দ্রমার জ্যোতিঃ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। বিমানে মেঘদল বায়ু ভরে সঞ্চালিত হইতেছে। তিনি বসিয়া এই সমস্ত দেখিতেছেন, দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনের ভাব অনেক পরিবর্ত্তন হইল। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মজ্ঞান ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিল। তখন তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন—হায়! আমি তুচ্ছ ইন্দ্রিয় সুখাভিলাষী হইয়া অতি গর্হিত কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছি। আমি বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানী হইয়া একজন ব্যক্তির সংসারেব সুখ জন্মের মত নষ্ট করিতে ও কামিনী-টিকে জন্মের মত অকূল পাথারে ভাসাইতে উদ্যত হই-য়াছি। আমার এ লালসার কারণ কি? কামিনীটি সুন্দবী,—আমার স্ত্রীও তো সুন্দরী—মানিলাম, সে আমার স্ত্রী অপেক্ষাও অধিক সুন্দরী, তাহলে কি তাহার প্রতি আমার লোভ করা উচিত? কখনই নয়; কেননা অনেক অনেক যুবাপুরুষ আছে যাহাদিগের স্ত্রী আমার স্ত্রীর ন্যায় সুন্দবী নয়, তাই বলে আমি কি ইচ্ছা করি, তাহারা আমার স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়? যদি এমন হয় যে সেজন ইন্দ্রিয় সুখের বশবর্ত্তী হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে কুলটা হইতে স্থিরকল্প হইয়াছে, তাহলেই বা আমি কেন তাহাকে কুলটা করিবার হেতু হইয়া, অখণ্ড কলঙ্ক ও পাপরাশি ইচ্ছাপুর্ব্বক আপনার মস্তকে আপনি লইব। স্ত্রীলোক যে কেবল ইন্দ্রিয়-সুখ সম্ভোগের জন্য সৃজিত হইয়াছে

এমন কিছু নয়—সংসারে থাকিয়া পিতা মাতা ভাই ভগিনীর সহিত দেখা শুনা, পরস্পর কথাবার্ত্তা, সন্তানাদি প্রতিপালন, পূজা ব্রতাদি যাহা কিছু তাহাদিগের অল্প বুদ্ধিতে ধর্ম্ম কর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়—এই সমস্তই তাহাদিগের এক এক সুখের কারণ। অতএব সংসারের সুখ হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া কেবল একমাত্র সুখের জন্য তাহাদিগকে নষ্ট করা নিতান্ত স্বার্থপর ব্যক্তির কার্য্য। তিনি এই সমস্ত মনে মনে করিয়া ছল ছল নয়নে কিয়ৎক্ষণ ঊর্দ্ধ-দৃষ্টিতে থাকিয়া উদ্যান হইতে উঠিয়া বাড়ী আইলেন! পরে হরি ও মদনকে কোনরূপ সহায়তা করিবেন না এই ভাবে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

He is the best friend who gives the best advice.

এদিকে সৌরেন্দ্রবাবু রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যকে পত্র পাঠাইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, যদিও ভট্টাচার্য্য হেমলতার সহিত তাঁহাকে বিবাহ দিতে বিলক্ষণ ব্যগ্র আছেন এবং তিনিও স্বয়ং যে হেমলতাকে প্রাণের অধিক ভালবাসেন ও তাঁহাকে বিবাহ করিলে পরম সুখী হইবেন, তথাচ হেমলতা তাঁহাকে ভালবাসেন কি না, কিম্বা ভালবাসিবেন কি না, তিনি তাহা অবগত নন, সুতরাং তাঁহার

মনের ভাব না জানিতে পারিলে কেবল স্বার্থপর হইয়া বিবাহ করা দোষ; এবং এইরূপ কার্য্য করিলে চিরস্থায়ী বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রণয়ের ফল কখনই উপলব্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই ইহাও তিনি স্থির জানিতেন। এক্ষণে তিনি কি করিবেন কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে হেমলতার মন বুঝিতে পারিবেন, তিনি তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। হেমলতা সতত অন্তঃপুর মধ্যে থাকেন, তাঁহার সহিত বাক্যালাপের কোন সম্ভাবনা নাই। বিবাহের পূর্ব্বে পরস্পর সন্দর্শনাদি ও পরস্পর প্রণয়ের প্রস্তাব করিবার জন্য তাঁহার পিতার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করা দেশীয় রীতি নীতি বহির্ভূত কার্য্য; অতএব তিনি কি প্রকারে অভীষ্ট লাভ করিতে পারেন এই বিষয় ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রণয় বদ্ধমূল হইয়াছে; সুতরাং হেমলতাকে পাইবার আশা পরিত্যাগ করা ও যাবজ্জীবন সুখের মূলচ্ছেদন করা সমান বিবেচনা করিয়াছিলেন। এমন অবস্থায় তিনি একজন বিবেচক সৎবন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। কিন্তু সহরে এমন বন্ধু তাঁহার কে আছে? তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—ভাবিতে ভাবিতে নবীনবাবুকে মনে পড়িল। নবীন বাবুর সরল ব্যবহার, তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও ধর্ম্মের প্রতি অবিচলিত আস্থা, তিনি এক দিবস মাত্র তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। অতএব তাঁহারই নিকটে পরামর্শ লওয়া বিবেচনা করিয়া, ভৃত্যকে একখানি গাড়ী আনিতে আদেশ করিলেন। শকট আনীত হইলে

তিনি নবীনবাবুর বাটীর দিকে চলিলেন। ক্রমে চিৎপুরের খাল পার হইয়া কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া শকট হইতে নামিলেন, এবং ক্ষণকাল অনুসন্ধানের পর নবীনবাবুর বাটীতে গিয়া পৌঁছিলেন। বেলা নাই। সন্ধ্যা হইয়াছে। নবীনবাবু আপিস হইতে আসিয়া ছাদের উপর বসিয়া বায়ু সেবন করিতেছিলেন, এমন সময়ে সৌরেন্দ্রবাবু আসিয়া দ্বারে আঘাত করিলেন। নবীনবাবু উপর হইতে সৌরেন্দ্রবাবুকে দেখিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নামিয়া আসিয়া যথাসাধ্য সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে ছাদের উপর লইয়া গেলেন ও একখানি চৌকিতে তাহাকে বসিতে বলিয়া, বাড়ীর ভিতরে যাইয়া দাসীকে কিঞ্চিৎ জলখাবার আনিতে আদেশ করত আপনি পুনরায় শীঘ্র সৌরেন্দ্রবাবুর নিকট আসিয়া বসিলেন। তৎপরে অন্যান্য কথার পর জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ মহাশয় যে অনুগ্রহ করে এদিকে এলেন?"

সৌরেন্দ্র। আমি কোন পরামর্শ লইবার জন্য আপনার নিকট এসেচি, কিন্তু কি বল্‌বো লজ্জায় বাক্যস্ফূর্ত্তি হচ্চেনা।

নবীন। (কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া) মহাশয়ের সঙ্গে যদিও আমার একদিনের আলাপ, তথাচ আপনি আমাকে প্রিয় বান্ধবের মত দেখ্‌বেন! আপনি আমার কাছে কোন বিশেষ পরামর্শের জন্য এসেচেন, যদি আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আপনাকে পরামর্শ দিতে সক্ষম হই, তাহলে আমার পক্ষে এমন সুখের বিষয় আর কি হবে?

সৌরেন্দ্র। আপনি বোধহয় জানেন না যে আমার বিবাহ হয় নি।

নবীন। না, আপনি তো সে বিষয় কিছু বলেন নি, আর আমিও প্রথম দিন জিজ্ঞাসা কর্‌তে সাহস করি নি।

সৌরেন্দ্র। আমি কুলীন বলিয়া যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারি; কিন্তু বহুবিবাহ করা দূরে থাক্, আমাদের দেশের রীতি অনুসারে কোন বালিকাবিবাহ করাও আমার ইচ্ছা নয়—এইকারণ আমার বিবাহের জন্য যত প্রস্তাব এসেছিল, আমি একটিতেও মত দিই নাই। আমার মনোগত ইচ্ছা যে আমি আপন চক্ষে দেখে বিবাহ কর্‌বো। কিছু দিন হলো, কোন কার্য্যবশতঃ উপেন্দ্রের বাগানে গিয়েছিলুম, উপেন্দ্র তখন বাগানে ছিলনা, আমি ঘাটে বসে পড়্‌ছিলুম, এমন সময় একটি অতি রূপবতী কন্যা ঐ বাগানের পুকুরে গাধুতে আসিয়া হঠাৎ জলমগ্ন হইতেছিলেন, এমন সময়ে আমি তাঁকে জল থেকে তুলে পাল্‌কি করে বাড়ীতে রেখেএলুম। কন্যাটীর বয়ঃক্রম ষোল সতের বৎসর—দেখিতে যেন লক্ষ্মী প্রতিমার মত তাঁহার মুখখানিতে শঠতা বা অহঙ্কার কিছুই নাই, দয়া, ধর্ম্ম, সরলতা যেন তাতে মাখান রয়েচে। আমি যখন তাঁকে জলথেকে তুল্লুম তখন তিনি অজ্ঞান। আমি তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বিস্তর যত্ন করে সচেতন কর্‌লুম। তারপর তাঁর জ্বর না হয় সেই ভয়ে, একটি ডাক্তর ডাকিয়ে ঔষধাদি সেবন করালাম তিনি সত্বরে নীরোগ হয়ে উঠ্‌লেন। ইনি একজন কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা, ইহার পিতার সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়েছিল। তাঁর মনের ভাব বুঝ্‌তে পেরেছি যে, তিনি আমাকে কন্যাটি সম্প্রদান করেন, কিন্তু সাহস করে কিছু

বল্‌তে পারেন নি ; আমিও এ বিষয়ে তাঁকে কোন স্পষ্ট আশা দিই নাই। তার কারণ এই যে, আমি মনে মনে বিবেচনা করে দেখ্‌লুম যে, যদিও আমি তাঁহাকে বিবাহ করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক, তথাচ তাঁর মনের ভাব কিপ্রকার দুই এক দিনের দেখা শুনায় আমি যেমন তাকে ভাল-বেসেচি,, তিনি আমাকে ততদূর ভালবাসেন কি না, কিম্বা বিবাহ হইলে ততদূর ভালবাসিবেন কি না, আমি কি প্রকারে জানিতে পারি—এই পরামর্শের জন্য আপনার কাছে এসেছি।

নবীন। আপনি বল্লেন ঐ কন্যাটির জলমগ্নের পর তাঁর সহিত আপনার দুই এক দিন সাক্ষাৎ হয়েছিল, সেই সাক্ষাতের সময় যত কেন অল্প হউক না, আপনার প্রতি তাঁর প্রণয়ের লক্ষণ কি কিছু দেখেছিলেন ?

সৌরেন্দ্র। ঈষৎ দেখা—তাতে কি বুঝ্‌বো ?

নবীন। (হাসিতে হাসিতে) স্বভাবতঃ মুখের ভাবের কি কিছু বৈলক্ষণ্য দেখেছিলেন ?

সৌরেন্দ্র। একটু—আমাকে দেখে তার মুখখানি অল্প রক্ত বর্ণ হয়ে উঠ্‌লো—তিনি শশব্যস্তে ঘোম্‌টা টেনে দিলেন।

নবীন। আচ্ছা, তার জলমগ্ন হওয়ার কারণ কি ?—পুকুরের পৈঠেতে কি খুব শেয়ালা আছে ?

সৌরেন্দ্র। আপনি যে অত খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌চেন ?

নবীন। তা হৌক—আপনি আমার কথার উত্তর দিন না।

সৌরেন্দ্র। আমার তা বিশেষ স্মরণ হয় না—বোধ হয় নেই।

নবীন। আপনার সঙ্গে যে তাঁর দেখা বাস্তবিক হঠাৎ হয়েছিল আপনি কিপ্রকারে জান্‌লেন?

সৌরেন্দ্র। হঠাৎ—কেননা তাঁর জলমগ্ন হবার দুদিন পরে যখন আমি তাঁকে দেখ্‌তে গিয়েছিলুম, আমি তাঁর পিতার সঙ্গে বসে বাইরে কথা কচ্চি, এমন সময়ে, তিনি তাঁর একজন সমবয়স্কার সহিত আমার নিকট দিয়ে চলে গেলেন; তার পর আমি যখন বাড়ীর ভিতর থেকে জলখেয়ে আস্‌চি, এমন সময়ে তাঁরা দুজনে ফিরে আস্‌ছিলেন, দরজার কাছে আমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হোলো।

নবীন। তাঁহার পিতার বয়স কত?

সৌরেন্দ্র। আন্দাজ পঞ্চাশ বৎসর।

নবীন। তিনি বিবাহের বিষয় আপনার কাছে কিরূপ প্রস্তাব করেছিলেন?

সৌরেন্দ্র। তিনি আমাকে তাঁর কন্যার জন্য একটি সৎপাত্র খুঁজে দিবার ভার দিয়েছেন।

নবীন। ভার দেওয়া কেবল কথা মাত্র, তাঁর ইচ্ছা যে আপনি তাঁর কন্যাকে গ্রহণ করেন।

সৌরেন্দ্র। হ্যাঁ।

নবীন। তিনি আপনার পরিচয় পেয়েছেন?

সৌরেন্দ্র। আমার পিতাকে জানেন।

নবীন। কিরূপ, প্রণয় আছে?

সৌরেন্দ্র। না, তিনি আমার পিতার নাম অবগত আছেন।

নবীন। তিনি যে আপনাকে তাঁর কন্যার জন্য একটি

সৎপাত্র খুঁজে দিবার ভার দিয়েছেন, সে বিষয়ে আপনি কোন কথা বলেছেন ?

সৌরেন্দ্র। আমি অদ্য তাঁকে একখান পত্র লিখেচি।

নবীন। পত্রের মর্ম্ম ?

সৌরেন্দ্র। আমি লিখেচি আপনি আমাকে যে বিষয়ের ভার দিয়েছেন, আমি ভরসা করি যে, আমি কৃতকার্য্য হইতে পারবো ; অতএব আমাকে না জানাইয়া অন্য কোন পাত্র স্থির করিবেন না।

নবীন। বেস্ লিখেছেন। আপনার সমস্ত কথা শুনে আমার বোধ হচ্চে যে, সে কন্যাটী আপনার অনুরাগিণী হয়েছেন, কিন্তু সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট নিদর্শন নাই ; অতএব আপনি কিছু কাল অপেক্ষা করুন, তাহলে অনেক বিষয় যাহা না জানেন বা জানিতে ইচ্ছুক আছেন, তাহা জানিতে পারিবেন। ইতিমধ্যে যদি আপনি অনুমতি করেন, তাহলে আমিও সেই পল্লীর, আমার কোন আত্মীয় লোকের নিকট বাক্যচ্ছলে ঐ কন্যাটির ও তাঁহার পরিবারের স্বভাব সংসর্গ বিষয়ে বিশেষরূপ তত্ত্ব লই, তৎপরে যা কিছু জানিতে পারা যায়, তাহারি উপর বিবেচনা করা যাবে।

সৌরেন্দ্র। এই সৎপরামর্শ।

নবীন। কেননা, কেবল ইচ্ছার বশবর্ত্তী হয়ে এরূপ গুরুতর বিষয়ে হঠাৎ স্থিরকল্প হওয়া, আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির উচিত নয়। অতএব কিছুকাল যেতে দিন, তাহলে হয়তো সেই স্ত্রীলোকের গুণের পরিচয় পেলে আপনি তাঁকে অধিকতর ভাল বাসিবেন।

সৌরেন্দ্র। আপনার মতেই মত দিলাম।

এইরূপ কথোপকথনের পর সৌরেন্দ্রবাবু নবীনবাবুর অনুরোধে কিঞ্চিৎ আহারাদি করিয়া বিদায় হইলেন। পথে যাইতে নবীনবাবুর সৎপরামর্শ সকল মনে করিতে করিতে চলিলেন। প্রায় আধঘণ্টা পরে বাসায় আসিলেন, আসিয়া দেখেন, একটি লোক অতি ব্যগ্রভাবে তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে। বাসায় উপস্থিত হইবামাত্র সেই লোক একখানি পত্র তাঁহার হাতে দিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। পত্রখানি পাঠ করিয়া সৌরেন্দ্রের বদনমণ্ডল শুষ্ক হইয়া গেল, মস্তক ঘুরিয়া আইল, তিনি আর দাঁড়াইতে না পারিয়া সেই লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা আছেন ত" লোকটি কহিল, "আছেন, পীড়া খুব শক্ত, আপনি শীঘ্র একটি ভাল ডাক্তর নিয়ে চলুন"

এই কথা শুনিয়া সৌরেন্দ্র যে গাড়ীতে নবীনবাবুর বাসায় গিয়েছিলেন, সেই গাড়ীতে উঠিয়া ডাক্তরের নিকট গেলেন ও তাঁহাকে লইয়া এবং বরফঘর হইতে বরফ লইয়া কলের গাড়ীতে বাটী যাত্রা করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

"Man!
Thou *Pendulum* betwixt a smile and tear."
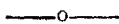
"পিতঃ! আমার মনে বড় দুঃখ রইল যে আপনার সঙ্গে দেখা হলো না। আমি ডাক্তার নিয়ে এসেচি আর কাহাকে দেখাব। আমি জন্মের মত দুঃখী হলেম, আমাকে আর কে দেখ্‌বে, আমাকে আর স্নেহ করে কে সুরেন্! বলে ডাক্‌বে? বাবা আমি অতি অল্পবয়সে মাতৃহীন হয়েছিলুম, আপনি আমাকে মার মত যত্ন করতেন, আমার মা বাপ দুই আপনি ছিলেন এখন আমি আপনাকে হারিয়ে দুজনকে হারালুম। আমার বড় আশা ছিল যে বিষয় কার্য্যের ভার সমস্ত আপনি লয়ে আপনাকে বৃদ্ধ বয়সে সুখী করবো ও নিয়ত আপনার চরণ সেবা করবো। হায়! আমি যদি এমন হবে জানতুম তাহলে কি আমি তুচ্ছ মকদ্দমার জন্য বিদেশে থাক্‌তুম? আপনাকে দিবা রাত্র নয়নে রাখ্‌তুম, তাহলে বোধ হয় পাষণ্ড কৃতান্ত ও আমার ভক্তি দেখে দয়ার্দ্র হয়ে আপনাকে পরিত্যাগ করিত। পিতঃ আপনি জন্মের মত বিদায় হলেন; গৃহ শূন্য হলো, অনাথেরা পুনরায় আমার মত অনাথ হলো। এত দিনের পর গৃহের সূর্য্য অস্তমিত হলো; আমি একাকী সহায়হীন জ্ঞানহীন হইয়া এ জটিল

বিষয় কার্য্য সমস্ত কিরূপে নির্ব্বাহ করবো।" এই বলিয়া মৃত পিতার চরণ ধরিয়া করুণ স্বরে সৌরেন্দ্র রোদন করিতে লাগিলেন।

সৌরেন্দ্রবাবু বাসায় আসিয়া পিতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া শীঘ্র বাড়ী যাইয়া দেখিলেন, তাঁহার পিতার চক্ষে জাল পড়িয়াছে, হস্ত পদ শীতল হইয়াছে, সমস্ত শরীর বিবর্ণ হইয়াছে—দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই, তখন তিনি তাঁহার চরণ-তলে বসিয়া করুণ-স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিতে ছিলেন—বলিতে বলিতে তাঁহার মৃত্যু হইল। তিনি শব দেহ ক্রোড়ে করিয়া রহিলেন।

পল্লীস্থ জ্ঞানী লোকেরা সৌরেন্দ্রকে বিস্তর বুঝাইয়া কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা করিলেন। তাঁহারা তৎপরে শব দেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার জন্য আয়োজন করিয়া দিলেন। সৌরেন্দ্র আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সমভিব্যাহারে শবদেহ লইয়া বাটী হইতে বহির্গত হইয়া শ্মশানাভিমুখে চলিলেন। রজনী গভীর। গগন-মণ্ডল অল্প অল্প মেঘে আচ্ছন্ন। চন্দ্র অস্ত গত! বায়ু শন্ শন্ শব্দে বহিতেছে। পথ ঘাট সকল দৃষ্টি গোচর হইতেছে না। পৃথিবী ঝিল্লীরবে পরিপূর্ণ। চারিদিকে বাঁশবন; সেই পথ দিয়া সকলে যাইতে লাগিলেন। প্রায় অর্দ্ধক্রোশ চলিয়া তাঁহারা আসিয়া শ্মশানে পৌঁছিলেন। শ্মশান কি ভয়ানক স্থান! এখানকার জীব জন্তু গভীর নিশীথেও জাগ্রত। শিবাগণ পালে পালে ভ্রমণ করিতেছে, কুক্কুরগণ পরিত্যক্ত মৃতদেহ সকল ভক্ষণ করিতে করিতে

এক একবার মৃত্তিকা রাশিতে আসিয়া মুখ ঘর্ষণ করিতেছে। গৃধিনীগণ এক বৃক্ষ হইতে অপর বৃক্ষে শন্ শন্ শব্দে উড়িয়া যাইতেছে। উহাদিগের পক্ষাঘাতের ঝট্ পট্ শব্দ, বৃক্ষ শাখার মড় মড় ধ্বনি, উহাদিগের ভয়ঙ্কর কঁ্যা কঁ্যা রবের সহিত মিলিত হইয়া শ্মশানের ভীষণতা পরিবর্দ্ধন করিতেছে। শ্মশান-ভূমি মনুষ্য অস্থি, কয়লারাশি ও মনুষ্য মস্তকে পরি পূর্ণ। আহা! এইস্থানে কত লোক বহু-যত্নে-লালিত প্রাণ-পুতুল-সম প্রিয় সন্তানের সহিত তাঁহাদিগের জীবনের সুখ ও আশা বিসর্জ্জন দিয়া বজ্রাগ্নি-দগ্ধ তরুগণের ন্যায় পৃথিবীতে কেবল জীবিত আছে। কত কত আদরিণী বালিকা আশা চিত্রিত উজ্জ্বল মানস-পটে সুখের সুন্দর ছবি দেখিতে দেখিতে দুর্ভাগ্য কর্ত্তৃক এইস্থানে তাড়িত হইয়া, জীবন-সদৃশ আদরণীয় বসন ভূষণ সকল পরিত্যাগ করিয়া চীরবাস পরিধান করিয়াছে—যে চীরবাস এই শ্মশান ভিন্ন অন্যস্থানে মুক্ত হইবার আর সম্ভাবনা নাই। হায়! এইস্থানে আসিলে পৃথিবীতে যে পুনরায় আর আমোদ প্রমোদ করিতে ইচ্ছা জন্মিবে এমন জ্ঞান থাকে না। সৌন্দর্য্যের গৌরব, অর্থের অভিমান, সংসারের নিত্যতা, প্রণয়ের মধুরতা—কিছুই এই স্থানে অনুভূত হয় না, কেবল মাত্র সেই অজেয় কৃতান্তের ভীষণ মূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হয়।

সৌরেন্দ্র যদিও শোকে বিহ্বল ও বাতুল-প্রায় ছিলেন, তথাচ এই স্থানে আসিয়া তাঁহার মনে অত্যন্ত ভয় জন্মিল। তিনি ছল ছল নয়নে চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একটা শিংশপা বৃক্ষের নীচে আসিয়া বসিলেন, ও কিয়ৎক্ষণ নয়ন

যুগল মুদিত করিয়া রহিলেন। তাঁহার আত্মীয় লোকেরা শব দাহ করিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। চিতার হুতাশনে শ্মশানের ভীষণ মূর্ত্তি দ্বিগুণ ভীষণ হইল। সৎকার আরম্ভ হইল। তিনি পিতার মুখাগ্নি করিয়া পুনরায় সেই শিংশপা তরুতলে আসিয়া বসিলেন। বসিবার ক্ষমতা নাই, শরীর অবশ হইয়া আসিতেছে, কিন্তু শুইতেও পারিতেছেন না, পাছে শবদেহ ভাবিয়া জন্তুগণ তাঁহার দেহ ক্ষত বিক্ষত করে। ক্রমে এই ভয়ঙ্করী রজনী প্রভাত হইল। পক্ষিকুল কলবর করিয়া উঠিল। শিবাগণ সভয়ে আপনাপন গর্ত্তে প্রবেশ করিল। গৃধিনীগণ বৃক্ষশাখায় বসিয়া কুটিল ও বক্রদৃষ্টিতে শ্মশানভূমি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। শবদাহও শেষ হইল। চিতা-হুতাশন নির্বাপিত হইল। সৌরেন্দ্র স্নানান্তে উত্তরীয় বসন পরিধান করিয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার নয়নদুটি অশ্রু রাশিতে পরিপূর্ণ, সমস্ত রাত্রি জাগরণ করাতে প্রভাতে স্নান হেতু শরীর থর থর কম্পান্বিত। বাটী আসিয়া দালানে রৌদ্রে গিয়া বসিলেন, আত্মীয় লোকেরা আসিয়া চৌদিকে বেষ্টন করিয়া বসিল। ইতিমধ্যে একজন ভৃত্য আসিয়া অতি দীন ভাবে একখানি পত্র সৌরেন্দ্রের হস্তে দিল। সৌরেন্দ্র তাহাকে কোন কথা না জিজ্ঞাসা করিয়া পত্রখানি আপন হস্তে রাখিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—o—

"Peace rules the day, where reason rules the mind"—CAMPBELL

রজনী অবসান ; কিন্তু এখনও প্রভাত হয় নাই। চন্দ্রমা গগন মধ্যস্থ জ্যোতিঃহীন ; পূর্ব্বদিকে শুক্রগ্রহ একাকী সমুজ্জ্বল। সপ্তর্ষি মণ্ডল বায়ুকোণে বিলীনপ্রায়। অন্ধকার পাংশুবর্ণ। নীলবর্ণ-গগনে মেঘাবলি অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়া চন্দ্রমাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। পক্ষিগণ কুলায় হইতে এক এক বার কিঞ্চিৎ বাহির হইয়া নিস্তব্ধ জগতে সুস্বরলহরী বিস্তার করত পুনরায় কুলায়মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নীরবে রহিয়াছে—বোধ হয় উহারা নিশা অবসান হইয়াছে কি না তাহা নিশ্চয় করিতে পারিতেছে না। ভাগীরথীর জল এখন শশিকলার সুন্দর ছবি লইয়া নৃত্য করিতেছে। মন্দ মন্দ বায়ুভরে তরঙ্গরাজি আসিয়া তটে প্রতিহত হইয়া পুনরায় যুগশত সম্মিলিত জলরাশিতে মিলিত হইতেছে। বৃক্ষ-পত্র হইতে নিশার শিশির বিন্দু বিন্দু হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছে,—এমন সময়ে রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য এক হস্তে একখানি কোশা, অপর হস্তে পরিধেয় ধুতি ও নামাবলী লইয়া ধীরে ধীরে গঙ্গাস্নানে আসিতেছেন ; পথ ঘাট জনহীন, একাকী মৃদুস্বরে—

"হে কেশী অন মথন, মধু কৃন্তন মুরারে।

(জয়) জয় মীন-রূপ-ধর, জয় বরাহবর,

কূর্ম্মরূপধর, বামন বিহারে।"

হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গাতীরে আসিয়া উপনীত হইলেন—হইয়া দেখিলেন তিনজন ধীবর জাল ফেলিয়া মৎস্য ধরিতেছে; তাহাদিগের সমুখে একটি ক্ষুদ্র নৌকাতে একজন মনুষ্য দাঁড় হস্তে বসিয়া আছে, পরপারে—আবদ্ধ নৌকাশ্রেণী হইতে দীপমালা ভাগীরথীর জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া কম্পিত হইতেছে। এখনও প্রভাত হয় নাই; অতএব এমন সময় স্নান করিলে প্রাতঃস্নান সিদ্ধ হইবে না এই জন্য, ভট্টাচার্য্য ঘাটে আসিয়া বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী আসিয়া ঘাটে পৌঁছিলেন। ভট্টাচার্য্য গৃহিণীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অ জ এত প্রত্যুষে যে"

গৃহিণী। তুমিও ত রাত থাকতে এয়েচ।

ভট্টাচার্য্য। আমার কাল রাত্রে ভালরূপ নিদ্রা হয় নি।

গৃহিণী। তুমি উঠেগেলে, আমি মনে করলুল রাত পুইয়েচে। উঠে আর কি করি, আস্তে আস্তে নাইতে এলুম। তা যাহোক রাত্তিরে তুমি কি বল্‌বে বলে আর বল্লে না; আবার বল্‌চো সারা রাত ভালকরে ঘুমোওনি।

ভট্টাচার্য্য। মনে একটা দুর্ভাবনা হয়েচে।

গৃহিণী। কি হয়েচে বলই না আমার কাছে, মেয়েমানুষ বলে এতই তুচ্ছ কর কেন?

ভট্টাচার্য্য। না তুচ্ছ করা নয়, গুপ্ত কথা পাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে তাই ভাব্‌চি।

গৃহিণী। তুমি আমাকে আজ না বল দুদিন পরে বল্‌বে, কিন্তু বলদেখি তুমি আমাকে ভয় দেখালে, কিন্তু বল্লে না কি হয়েচে, আমার মনটাতে কত ভাবনা থাক্‌বে।

ভট্টাচার্য্য। তবে বলি।

এই বলিয়া ভট্টাচার্য্য চারিদিকে চাহিয়া গৃহিণীর কানে কানে অনেকক্ষণ ধরে কতগুলি কথা বল্‌তে লাগ্‌লেন, গৃহিণী শুনতে শুন্‌তে এক একবার শিহরে উঠতে লাগ্‌লেন, পরে স্তব্ধ হয়ে কিয়ৎক্ষণ স্বামীর মুখেরদিকে চেয়ে বল্লেন, "এক্ষণি, বল্‌চো একশো টাকা খরচ হবে তা কি করবে।"

ভট্টাচার্য্য। এখানে থাক্‌লে ধন মান কুল তিন যাবে, তা না হয় কিছু ধন দিয়ে যদি মনের সুখে থাক্‌তে পারি তাহলেই পরম লাভ।

গৃহিণী। সৌরেন্দ্র পত্র লিখে আর এল না।

ভট্টাচার্য্য। বোধ হয় তার কোন ব্যাম হয়েচে।

গৃহিণী। তা হতে পারে কিন্তু তাকে একটু জানান দেওয়া উচিত ছিল।

ভট্টাচার্য্য। তা দিয়িচি।

গৃহিণী। দাঁড়াও সেতো আজ কদিন হলো।

ভট্টাচার্য্য। আমি তার কিছু পূর্ব্বেই একথা শুনিচি।

এই কথা বলিতে বলিতে ঘূর্ণ্যমানা পৃথিবী ক্রমশঃ দিবাকরের সম্মুখবর্ত্তী হইল। বিমানে পূর্ব্বদিকে রক্তবর্ণ, কিঞ্চিৎ

দূরে পীত,ধূম্র,পাটল, মধ্যস্থলে শুক্লবর্ণ মিশ্রিত মেঘরাশি স্তরে স্তরে দীপ্তি পাইতে লাগিল। জীব জন্তু সকল জাগরিত হইল। জগৎ পুনর্ব্বার কলরবে পরিপূর্ণ হইল। কুলকামিনী সকল অবগুণ্ঠিতা হইয়া স্নান হেতু গঙ্গাতীরে আসিলেন। ব্যবসায়ীরা নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রী লইয়া পারে যাইবার জন্য ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল। ভটাচার্য্য স্নান ও প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—০:০—

"——————————তোমার
মুখের হাঁসি, গলার ফাঁসি,
(তোমার) মন সাগরে পাই নি থাই।"

আজ ২রা জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, চতুর্দ্দশী। রাত্রি প্রায় চারদণ্ড হয়েচে। অকাশে চাঁদখানা অনেকটা উঠেচে, জ্যোৎস্না ফুট্ ফুট্—রাস্তার কাঁকরটি পর্য্যন্ত দেখা যাচ্চে। শূন্যে সময়ে সময়ে দুই একটি নক্ষত্র পাত হচ্চে। কাক গুলো দিন ভেবে "কা কা" করে উড়ে উড়ে যাচ্চে। মিষ্টি মিষ্টি দোয়ালার বাতাস ফুর্ ফুর্ করে বচ্চে। রাস্তা ঘাটে বিস্তর লোক। বেশ্যারা সময় বুঝে রাস্তায় নাগর ধর্‌তে বেরিয়েচে, ইয়ারেরা এমন রাত্তিরে ঘরে থাকা "বাপন্ত" মনে করে

বুকে চাদর বেঁধে রাস্তায় ছুট্‌কে পড়েচে, ও ইয়ার্‌কির নেশায় বুঁদ হয়ে কি মেয়ে কি পুরুষ সকলকেই "বাপ্‌" বলে ডাক্‌চে। বরফওয়ালা "চাই বরফ," বেলফুল-ওয়ালা "চাই বেলেফ্‌," নারকেলের ফোপলওয়ালা "চাই ফোপল," বাদামওয়ালা "চাই পাতবাদাম" বলে ডেকে ডেকে যাচ্চে, কিন্তু "মামারা" আপনার জিনিসের গুমোর জেনে ঘরে বসে দরোজা বন্ধ করে "ভাগ্নেদের" ভিড় থামাতে পাচ্চেনা— দয়ালু গবর্ণমেণ্ট মামা ভাগ্‌নেয় এত ভাব টেরপেয়ে দয়া করে এখন মামাদের রাত "নটা" পর্য্যন্ত দরোজা খুলে রাখ্‌তে হুকুম দিয়েচেন—কলিরাজ! ধন্য আপনার বিচার!

নিস্তারিণী ঘরে সেজে গুজে একলা বসে আছেন। খোঁপাটি অতি পরিপাটি করে বাঁধা হয়েচে, তাতে একছড়া মোটা বেলের গড়ে জড়ান রয়েচে। বুকটি কাঁচলি আঁটা, তার ওপর এক চওড়া কালাপেড়ে পাড় হাঁক্‌রান হয়েচে। কর্ত্তা বাড়ী নেই। খুদি চাক্‌রাণী ঘরের বাইরে বসে অন্ধকারে সল্‌তে পাকাচ্চে ও ঘুমের আবেশে এক একবার ঢুলে ঢুলে পড়্‌চে। নিস্তারিণীর মনটা আজ বড় প্রফুল্ল, একটি গান ধরেচেন—

"যৌবনের জ্বালা প্রাণে, সয়না লো সই।
ন্যাগর আসিবে বলে, বাঁধিলাম খোঁপা তুলে,
পেচন দিকে চেয়ে দেখি, বুড় ডেগ্‌রা (আমার ঐ)॥"

গানটি এই পর্য্যন্ত গাওয়া হয়েচে, ওমনি দরোজায় কড়ার শব্দ তার কানে গেল! খুদি চাক্‌রাণী চম্‌কে উঠে আস্তে আস্তে হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে দরোজা খুলে দিতে গেল।

নিস্তারিণী কর্ত্তার কড়া নাড়া জানতে পেরে মনে মনে কর্লেন যা ভাব্ছিলাম তাই হলো, তখন নাভিশ্বাস সদৃশ একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে, বালা ডুগাচা আর মল চারিগাচা খুলে ফেলে প্রদীপের দিকে পেছন করে, ঘাড় হেঁট করে বস্লেন, যেন মানভরে সারা দিনই কাটিয়েছেন। ক্ষণেক পরে সদানন্দ কাশ্তে কাশ্তে লাঠী গাছটা ঠক্ ঠক্ কর্তে কর্তে উপরে গিয়ে উঠলেন—উঠে দেখেন গিন্নী ভূঁয়ে বসে আছেন, পাশে মল ও বালা ছড়ান রয়েছে, দেখে ভাব্লেন সোমত্ত স্ত্রীকে সারাদিন বাড়িতে একলা ফেলে গিয়েছি বলে বুঝি তার অভিমান হয়েচে, তাই, অমন করে বসে আছেন, এই ভেবে গিন্নীকে প্রথমে কিছু না বলে (গিন্নী নাকি বড় গান ভালবাসেন) তাই গিন্নীর মনটা নরম কর্বার জন্যে একটী গান আরম্ভ কর্লেন—

আর কেঁদনা রাধা প্যারী।
এই এসেচেন বংশীধারী॥
যার লাগি অভিমানী, হয়েছ লো চাঁদবদনী,
সেই কৃষ্ণ দেখ ধনী, ত্রিভঙ্গমুরারি।

নিস্তারিণী গান শুনে (মনে মনে) মুয়ে আগুন কতদিনে এ পাপ ঘুচ্‌বে।

সদানন্দ গানটি উপ্রো উপ্রি ডুবার গেয়ে দেখ্লেন গিন্নী হাঁও কর্লেন্ না, হুঁও কর্লেন্ না; তখন ভাব্লেন "স্ত্রীলোক্ আমারি দোষে যত্তপিস্যাৎ অভিমান করেচে, তথাচ ওর মনটা আত্যাস্তিক কমল (কোমল), অতএব এই অভিমান সম্বলিষ্ট আর একটি গান গেয়ে যত্তপিস্যাৎ দুঃখ জানাই,

আর তার সঙ্গে সঙ্গে একটু রসিকতা করি, তাহলে মানটা এক্ষণি যাবে, আর মানের পর মিলনটে আত্যান্তিক সুখজনক হবে,” এই ভেবে পুনর্ব্বার সুস্বর আরম্ভ কর্‌লেন—

কেন বল দেখি বিধুমুখী এভাবের উদয়।
অকারণে, হঠাৎ মনে, কেন অ্যাত (প্রাণ প্রেয়সী)
কেন অ্যাত তুফান হয়॥
কি মোহিনী মন্ত্র জান, মোহিত কর ভুবন;
তবু কি ওঠেনি মন, পুরুষ করে (যাদুমণি)
পুরুষ কবে পরাজয়।
তোমাদের সুখে—সুখী, তোমাদের দুঃখে—দুখী,
তোমাদেরি অভিমানে, দেখি জগৎ (বিধুমুখী)
দেখি জগৎ শূন্যময়॥

সদানন্দ এবারও গেয়ে দেখ্‌লেন গিন্নীর মান যাওয়া দূরে থাক্, বরং দুচার ফোঁটা জলও চোক দিয়ে চুঁইয়ে টস্ টস্ করে ভুঁয়ে পড়্‌লো। তখন চতুর নাগর মনে কর্‌লেন যে গানে ত এ বিকার কাট্‌লো না বরং বৃদ্ধিই হলো, তবে এখন দুটো মিষ্টি কথা কই, তারপর না হয় পায়ে পর্য্যন্ত ধর্‌বো— এই স্থির করে আস্তে আস্তে গিন্নীর সমুখে গিয়ে বসে হাতটি ধরে বল্লেন—“বলি অনুগত দাসের প্রতি কি অ্যাত অভিমান করতে হয়?”

নিস্তারিণী। (অধোমুখে নীরব।)

সদানন্দ। বলি একবার চেয়ে দেখ (দাড়িটি ধরে) কমলিনী রাই, তোমার বঁধুর পানে একবার চেয়ে দেখ, সমস্ত দিন অন্ন হয়নি।

নিস্তারিণী। নীরবে এক লাথী।

সদানন্দ। (মনে মনে) পায়ে ধরাটা বুঝি এই লাথীতেই কাট্‌লো ; এখন একটু উপরচাপ দিলিই ঠিক হবে (প্রকাশে) আমি যেমন মুক্‌টো করে বল্লুম আমার সমস্ত দিন অন্ন হয়নি, তুমি আমাকে তেম্‌নি খাবার দিলে—আমার যেমন কপাল তেমনি হয়েচে।

নিস্তারিণী। (ছল ছল চোকে স্বামীর গায়ে ঢলে পড়ে আদু আদু কথায়) তুমি আমায় একলা ফেলে গিয়েছিলে ক্যান—ক্যান ?

সদানন্দ। (পিটে হাত দিয়া) তোমারি জন্যে টাকা নিয়ে আস্‌তে।

নিস্তারিণী। (আদবে) টাকা—ক্যান ?

সদানন্দ। তোমার কাপড় কিন্‌বো বলে।

নিস্তারিণী। (সোহাগে) কাপড় ? না—না—না—না—

সদানন্দ। তুমি কি ভেবেছিলে আমি কোথায় গিছ্‌লুম।

নিস্তারিণী। (মৃদু হেসে) হ্যাঁ।

সদানন্দ। আমি তোমার গায়ে হাত দিয়ে বল্‌চি আমি তোমারই, আর কাখুইকে জানিনি।

নিস্তারিণী। আমিও তোমার গায়ে হাত দিয়ে বল্‌চি তোমা ছাড়া আর কাখুইকে জানি নি !

সদানন্দ। (আহ্লাদে গলে গিয়া) দেখ ভাই, এম্‌নি ভাবটি যেন বরাবর থাকে।

নিস্তারিণী। (চোকের তারা দুটি ঘুরিয়ে) বরা—বর—চির—কাল।

সদানন্দ। আমার মাথা খাও সত্তি বল্‌চো ?

নিস্তারিণী। সত্তি তোমার মাথা খাই—আহা! কি বল্লুম! (কপালে করাঘাত করে) ক্যান পোড়া মুখে এমন কথা বেরোলো?

সদানন্দ। তা হোক্ আজ বেস্ সেজেচো ভাই!

নিস্তারিণী। আর তোমার ঠাট্টা কর্‌তে হবে না। সাত কথার উপর পাঁচ কথা, আমার একটি কথা শুন্‌তে হবে, যদি না শুন তাহলে আমি কিন্তু বিষ খেয়ে মর্‌বো।

সদানন্দ। (চম্‌কে উঠে) কি?

নিস্তারিণী। শুন্‌বে বল?

সদানন্দ। শুন্‌বো।

নিস্তারিণী। আমার গায় হাত দিয়ে বল।

সদানন্দ। ছিঃ গায় হাত কেন—বল্‌চি শুন্‌বো।

নিস্তারিণী। বল্‌চি কি—এই কাল সন্ধেবয়ালা আমি ভদ্দরদের গিন্নীর সঙ্গে বসে কথা কচ্ছিলুম। দেখ ভাই. ভদ্দরদের গিন্নী বড় দেমাকে, সে আমাকে ডেকে কেবল আপনার ভাতারের টাকার গুমোর কর্‌তে লাগ্‌লো—বলে কি আমার ভাতার দশ হাজার টাকা এখানে ধার দিয়েচেন্, দশ হাজার ওখানে ধার দিয়েচেন্, আমাদের অ্যাত টাকা—অত টাকা—তা আমি ছাড়বো কেন? আমিও তোমার কত টাকার কথা কইলুম, আমিও তোমাকে খুব বাড়ালুম, তাই শুনে সে বল্লে (মুয়ে আগুন কালামুখী মরে যাক্) তুই আর তোর ভাতারের টাকার নাড়া দিস নি, কৈ এত দিন এখানে আস্‌চিস্ একদিনও আমাদের খাওয়াতে পেরেচিস্? যা আগেতে তোর ভাতারের কাছ্‌থেকে দশটা টাকা নিয়ে

আয়, তবে বড়াই করিস্ এই কথা শুনে আমার রাগে সর্ব্বাঙ্গ শরীর জ্বলে গেল, আমি রাগকরে আর বস্‌লুম না, না বসে, আস্‌বার সময় বলে এলুম, কাল সকালে দশটা টাকা তোর নাকের ওপর ধরে দেবো—তুমি আজ সকালবেলা বেরোলে আমি বেরবার সময় কিছু টাকা চাইতে পারি নি—কিন্তু দশটা টাকা এক্ষণি দিতে হবে, না দিলে আমি বড় অপমান হবো, আমি সে ঘেন্না সয়ে কখনই থাক্‌তে পার্‌বো না, আমি হয় গলায় দড়ী দিয়ে না হয় বিষ খেয়ে মর্‌বো—আর তুমি আমাকে দেখ্‌তে পাবে না।

সদানন্দ। এই জন্যে আমি তোমাকে ওখানে যেতে বারণ করি, এই দশ টাকা মিছে যাচ্চে।

নিস্তারিণী। তা যাক্—একবার গেল, আমার ত কথা বজায় রইল,?

সদানন্দ। (ছল ছল চক্ষে কাপড়থেকে টাকা খুলে) এই নেও, এই দশ সের রক্ত আমার গা থেকে গেল। তুমি আর ওখানে যেও না।

নিস্তারিণী। না—কিন্তু পরশু দিন আমাকে বিয়েতে পাঠিয়ে দিতে হবে, আমি রোসনচৌকির বাজ্‌না শুন্‌তে বড় ভালবাসি আমাকে পাঠিয়ে দিতে হবে।

সদানন্দ। ও কথাটি আমি শুন্‌বো না।

নিস্তারিণী। না—শুন্‌তে হবে—হবে।

সদানন্দ। ওদের বাড়ী ভাল নয়।

নিস্তারিণী। তা না হগে (বুকে হাত দিয়ে, হেসে) আমি ত খাঁটি আছি।

সদানন্দ। রাত্তির থাকা হবে না।

নিস্তারিণী। আচ্ছা তুমি বল্‌চো, আমি বিয়ে হয়েগেলেই আস্‌বো। তুমি ত নেমন্তন্নে যাচ্চ, তুমি যখন আস্‌বে আমি তোমার সঙ্গেই চলে আস্‌বো, কিন্তু দুকুরবেলা যেতে দিতে হবে, ক্যান? বিকেল হলে অনেক পুরুষমানুষের ভিড় হবে, আমি তাদের সমুখ দিয়ে যেতে পার্‌বো না।

সদানন্দ। আচ্ছা।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

Ah ! why is ruin so attractive made ?,

Or why fond man so easily betrayed. Collins.

পরদিন, সন্ধ্যাকাল। নব মেঘে মধুর জলধারা অবি-শ্রান্ত ঝম্ ঝম্ শব্দে বর্ষণ হচ্চে। অন্ধকার অতিশয় গাঢ় রাস্তা ঘাট জলে পরিপূর্ণ। এমন সময় একজন লোক একটি শতধারা ছাতা মাথায় দিয়ে, দ্রুতপদে, উপেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে এসে, মহেন্দ্রের ঘরে উঠে, অতি কাতর ভাবে মহেন্দ্রের সম্মুখে দাঁড়াল। মহেন্দ্র লোকটিকে এইরূপ অসময়ে আস্‌তে দেখে, আশ্চর্য্য ভাবে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "কিরে নীলমণি, এমন সময়ে যে?"

নীলমণি। আজ্ঞে বাবু কোথায় ?

মহেন্দ্র। বাবু বাড়ী নাই।

নীলমণি। (কপালে করাঘাত করে) হায়রে আমার কপাল ! আমি এখন করি কি ?

মহেন্দ্র। (উদ্বিগ্ন ভাবে) কেন, কি হয়েচে ?

নীলমণি। আর মশাই, একটি পয়সা নেই আজ রাত্তিরে যে কি খাব তাই ভেবে মরৃচি।

মহেন্দ্র। যদি তোর এতই দরকার, তবে সকাল বেলা এলিনি কেন ? শিরে সংক্রান্তি করে এসে বলৃচিস্ কি খাব।

নীলমণি। আজ্ঞে আমি কি এখানে ছিলুম ? আমি ঘাটাল গিছলুম। সেখানে আট দিন জ্বরে ভুগে, পত্তি করে আজ তুকুর ব্যালা বাড়ী এসে দেখি, সম্বন্ধীর ভাই টেক্সর পিয়াদা এসে বসে আছে—দেখে এমূনি রাগ হলো মশাই, যে শালাকে তুই চড়ে নিকেশ করে দি—কোম্পানির চাকর কি করি, শালা পাছে রেপট করে বাড়ী বিকিয়ে নেয়, সেই ভয়ে, সঙ্গে ডেড় টাকা ছিল তাই থেকে একটাকা ছয় আনা চুকিয়ে দিয়ে—এখন বুড় আঙ্গুল চুসৃচি, ঘরে চাল নেই, কাট নেই, তেল নেই, সব বাড়ন্ত।

মহেন্দ্র। আমার কাছে কাঁদৃলে কি হবে ? বাবু থাকৃলে আমি টাকা দিতে পারৃতুম।

নীলমণি। (মহেন্দ্রের পা ধরে) মশায়ের পায়ে পড়ুচি আমাকে কিছু দিন—আমাকে বাঁচান্।

মহেন্দ্র। (ড়ুঃখিত ভাবে) হ্যাঁরে আমি কোথায় পাব ?

নীলমণি। (করযোড়ে) দেখুন মশাই যদি বৌঠাকুরু-

ণের কাছে পান্—আমি না হয় বাণির একটাকা ছেড়ে দিচ্চি আপনি নেবেন ।

মহেন্দ্র। তুই যে পাগলের মত কথা কচ্চিস, আমি এখন বাণির টাকা বৌঠাকুরুণের কাছে ক্যামন করে চাইতে যাই ?

নীলমণি। যান মশাই, যান, আপনার পায়ে পড়্চি আপনার অনেক পুণ্যি হবে—ছেলে গুলো টা টা কর্‌চে।

মহেন্দ্র এই কথা শুনে দুঃখিত হয়ে কিছুক্ষণ ভেবে বল্লেন "আচ্ছা আমি যাচ্চি, কিন্তু বল্‌তে পারি নি টাকা পাব কি না।" এই কথা বলে মহেন্দ্র আস্তে আস্তে গিয়ে মনোরমার ঘরের একপাশের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখ্লেন, মনোরমা একখানি দিব্য কোচে হ্যালান দিয়ে কারপেট বুন্‌চেন, মহেন্দ্র তৃষিত নয়নে মনের সাধে তাঁহার মনোমোহন রূপ ক্ষণকাল দেখে, এক এক পা করে দরোজার কাছ বরাবর এসে, সাড়া দিয়ে, দাঁড়ালো। মনোরমা পুরুষের গলার শব্দ পেয়ে ঈষৎ চম্‌কে উঠে সমুখে চেয়ে দেখ্‌লেন, মহেন্দ্র দাঁড়িয়ে; তখন তিনি কারপেটটী রেখে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন "মহেন্দ্র কি মনে করে ?

মহেন্দ্র। আজ্ঞে সেকরা এসেচে, সে——

মনোরমা। (কোমল ভাবে) সন্ধ্যাবেলা ? বিষ্টির সময় ?

মহেন্দ্র। আজ্ঞে বাণির দরুণ কিছু চাইতে এসেছে, বাবু বাড়ী নেই—বল্‌চে সপরিবার সমস্ত দিন কারও খাওয়া হয় নি—ছেলে গুলো টা টা কর্‌চে।

মনোরমা। (হাসিতে হাসিতে) তুমি ওর ন্যাকামি কথা শুন না।

মহেন্দ্র। আজ্ঞে বল্‌লুম বাবু বাড়ী নেই, কাল সকালে এস, বাণির যে কটা টাকা পাওনা আছে চুকিয়ে দেবো, তা সে শুন্‌লে না পায়ে ধরে কাঁদতে লাগ্‌লো।

মনোরমা। (ঈষৎ হেসে) আচ্ছা তুমি আমাকে একটা কথা বুঝিয়ে বল, যে মানুষ সারাদিন খায় নি সেকি কখন এমন সময় অ্যাতখানি পথ হেঁটে আস্‌তে পারে?

মহেন্দ্র। অধোমুখে নীরব।

মনোরমা। তবে ভালকরে খেতে পাক্‌ না পাক্‌, ডাল ভাত তো খেতে পাবে—মন্বন্তর তো হয় নি?

মহেন্দ্র। আজ্ঞে, পয়সা না থাকিলে?

মনোরমা। আচ্ছা ধার করে তো পেতে পারে?

মহেন্দ্র। আজ্ঞে গরিবকে কি কেউ ধার দেয়?

মনোরমা। তবে তাদের কথা কেউ বিশ্বাস করে না বল?

মহেন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মনোরমা। (হাসিতে হাসিতে) তুমিতো বিশ্বাস করেচ।

মহেন্দ্র। (নিরুপায় ভেবে) আজ্ঞে আমি তাকে কাল সকালে আস্‌তে বলি?

মনোরমা। মহেন্দ্র! আজ্‌কে ক্যামন জল হচ্চে! ইচ্ছে কর্‌চে জলে গিয়ে খানিকটে ভিজি—

মহেন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ—আজকের জলটা বড় মিষ্টি লাগ্‌চে।

মনোরমা। (মধুর শব্দে হাস্য করিয়া) জলটা কেমন লাগ্‌চে?

মহেন্দ্র। (কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে অধোবদনে) বড় মিষ্টি লাগ্‌চে ক দিন বড় গ্রীষ্ম গিয়েছিল।

মনোরমা। হঁ্যা—রাত্তিরে কেবল কুল কুল করে ঘেমেচি।

মহেন্দ্র। আজ্ঞে, ঝিয়ে তো?

মনোরমা। তোমার বাবু যেমন ঝিরেও তেমনি; তবে খোকার ঝি, সে খোকাকে নিয়ে থাকে।

মহেন্দ্র। খোকা বাবু কোথায়?

মনোরমা। বিনোদের ঘরে ঠাকরুণ আসের কাছে, জল হচ্চে বলে ঝি নিয়ে আস্‌তে পার্‌চে না—তোমার বাবু বুঝি আজ রাত্তিরে আসিবেন না?

মহেন্দ্র। আজ্ঞে তা আমি বল্‌তে পারি নি, বোধ হচ্চে যদি শেষ রাত্তিরে আসেন।

মনোরমা। (জলের দিকে চেয়ে কিঞ্চিৎ ভেবে) তবে সত্তি নীলমণির কিছু খাবার নেই?

মহেন্দ্র। আজ্ঞে বল্‌চে তো।

মনোরমা। আমি কিন্তু উঠ্‌তে পার্‌চি নি, আমার শরীরটে ক্যামন আলিস্যি আলিস্যি কচ্চে, তুমি এই চাবী নেও ঐ বাক্স থেকে দুটি টাকা নিয়ে তাকে দেওগে—আহা! গরিব মানুষ আমি তাকে অমনি দিলুম।

মনোরমা এই কথা বলে মহেন্দ্রের হাতে চাবী দিলেন। মনোরমার করপল্লব স্পর্শে মহেন্দ্রের শরীর রোমাঞ্চ হয়ে উঠ্‌লো। মহেন্দ্র চাবীটি নিয়ে বাক্সর কাছে গিয়ে টাকা দুটি বার কর্‌তে যান এমন সময়ে, মনোরমা মহেন্দ্রকে সম্বোধন করে কহিলেন, "মহেন্দ্র আমার কাণবালা ঐ বাক্সতেই আছে বার্‌করোতো আমি দেখি নি ক্যামন হয়েচে, তুমি দেখেচো?"

মহেন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মনোরমা। ক্যামন হয়েচে ?

মহেন্দ্র। আপনি দেখুন।

মনোরমা। আমরি, তুমি কি দেখ্‌তে জান না ?

মহেন্দ্র। (এইরূপ কথায় বিস্মিত হইয়া অধোমুখে) আমি গরিব মানুষ আমার চক্ষে সকল জিনিসই ভাল।

মনোরমা। (হাসিতে হাসিতে) তবে মতিয়াকে কি আমার চক্ষে বেচে নিয়েছিলে ?

মহেন্দ্র। (ছল ছল নয়নে, কাতর ভাবে) আপনি আমাকে অন্যায় দুষ্‌চেন।

মনোরমা। আচ্ছা তুমি বল্‌চো আমি না জেনে তোমায় অন্যায় দুষ্‌চি—আমি কিছু মতিয়াকে একবারও দেখিনি—আচ্ছা তুমি আপনার মুখে বল কার ছবি এঁকেচ তাহলে আমি তোমাকে (হাসিতে হাসিতে) ঠিক দুষ্‌বো অখন।

মহেন্দ্র। (অধোমুখে) আপনি এই কাণবালা নিন্।

মনোরমা। (কাণবালার বাক্সটী খুলে মহেন্দ্রের হাতে দিয়ে) তুমি কাণে দাওদিকিনি আমি দেখি, কেমন হয়েচে।

মহেন্দ্র। (বিস্ময়ে) আজ্ঞে আমি!

মনোরমা। (হাসিতে হাসিতে) দেওনা—কেমন দেখায় ?

মহেন্দ্র। আজ্ঞে আমার ?

মনোরমা। কাণে কি বিঁধ নেই ? তা না থাক,আট্‌কিয়ে রাখ না।

মহেন্দ্র অগত্যা দুই হাত দিয়া কাণবালা ধরে রাখ্‌লেন।

মনোরমা। [মধুর রবে হাস্য করিয়া] পুরুষ মানুষকে

গয়না পরালে ত বেস্ দেখায়, আচ্ছা আমি কাণে পর্‌লে ক্যামন দেখায় দেখ দেখি।

মহেন্দ্র। আজ্ঞে পুরুষমানুষ গয়না পর্‌লে মেয়েমানুষের মতন দেখায় বলেই ভাল দেখায়—তা আপনাকে—

মনোরমা। [মৃদুস্বরে] আমাকে ভাল দেখালেই বা কে দেখ্‌বে?

মহেন্দ্র (উপেন্দ্রবাবুর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া, আত্মবিস্মৃত হইয়া) আপনি দিন্ না—পৃথিবীতে একটী বই কি আর দেখ্‌বার লোক নাই?

মনোরমা। (মহেন্দ্রের কথায় কাণ না দিয়া এক খানি কাণবালা লয়ে পরিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করে) দূর্ হ'গে ছাই, কাণের বিঁধ দেখ্‌তে পাচ্চি নি—মহেন্দ্র তুমি আমাকে আস্তে আস্তে পরিয়ে দেবে? দেখ যেন লাগে না।

মহেন্দ্র। আজ্ঞে, আমি?

মনোরমা। দ্যাওনা তাতে দোষ কি? এখন জল হচ্চে—

মহেন্দ্র। প্রদীপটে আর একটু কাছে নিয়ে আন্‌বো কি?

মনোরমা। (ঢুলু ঢুলু নয়নে) তুমি কি চোকে খাট?

মহেন্দ্র। আজ্ঞে না, দাঁড়িয়ে—

মনোরমা। দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে পাবে না?

মহেন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মনোরমা। হায় হায়! তোমাকে দাঁড়াতে কে বল্‌চে?

মহেন্দ্র এই কথা শুনে পাশে এসে বস্‌লেন। মনোরমা একটী বালিশে হ্যালান দিয়ে আছেন, তাঁর নয়ন দুটী নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের মত ক্ষণে ক্ষণে উন্মীলিত ও নিমীলিত—

সমস্ত শরীর বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মে পরিপূর্ণ। মহেন্দ্র কানবালা হস্তে ভয়ে ভয়ে মনোরমার কর্ণ স্পর্শ করিলেন বটে, কিন্তু মনোরমার অঙ্গ স্পর্শে তাঁহার করযুগল অবিরত কম্পিত হইতে লাগিল, অঙ্গুলি ও অবশ হইয়া উঠিল। নয়ন কর্ণে নিহীত রহিয়াছে কিন্তু কিছুই লক্ষ্য হইতেছে না, স্পর্শ সুখে ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। তিনি কে, কি জন্য, কোথায় আছেন, কিছুই অনুভূত হইতেছে না। কাণবালা ধাতুময় অচেতন পদার্থ, মহেন্দ্রের আন্তরিক অবস্থা কিরূপে বুঝিবে, কাযেই শিথিল হস্ত হইতে মনোরমার দক্ষিণ বাহু মূলে পতিত হইল। মহেন্দ্র চমকিত ভাবে মনোরমার কর্ণ পরিত্যাগ করিয়া লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন।

মনোরমা। মহেন্দ্র! ওমন করে রইলে কেন?

কে উত্তর দেয়? মহেন্দ্রের সর্ব্বশরীর অবশ, কণ্ঠ বাক শক্তিহীন! মনোরমা মহেন্দ্রের দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন ওমন করে রইলে কেন, কি হয়েচে বল? বল? মহেন্দ্র সজল নয়নে কেবল মাত্র একবার মনোরমার মুখের দিকে চাহিয়া সহসা তাঁহার কোমল চরণ যুগল ধারণ করিলেন, এবং অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিলেন—"আমার—অবোধ মন—আমার পাগল নয়ন—সততই আপনাকে দেখিতে—অভিলাষী—আমি দোষী—আপনি এখন আমাকে মারুন্—কাটুন—তাড়িয়ে দিন্, আমার পোড়া মন—মানেনা আমি—বামন হয়ে—চাঁদে হাত বাড়াতে অভিলাষী হয়েছি—

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

"ভালবাসি বলে কি রে মজালি আমায়।"

পরদিন। ভোর ভোর। অন্ধকার শূন্যে উঠেচে, পৃথিবীতে যেন তার ছায়াটি মাত্র পড়ে আছে। জীবগণ প্রায় একে একে সকলেই জাগৃত হচ্চে। এমন সময়, সদানন্দের নিদ্রাভঙ্গ হলো। তিনি জানালার দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন রাত্রি প্রভাত হয়েচে, তখন "উ—উ—উ—উ—সুপ্রভাত সুপ্রভাত" বলে উঠে ঘাড়টি ফিরিয়ে দেখ্‌লেন, তাঁর প্রেমের পুতুল ঘুমোচ্চেন্! সরলা ঘুমোচ্চেন্—কিন্তু সরলার যে রকম ভরা বয়স, ঘুম তার মত হচ্চে না, ছম্ ছমে—কপালের নীল নীল শিরা দু তিনটি উঠেচে—মুখখানি টস্ টসে, সরলা বুঝি স্বপ্ন দেখ্‌চেন। সদানন্দ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছেন, বোধহয়, ভাব্‌চেন্ গিন্নীকে ওঠাবেন কি না, এমন সময়ে, নিস্তারিণী ঘুমের ঘোরে হাতটি তুলে বল্‌লেন "না—না—না—না—না—আমি চাইনি—তোমায় ছাড়বো না।" সদানন্দ ভাব্‌লেন্ তাঁর সাবিত্রী নিশি দিন তাঁকে ভিন্ন আর কাহাকেও জানেন না, আহা! ঘুমিয়েও তাঁর সে দিনের ভালবাসার কথা মনে হচ্চে। তিনি এই ভেবে আহ্লাদে পুলকিত হয়ে তাঁহার সুপ্তা সাবিত্রীকে একবার আলিঙ্গন করিয়া তাঁর মুখ চুম্বন করিলেন। সদানন্দের অস্থিময় শরীর সংযোগে নিস্তারিণী জাগৃত হয়ে চোক দুটি মেলে একবার

চেয়ে দেখ্‌লেন যে তাঁহারি মধুকর হেঁটমুখে একদৃষ্টিতে তাঁহার মুখ-কমল নিরীক্ষণ করিতেছেন। তিনি দেখেই ঈষৎ বিরক্ত হয়ে, আস্তে আস্তে আবার চোক্ দুটি বুঝ্‌লেন। প্রভাতে অর্দ্ধমুদিত কমল দেখে ভ্রমর কি তাকে কখন পরিত্যাগ করে? সদানন্দ একে রসিক চুড়ামণি তাতে আবার তিনি কমলিনীর মনের কথা টের পেয়েচেন, এখন একটু রসালাপ না করে কি তিনি শয্যা পরিত্যাগ করিতে পারেন? তিনি মল দুগাচি ধরে আস্তে আস্তে বাঁ পাটি নাড়া দিতে লাগিলেন। নিস্তারিণী পুনর্ব্বার চক্ষু মেলে চাইলেন দেখে, সদানন্দ হাস্য মুখে জিজ্ঞাসা করলেন "স্বপনের সুখটা কি ধনী একলা নিলে? আমাকে একটু দিলে না" নিস্তারিণী শিহরে উঠে বল্লেন "কিসে জান্‌লে—আমি স্বপন দেখ্‌ছিলুম।"

সদানন্দ। তোমার কথা শুনে।

নিস্তারিণী। (সভয়ে) সত্তি বল কি কথা? আমার মাথা খাও।

সদানন্দ। কেন বল্‌বো।

নিস্তারিণী। এই বুঝি তোমার ভালবাসা! (সভয়ে) বল না আমার মাথা খাও।

সদানন্দ। (হাসিতে হাসিতে) "না—না—না—না—না— আমি চাইনি—তোমায় ছাড়বো না।"

নিস্তারিণী। আর কি কথা?

সদানন্দ। আর কিছু নয়।

নিস্তারিণী। আমার মাথা খাও—গায়ে হাত দিয়ে বল?

সদানন্দ। সকাল ব্যালা সত্তি বল্‌চি আর কিছু নয়।

নিস্তারিণী। রোসো তবে মনে করি। (কিঞ্চিৎ ভেবে) হ্যাঁ মনে পড়েচে—দেখ এইমাত্র যখন তুমি আমাকে ডাক্‌ছিলে——

সদানন্দ। না—তার একটু আগে।

নিস্তারিণী। তা হবে—আমি কিন্তু ঘুমচ্ছিলুম—হ্যাঁ স্বপন দেখ্‌ছিলুম তুমি যেন আবার বিয়ে করেচ—বিয়ে করে, আমার সতিন্‌কে ঘরে নিয়ে এসচ (আমরি, তোমার কি ভালবাসা!) তুমি আমাকে বল্‌চো যে তুমি (হাত দিয়ে দেখাইয়া) অ্যাত টাকা নেও—গয়না নেও, আমি ভাব্‌লুম তুমি আমাকে গয়না টাকা দিয়ে ভোলাচ্চো, তাই আমি বল্লুম, 'আমি চাইনি'—তারপর (হেসে) আর কি বলিচি তা তুমি জান।

সদানন্দ। (আহ্লাদে গদ গদ হইয়া) আমি কি পাগল যে আবার বিয়ে কর্‌বো?

নিস্তারিণী। আহা! কর্‌বে না কেন? কিসের বয়েস! ইচ্ছে কর্‌লিই আবার আমার মতন কত শত পাবে।

সদানন্দ। ওকথা বল্‌তে নেই—তোমার সঙ্গে যেমন ভালবাসা হয়েচে তেমন কি আর হবে?

নিস্তারিণী। হবেনা কেন? নিজের গুণ থাকলেই হবে (দাড়ি ধরে) আমাকে কি বশ কর নি?

সদানন্দ আহ্লাদে থাক্‌তে না পেরে গৃহিণীর মুখচুম্বনোদ্যত হইলেন।

নিস্তারিণী। ছি ছি! সকাল বেলা, বাসি মুখ—তোমারি

তো আছি, নেয়ে উঠে খেও অখন (বলে হি হি করে হাস্‌তে হাস্‌তে ঝপ্‌ করে বিছানা থেকে উঠে, দরজাটি খুলে বাইরে এলেন)। সদানন্দ আর একাকী কি করেন শয্যা হইতে উঠিলেন।

* * * *

ক্রমে দুই প্রহর অতীত হইল নিস্তারিণী খাওয়াদাওয়া করে খোঁপাটি জরি দিয়ে দিব্বি করে বেঁধে নানা প্রকার ভূষণে ভূষিত হয়ে, একখানি খড়্‌কে ডুরে পরে, পান খেয়ে ফিট হয়ে বসে আছেন, এমন সময়ে চারজন বেহারা, একজন ঝি, বাড়ীর ভিতরে এল। সদানন্দ ভাত খেয়ে একটু আলস্য ত্যাগ করেছেন। ঝি আস্তে আস্তে ওপরে ওঠে নিস্তারিণীর কাছে গিয়ে বল্লে "দিদি এসনা" নিস্তারিণী বল্লেন "ঝি এসে-চিস্ চ।" ঝি বল্লে, "টাকা দশটা নিয়ে চ?" নিস্তারিণী ঘাড় নেড়ে আস্তে আস্তে বল্লেন "চুপ্‌ কর।" সদানন্দের এই সময় একটু তন্দ্রা আস্‌ছিল, ঝির কথা শুনে চট্‌কা ভেঙ্গে উঠে বস্‌লো, নিস্তারিণী ওমনি কাছে গিয়ে হেসে বল্লেন "আমি তবে যাই?"

সদানন্দ। অ্যাত সকাল সকাল?

নিস্তারিণী। এ আবার সকাল কি? ঝি এসেচে নিতে।

সদানন্দ। কৈ ঝি কৈ?

ঝি। ক্যানগা?

সদানন্দ। পাল্‌কি এনে চ?

ঝি। হ্যাঁ গো।

সদানন্দ। তুমি সাবধানে নিয়ে যেও।

ঝি। (হেসে) ভয় কি কর্ত্তা বাবু? আমি সঙ্গেকরে নিয়ে চল্লুম—আবার সঙ্গেকরে রেখে যাব।

সদানন্দ। আচ্ছা চল,আমি পাল্কিতে তুলে দিয়ে আস্‌চি।

সদানন্দ গিন্নীকে পাল্কিতে তুলে দিয়ে আবার আপনার ঘরে এসে শুলেন। শুয়ে ঘণ্টাটাক্ এপাশ ওপাশ কর্‌তে লাগ্‌লেন, ঘুম আর এলনা। বেলা প্রায় তিনটে হোলো। তিনি উঠ্‌লেন—উঠে আন্‌লা থেকে একখান কাপড় নিয়ে কোঁচাতে লাগ্‌লেন। কাপড়খানি কোঁচান হলে পরে, এক ঘটি জল খেয়ে এক ছিলিম তামাক খেলেন। তারপর দুটি স্বপুরির গুড়ো মুখে দিয়ে বেরলেন। পথে বেরিয়ে একবার ভাবলেন যে বিয়ে বাড়ী যাই, আবার ভাব্‌লেন এই সময় ছোটলোকেরা ঘরে থাকে, অতএব (সদানন্দ নাকি চোটার ব্যবসা করেন, পাঁচ জ্যায়গা থেকে কুড়িয়ে যে এক টাকা স্বদ আদায় হয়) এই ভেবে সদর রাস্তার দিকে বেরলেন। কিছু দূর গিয়ে আহিরিটোলার গলির ভেতর ঢুক্‌লেন—ঢুকে কতকটা গিয়ে, একটা ছোট ভাঙ্গা একতালা বাড়ীর সমুখে এলেন। এমন সময় সেই বাড়ীর দরোজাটা খোলার শব্দ তাঁর কাণে গেল,সদানন্দ ভাব্‌লেন বুঝি কার ঝি বৌ কোথায় পাল্কি করে যাবে, এই ভেবে (সদানন্দের নাকি একটু নজোরদোষ আছে) দরোজার দিকে একবার তাকালেন। দরোজা খুল্‌লো। কি সর্ব্বনাশ নিস্তারিণী! নিস্তারিণীর সঙ্গে চারি চক্ষে চার চক্ষে চাওয়া চায়ি হওয়াও যা, আর নিস্তারিণী ওমনি ঝনাৎ করে দরোজাটা দিলে। কোন লোক পথে চলে যাচ্চে এমন সময় সর্পাঘাত হলে তার মনটা

যেমন হয়, সদানন্দের মনটা এখন সেই রকম হোলো—মুহূর্ত্তের মধ্যে শরীরের সমস্ত রক্ত চিন্ করে মাথায় উঠলো, মাথা ঘুরে এল; পৃথিবী, আকাশ সমস্তই ঘুরিতে লাগলো; দেহের অঙ্গ সমস্ত যেন বিকল ও অবশ হয়ে এল—"আমার কি হলো" এই কথা বলে দুই হাত দিয়ে কপাট্‌টা চাপ্‌ড়ে তিনি সেখানে বসে পড়্‌লেন। বেহারারা বৃদ্ধকে সেই অবস্থাপন্ন দেখে পাল্কি নিয়ে পলায়ন করলে—সদানন্দ দরোজার ফাটল দিয়ে দেখ্‌লেন নিস্তারিণী আর দুটো কে ছোঁড়া বাড়ীর ভিতরে দৌড়িয়ে পালাচ্চে। ছোঁড়া দুটো কে, তিনি ঠাওরাতে পার্‌লেন না, কেবল পেচন টা দেখ্‌তে পেলেন, পুনরায় আবার চাইলেন, আর কাহাকেও দেখতে পেলেন না। ফিরে চেয়ে দেখলেন বেহারারা পালিয়েচে। তখন হাটু দুটো দুহাত দিয়ে চাপ্‌ড়ে "হায় হায়, সর্ব্বনাশ হলো! আমি ক্যান যেতে দিলুম" এই বল্‌তে লাগ্‌লেন। রাস্তার লোক তিন চারিটি এসে সেখানে দাঁড়ালো। তারা সকলেই "কি হয়েচে গা, কি হয়েচে?" জিজ্ঞাসা কর্‌তে লাগলো—সদানন্দ কিছু উত্তর না দিয়ে কাঁদ কাঁদ মুখে তো—তো—করে—"দ—দ—দরোজাটা খোলাও না গা, দ—দ—দরোজাটা খো—খোলাও না?"

প্রথম ব্যক্তি। ক্যান, ওর ভেতর কি?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। তুমি ওমন কর্‌চো ক্যান?

সদানন্দ। দরোজাটা খোলাও না, ভাঙ্গ না।

তৃতীয় ব্যক্তি। (দ্বিতীয়ের মুখের দিকে চেয়ে) লোক্‌টা পাগল না কি?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। কি জানি মশায়, বল্‌তে তো পারি নি—[সদানন্দের প্রতি] দরোজটা ভাঙ্গতে বল্‌চো ক্যান—খুন হয়েচে নাকি? পরের দরোজা কি আমরা ভাঙ্গতে পারি?

সদানন্দ। (কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে) আমার পরিবার

প্রথম ব্যক্তি। তোমার পরিবার তা কি?

সদানন্দ। এর ভেতর আছে।

তৃতীয় ব্যক্তি। তাঁর বয়স কত?

সদানন্দ। ১৭। ১৮—দরোজাটা খো—খোলাও না?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। তবে খুন হয় নি—তোমায় খুন করেচে বল—এটা কার বাড়ী?

প্রথম ব্যক্তি। এটা ভূতের বাড়ী—কেউ ভাড়া নেয় না!

দ্বিতীয় ব্যক্তি। তবে এঁর পরিবারকে ভূতে পেয়েচে বল?

এই সময়ে দুটী বেশ্যা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল—তারাও এখানে এসে দাঁড়ালো।

প্রথম বেশ্যা। হ্যাঁগা এখানে কি হয়েচে? এবুড় এমন করে এখানে বসে কেন?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। (আস্তে আস্তে) পতিব্রতার দল ভারি হয়েচে। এই লোকটির পরিবার এখানে পালিয়ে এয়েচে।

দ্বিতীয় বেশ্যা। এঁর বইসি কি?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। তাহলে কি আর পাপ থাকে বয়স কাঁচা বলিই গোল লেগেচে—এখন পেলে গঙ্গাস্নান করিয়ে নেয়।

প্রথম বেশ্যা। (সদানন্দের কাছে গিয়ে) আহা! এমন সোনার—চাঁদ ভাতার ছেড়ে আবাগি কোথায় মরতে গ্যাল—হ্যাগা তুমি কি বৌকে জ্বালা যন্ত্রণা দিতে?

দ্বিতীয় বেশ্যা। দূর্ লো ও আবার জ্বালা যন্ত্রণা দেবে, ওর হয়েছিল তাই কত ভাগ্গি (সদানন্দের প্রতি) সেকি দরোজা খুলে দেবে তা তুমি ওখানে বসে আছ?

সদানন্দ। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে) আ—হা—হা—হা—হা!

দ্বিতীয় ব্যক্তি। (বেশ্যাদের দিকে চেয়ে) আহা! এই বুড়মানুষের মুখের দিকে একবার চাইলে না সচ্ছন্দে ফাঁকি পালিয়ে এল; ছি! মেয়েমানুষের বাড়া অবিশ্বাসী জাত কি আর আছে!

প্রথম বেশ্যা। মনের কথা শুন্‌লি—কি বল্লে?

দ্বিতীয় বেশ্যা। হ্যাঁ শুনিচি, ওরা খুব বিশ্বাসী। আমাদের তো আর অন্ন হয় না, আমারা ভিক্ষে মেগে খার্চ্চি।

প্রথম বেশ্যা। (হেসে) আবার ভাতার বলে ভাতার—এই মিন্‌ষের আবার সোমত্ত মাগ।

সদানন্দ। (রেগে) তোদের মতন ঢের মেয়েমানুষ আমি এই বয়সে দেখিচি।

দ্বিতীয় বেশ্যা। (হেসে কুটোকুটি হয়ে) বুড় ভাই বড় রেগেচে (সদানন্দের কাছে গিয়া) আহা সেই দুঃখিই তোমার বৌ বেরিয়ে এয়েচে, অ্যাত দিন যে গলায় দড়ী্ দেয়নি এই তোমার ভাগ্গি।

সদানন্দ রাগভরে সজোরে দরোজায় আঘাত।

প্রথম ব্যক্তি। (দরোজার ফাকদিয়ে উকি মেরে দেখে) কৈ কেউতো নেই—জিনিস ও দিক্‌দিয়ে পাচার হয়ে গ্যাচে।

সদানন্দ। অ্যাঁ—অ্যাঁ কোন দিক্—কোন দিক্?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। (মনে মনে ছুঁড়ীটে বড় রসিক) ভাই তোমার বাড়ী কোথা?

দ্বিতীয় বেশ্যা এ—এ—রে,গালে ঠাস্ করে চড় মার্‌বো? এই না অবিশ্বাসী বল্লে?

সদানন্দ। (সকাতরে) বল না কোন দিক্ দিয়ে পথ আছে?

প্রথম ব্যক্তি। উত্তরে একটা ভাঙ্গা পাঁচীল আছে, সেই দিক্ দিয়ে।

সদানন্দ। দেখিয়ে দেবে এস—দেখিয়ে দেবে এস।

প্রথম ব্যক্তি। তারা কি অ্যাত ক্ষণ এর ভেতর আছে?

সদানন্দ। চল না (পূর্ব্ববৎ সকাতরে) একটা উপ্‌কার কর না। প্রথম ব্যক্তি। এস।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। যাঃ বুড় যে চল্‌লো।

প্রথম বেশ্যা। চল্‌লো আমরাও যাই।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। বল্‌লে না ভাই—বাড়ী কোথায়?

দ্বিতীয় বেশ্যা। বল্‌বো ভাই—আগেতে যার খাও তার চাকরিতে জবাব দিয়ে এস—আমরা অমন এল পিরিত চাই নি—ক্যামন মনের কথা, অঁ্যা?

প্রথম বেশ্যা। তা বই কি---চ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

——o——

"In every varied posture, place and hour,

How widow'd every thought of every joy."—YOUNG

এই নশ্বর পৃথিবীতে মনুষ্যের শোকও চিরস্থায়ী হয় না। পতিপ্রাণা সাধ্বী কামিনীও পতির মৃত্যুর পর কখন না কখন আপনার দীন অবস্থা বিস্মৃত হইয়া পুনরায় হাস্য পরিহাস করিয়া থাকেন। স্নেহময়ী জননীও আপন প্রাণ সদৃশ-প্রিয় তনয়কে হারাইয়া পুনরায় এই মায়াময় বিচিত্র সংসার-সুখে প্রবৃত্ত হন। সুতরাং সৌরেন্দ্রের এখন যৌবন কাল, এমন সময়ে যে তিনি বৃদ্ধ পিতার পরলোক গমনে চিরজীবন দুঃখিত থাকিবেন, ইহা কখন সম্ভব নহে। শোক-রূপ কুজ্ঝটিকা-জাল যৌবন-সুলভ সুখ-সূর্য্যকে সমস্ত জীবন অপ্রকাশিত রাখিতে পারে না—ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল, তাঁহার আন্তরিক দুঃখের ও ক্রমে ক্রমে অবসান হইতে লাগিল, এবং হেমলতার সেই হাস্যময়ী মুখছবি ক্রমে পুনরায় তাঁহার স্মরণপথে আবির্ভূত হইতে লাগিল। তিনি পুনরায় শালিখায় গমন করিয়া তাঁহার মনোমোহিনী প্রতিমাকে দর্শন করিবার জন্য উৎসুক হইলেন।

তাঁহার পিতৃ পরলোকের প্রায় এক মাস পরে, এক দিবস তিনি সকাল সকাল আহারাদি করিয়া, বাটী হইতে যাত্রা

করিয়া, সায়ংকালে হাবড়ায় আসিয়া পৌঁছিলেন। তথা হইতে একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া শালিখাভিমুখে চলিলেন। নৌকায় একাকী যাইতে যাইতে তাঁহার মনে কত শত নব নব ভাবের উদয় হইতে লাগিল। প্রত্যেক রমণীয় পদার্থ যাহা তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল,সকলেতেই যেন তিনি তাঁহার প্রিয়তমার কোন না কোন রমণীয় সাদৃশ্য অনুভব করিতে লাগিলেন। বহুদিনের পর যাইয়া তিনি প্রথমে কি বলিবেন, ভট্টাচার্য্যে পরিবার সকলে কুশলে দেখিবেন কি না, প্রিয়তমার বিবাহের প্রসঙ্গে কিরূপ প্রস্তাব করিবেন—এই সকল চিন্তা তাঁহার মনে একে একে উদয় হইতে লাগিল। তিনি একবার ভাবিলেন যে, ভট্টাচার্য্যকে সবিনয়ে আপনার বিশুদ্ধ অনুরাগ ব্যক্ত করিয়া হেমলতার সহিত ক্ষণকালের জন্য বাক্যালাপের অনুমতি চাহিবেন, পরক্ষণেই নবীনবাবুর উপদেশ তাঁহার স্মৃতিপথে আবির্ভূত হইল। তিনি ভাবিলেন যে তাঁহার মনোগত ইচ্ছা সম্পূর্ণ ব্যক্ত করিবার সময় এখনও হয় নাই। তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শালিখায় আসিয়া পৌঁছিলেন। তথা হইতে প্রফুল্ল মনে ভট্টাচার্য্যের গৃহাভিমুখে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে তাঁহার হৃদয়ে অননুভূত এক অনির্ব্বচনীয় ভয়ের আবির্ভাব হইল। এই ভয়ের কারণ বা প্রকৃতি তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ক্রমে যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই উহা যেন প্রবল হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি ভট্টাচার্য্যের বাটীর সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইয়া দেখেন ভট্টাচার্য্যের দ্বার রুদ্ধ—চাবী দেওয়া! একি?

সৌরেন্দ্রের হৃদয়ে হতাশারূপ বজ্র আসিয়া যেন সহসা আঘাত করিল। তিনি একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া কুলুপ্‌টি ধরিয়া টানিলেন (রে কুহক আশা!) যদি খোলা থাকে, কুলুপ্ খুলিল না—ভাবিলেন বোধহয় ভট্টাচার্য্য সপরিবারে কোন কুটুম্ব বাড়ী গিয়াছেন, হয়তো শীঘ্র আসিবেন, কিন্তু তাঁহার এ সিদ্ধান্ত মনোমত হইল না তিনি শশব্যস্তে নিকটে একজন দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। দোকানী কহিল "ভট্টাচার্য্য মশাই দিন দশ বার হলো সপরিবারে কোথায় গিয়েচেন তা কেউ বল্‌তে পারেনা; এই ক দিন ওঁর কথা সকলে কচ্চেন, কেউ বলেন তিনি কাশী গিয়েচেন, কেউ বলেন হুগলীতে গিয়েচেন, কিন্তু তার কিছু নির্ণয় হয়নি।" সৌরেন্দ্রবাবু এই কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তৎপরে চিন্তাকুল-হৃদয়ে আপন বাসায় আসিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—০ঃ*ঃ০—

পণ্ডিত শত্রুও ভাল, মূর্খ মিত্র কিছু নয়।

নিস্তারিণীর পলাবার চারি দিন পরে সৌরেন্দ্রবাবু যেদিন শালখেয় এলেন, সেই দিন সন্ধ্যার পর উপেন্দ্রবাবু আপনার বৈঠকখানায় বসে আছেন। বাবু কিছু অসুস্থ। দুটী বাতির আলোকে ঘরটি আলোকিত হয়েছে। বাবুর সমুখে চারটি

ফুলের তোড়া আর এক ডিপে পান তয়েরি রয়েচে। মদন, হরি, মাখন আর তিনটি ইয়ার বাবুর নিকটে বসে আছে। অতিশয় গ্রীষ্ম। জানালা দরোজা সকল খোলা; মাথার উপর পাখা চল্‌চে, তথাচ গ্রীষ্ম নিবারণ হচ্চে না বলে, একটি বোতল ব্র্যাণ্ডি বরফে ভিজ্‌চে, ঠাণ্ডাহলে বাবুরা পানকরে গ্রীষ্ম নিবারণ কর্‌বেন—আপাততঃ একখানা কাঁচের প্লেটে স্তূপাকার বরফের কুচি বাবুর সমুখে রয়েচে। বাবু ইচ্ছামত এক এক কুচি মুখে দিচ্চেন বা কখন গায়ে মাখ্‌চেন। ইয়াররাও সেইমত কর্‌চে। রাত্রি আটা বেজে গেছে। আজ রাত্রে বৈঠকখানায় বড় ধুম ধাম নেই, কেবল আপনা আপনির ভেতর কথা বার্ত্তা চল্‌চে ও ইয়ারকির ছাবের হাসি এক এক বার 'হু হু' করে উঠ্‌চে।

বাবু। আজ শরীরটে খারাব হলো যে, তা'না হলে বুড় সদানন্দের পিরিতের শ্রাদ্ধে আজকের দুশো মজা হতো (হরির দিকে চেয়ে) তা হরি তুমি কেন বাগানে গেলে না?

হরি। (জিব কেটে) তাওকি হয়ে থাকে? সে কোন পালিয়ে যাচ্চে? সে এখন (হাস্‌তে হাস্‌তে) বুড়কে বাপ্‌ বলেচে?

মাখন। (হরির পিট চাপ্‌ড়ে) হরি আমাদের বড় শাদা ইয়ার ওর প্রাণে কিছু কোঁচ্‌কা নাই—নবীনটে যেমন বরকোচ্‌ তেমন আর দুটি দেখিনি।

বাবু। নবীনের কথা মনে হলে সত্তি আমার রাগ হয়।

মাখন। হয় না? জুত মারতে ইচ্ছা করে, সেদিন ব্যাটা যেন পরমহংস হয়ে বস্‌লো।

রূপচাঁদ। (একজন ইয়ার) আবার সে সেদিন কি বলেছিল তা বুঝি শোননি?

বাবু। কি? মাখন গান গাইতেই ত উঠে গেল।

রূপচাঁদ। সেই উঠে যাবার আগেতে।

মাখন। কি বলেছিল?

রূপচাঁদ। (যেন একটা খুব পাকা কথা বল্‌বে—এই ভাবে) ক্যামন এখন হলো—আমি গোড়াথেকিই বলেচি ওটার মতন বরকোচ্‌ কি আর দুটি আছে? সেদিন সৌরেন্দ্রের কাছে আস্তে আস্তে বল্‌তেছিল—ভাব্‌লে কেউ শুন্‌তে পাবে না, আমার পেচনদিকে যে সাতটা কাণ তা সে জানে না—বল্লে কি চলো আমরা এই নরক থেকে উঠে যাই।

মাখন। সত্তি? ব্যাটার ত বড় আস্পর্দ্ধা।

রূপচাঁদ। তা বল ঐ বাবুকে উনিই ত আস্‌কারা দিয়েচেন। (পূর্ব্ববৎ গম্ভীর ভাবে) তা না হলে কি সে অ্যাত সাহস কর্‌তে পার্‌তো?

বাবু। (অতিশয় রাগভরে) শালার এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমি শালাকে হাড়ীর হাল কর্‌বো, তাতে যত টাকা লাগে।

মাখন। তা না করলে কি জাত থাকে, শালা যেমন কথা বলেচে তেমনি শালাকে মাস খানিক জেলে পোরা যায়, তা হলে আমার রাগ যায়।

বাবু। (পুর্ব্ববৎ রাগ ভরে) আচ্ছা সব কথা পরিত্যাগ করে শালাকে কিসে জব্দ করা যায় তাই ঠাওরাও দেখিন।

মাখন। আচ্ছা, ব্রাণ্ডির বোতলটা আগেতে খোলা যাক্‌।

বাবু। খোলো।

সকলের পানারম্ভ হলো, এমন সময় হরি বল্লে "যদি জব্দ কর্‌তে হয়তো আমার মতলব শোন।"

বাবু। কি বল দেখি?

হরি। মহেন্দ্রের ঘরে আপনার জমিদারির নায়েব আছে, ওকে ডাকুন ওর ঢের ফেরেবি মতলব আছে—তুই একটা বাতলিয়ে দেবে।

মাখন। (উরুদেশ চাপ্‌ড়ে) এই ঠিক পরামর্শ হয়েচে (হাত বাড়িয়ে) এস দাদা একবার সেক্ হেণ্ড করি।

বাবু। মদন তুমি ভাই নায়েবকে ডেকে নিয়ে এস ত?

মদন এই কথা শুনে নায়েবকে ডাক্‌তে গেল। কিঞ্চিৎ পরে নায়েব শশব্যস্তে ঘরের দরোজার পাপোশের কাছে দাঁড়িয়ে হাত যোড় করে বল্লে "হুজুর ডাকচেন্ কি?"

বাবু। হ্যাঁ একটা পরামর্শ আছে, তুমি এখানে বসো দেখিন।

নায়েব প্রভুর আজ্ঞে পেয়ে একটি হাঁটু মুড়ে আর একটি হাঁটু তুলে নাড়ুগোপালের মত হয়ে বস্‌লো।

বাবু। একটি লোককে কোন ফেরেবিতে ফেলে জব্দ কর্‌তে হবে, সে একজন সামান্য লোক হয়ে আমাকে অপমান করেচে।

নায়েব। (কৃত্রিম রাগভরে) হুজুর সামান্য লোকই হোক, আর বড় লোকই হোক, সেই ব্যক্তি যখন হুজুরকে অপমান করেচে, তখন হুজুরের এ চাকর তার ভিটেয় সরষে না বুনে ছাড়বে না—তা হুজুরকে এই এক কথা বলে দিলুম।

বাবু। তুমি জমিদারিতে থাক, তোমার ঢের ফেরেবি মতলব আসে বলিই তোমাকে ডেকেচি।

নায়েব। হুজুরতো তা অবগত আছেন, সেবার চৌধুরিদের কুটী সায় বুনেদ শুদ্ধু গাংএর জলে ফেলে দিয়ে এক রাত্তিরের মধ্যেই সেই জমিতে ধান বুনে রেখেছিলুম; মাজিষ্ট্রেট সাহেব যখন তদারকে এলেন, তখন কুটীর চিহ্নও দেখ্‌তে পেলেন না—তা হুজুর চুরী ডাকাতি, জাল, জেলিয়াৎ যে রকম ফেরেবিতে তাকে ফেল্‌তে ইচ্ছা করেন, সেই রকম ফেরেবিতে সে ব্যাটাকে ফেলে তার জিব টেনে বার কর্‌বো।

মাখন। (বাবুর দিকে চেয়ে) আগেতে ওকে সব কথা ভেঙ্গে বলা যাক ও বুঝুক।

বাবু। তা হান কি।

মাখন। ও নায়েব বাবু?

নায়েব। (যোড়হাত করে) আজ্ঞে ওরকম সম্বোধন আমায় করবেন্ না, আমি মশায়ের চাকরের মধ্যে।

মাখন। (বাবুর দিকে চেয়ে) নায়েবটি বড় ভদ্র (নায়েবের দিকে চেয়ে) তুমি জান যেদিন বাবুর ছেলের ভাত হয়েছিল?

নায়েব। বলেন কি হুজুর, আমি জানিনে? হুজুরকে আমি পরিবেশন করেচি।

মাখন। সেই দিন রাত্তিরে খাওয়া দাওয়ার পর আমরা কজনে একঘরে বসে (আহ্লাদের দিন) একটু আমোদ কচ্ছিলুম, তা নবীনের (যে আমাদের অপমান করেচে)

ভাল লাগ্‌লো না ; তার ইচ্ছে যে আমরা সে রাত্তিরে চক্ষু বুজে ভগবানের ধ্যান করি, তার পর যখন মতিয়া ঘরে এল, তখন আর সইতে না পেরে কোণে গিয়ে বস্‌লো।

নায়েব। হুজুর! এখানে একটা কথা নিবেদন করি, যে ব্যক্তি চাষা—সে ক্ষীরের তার কিরূপে বুঝবে? হুজুর কথাই ত আছে "সকলে মনিষ্য বটে নহে একরূপ, কেহবা ঘুঁটের মরাই কেহ রসকূপ" তা হুজুর এমন রাজহংসের সভায় বকটাকে কেন ঢুক্‌তে দিয়েছিলেন?

বাবু। সে আমার এক কেলাসের পোড়ো, আমি আগে জান্‌তুম সে একজন রসিক লোক।

নায়েব। (হাত যোড় করে) হুজুর সবাই বলে 'সকলের গতি তুমি প্রভু জনার্দ্দন, তোমার গতি রাইকিশোরী'—তা হুজুর একবার তজ্‌বিজ করে দেখুন, ভগবান যিনি, তিনিও শক্তির আরাধনা করেন—অতএব যে মানুষ সেই শক্তির অপমান করে, তাকে রসিক আমি কি প্রকারে বলবো?

বাবু। তারপর মাখনবাবু তাকে তামাসা করে যখন একটা গান গাইলে, তখন সে লোক আর তার মতন আর একজন বরকোচ্‌ এই দুজন রাগ করে উঠ্‌লো আমি অ্যাত সাধ্য সাধনা কর্‌লুম তবু সে বস্‌লো না—এতে আমার অপমান হয় কি না?

নায়েব। হয়না? হুজুরের কত বড় দয়া, অ্যাত অপমান হয়েও হুজুর ফের তারে বস্‌তে অনুরোধ কর্‌লেন সে ব্যাটার কি বদ্‌বক্ত! হুজুর যদি একবার ঘুণাক্ষরে এ চাকরকে

বল্‌তেন তা হলে হুজুর, সে ব্যাটাকে কি আস্ত মাথায় বাড়ী ফিরে যেতে দি? পয়জারের চোটে ব্যাটাকে নির্দম করে ফেল্‌তুম।

বাবু। তাকে মারা হবে না।

নায়েব। না হুজুর তাকে হাতে মারা হবে না, তাকে ভাতে মার্‌তে হবে।

বাবু। আচ্ছা, তুমি এখন ওঘরে গিয়ে একটা মতলব স্থির করগে।

নায়েব। যে আজ্ঞে হুজুব, আপনি দেখুন না আমি ঐ চরণে এনে শিগ্‌গির সে ব্যাটাকে হাজির কর্‌চি।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

"কোথা গেলে দেখা পাব, হেরে জুড়াব জীবন।"

পরদিন, রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা বেজেছে, নবীনবাবু তাঁহার নীচের ঘরে শুয়ে এক মনে পড়্‌চেন। এমন সময়ে সৌরেন্দ্রবাবু এসে কপাটে দু তিনবার ঘা দিলেন কাহারও সাড়া শব্দ পেলেন না। নবীনবাবু আপন মনে পড়্‌চেন কিছুই শুন্‌তে পান নি। নবীনবাবুর ঘরের জানালা দুটি খোলা ছিল বলে, ঘর থেকে প্রদীপের আলো একটু একটু দেখা যাচ্ছিল। সৌরেন্দ্রবাবু বাহিরে থেকে উকি মেরে

দেখ্‌লেন যে নবীনবাবু পড়্‌চেন, তিনি নবীনবাবুকে আর না ডেকে, তাঁহার হাতে একটী গোলাপ ফুল ছিল, তিনি সেই ফুলটি তামাসা করে জানালাদিয়ে ছুড়ে মার্‌লেন। ফুলটি নবীনবাবুর হাতে জোরে এসে লাগ্‌লো—নবীনবাবু চম্‌কিয়া উঠে সমুখে চেয়ে দেখলেন কেউ নেই, ভাবলেন, বুঝি তাঁর সুলোচনা তামাসা করে ফুলটি ছুড়ে মেরে লুকিয়ে আছেন এই ভেবে, হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন "আহামরি একে নয়ন বাণেই বাচিনি—আবার ফুল-বাণও তোমার হাতে গিয়েছে ?" এই কথা গুলি নবীনবাবু চেঁচিয়ে বলেছিলেন বলে সৌরেন্দ্রবাবু বাহির থেকে শুন্‌তে পেয়ে "হা হা" করে হেসে উঠ্‌লেন। নবীনবাবু বাহিরে হাসির শব্দ শুনে চেয়ে দেখ্‌লেন একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি কে প্রথমে চিনিতে পার্‌লেন না বলে উঠে দরজা খুলে কাছে এসে দেখেন, সৌরেন্দ্র বাবু—দেখে অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে অতিশয় যত্ন করে তাঁকে ঘরে নিয়ে গেলেন। সৌরেন্দ্র নবীন বাবুর মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন "আপনি ভাল আছেন তো ?"

নবীন। আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার বড় বিপদ্ গিয়েছে—তা আপনি আছেন কেমন ?

সৌরেন্দ্র। আছি এক রকম—আমার বিপদের কথা শুন্‌লেন কি করে ?

নবীন। আমি মধ্যে আপনার বাসায় তত্ত্ব লয়েছিলুম। আমার সঙ্গে আপনার যে বিষয়ের কথা ছিল, আমি সেই বিষয়ের তত্ত্ব লয়ে আপনার বাসায় গিয়েছিলুম, সেখানে

শুনলুম আপনার ঠাকুরের কাল হয়েছে, আপনি বাড়ী আছেন।

সৌরেন্দ্র। ভাই, বাবা যেমন স্নেহ ও যত্ন করে প্রতি-পালন করে লেখা পড়া শিখিয়েছিলেন আমি তাঁর কিছুই কর্‌তে পার্‌লুম না—আমার এই দুঃখ চিরদিনের জন্য মনে রইল [বলে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্লেন।]

নবীন। ভাই, আমারও ঐ দুঃখ বুকে শেল হয়ে বিঁধে আছে। আপনার ঠাকুরের সেবা কর্‌বার সময় পেলেন্ না আমি সময় পেয়েও দুঃখী বলে মার সেবা কিছু কর্‌তে পার্‌-লুম না। আহা! ওমন স্নেহ জগতে আর কেউ কি কর্‌বে?

এইকথা বলিতে বলিতে নবীনবাবুর চক্ষু দুটি হতে জল-ধারা দর দর হয়ে পড়্‌তে লাগিল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধে গত হলো। উভয়ে আপনাপন মনোবেদনা একমনে ভাবিতে লাগিলেন; তৎপরে নবীনবাবু নিশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা কর্‌-লেন "আপনার কলিকাতায় কি আজ আসা হলো?"

সৌরেন্দ্র। না আমি কাল এসে, শালখেয় গিছ্‌লুম্।

নবীন। হ্যাঁ, সেখানকার খবর কি?

সৌরেন্দ্র। খবর কি বলবো ভাই বাড়া ভাতে একরকম ছাই পড়েচে। দুর্ভাগ্য একবার লক্ষ্য করে ক্ষান্ত হয় না।

নবীন। (আশ্চর্য্য হয়ে) কি হয়েচে? ভট্টাচার্য্য কি আর কোন পাত্র স্থির করেচেন নাকি?

সৌরেন্দ্র। না ভাই দিন দশ বারো হলো ভট্টাচার্য্য সপরিবারে কোথায় উঠে গিয়েছেন তা পাড়ার লোক কেউবল্‌তে পারেনা।

নবীন। সেকি! কেউ বল্‌তে পারে না।

সৌরেন্দ্র। না।

নবীন। বাড়ী বিক্রী করে যান নি তো।

সৌরেন্দ্র। না।

নবীন। তা যদি না করে থাকেন তাহলে কিছু দিন পরেই ফিরে আসবেন্, বোধ হয় গুপ্তভাবে যাবার কোন বিশেষ কারণ আছে—তা তিনি কি আপনাকে কোন খবর দিয়ে যান নি?

সৌরেন্দ্র। খবর—না—হ্যাঁ—আমার পিতার মৃত্যুর পর দিনই একখানা চিঠী পেয়েছিলুম।

নবীন। চিঠী খানায় কি কিছু লেখেন নি?

সৌরেন্দ্র। আমি ভাই চিঠী খানা পড়ি নি। আমার চাকর যখন চিঠী খানা আমায় এনে দিলে তখন আমাতে আর আমি ছিলুম না। চিঠী খানা হাতে করে নিয়েছিলুম বটে, কিন্তু তারপর কোথায় রেখেছি তা মনে হচ্চে না। আপনি ঠিক মনে করে দিয়েচেন্, বোধ হয় ঐ চিঠীতে ব্রাহ্মণ কিছু লিখে থাক্‌বেন।

নবীন। আমার তো বোধ হচ্চে—কেন না আমি ব্রাহ্মণের কথা যে রকম শুনিচি তাতে যে তিনি চাতুরী বা কোন রকম ফেরেবি করে এখান থেকে চলে গিয়েচেন তা আমার একবারও মনে হয় না, ব্রাহ্মণ অতি সৎ। আর তাঁর কন্যাটি পৃথিবীতে লক্ষ্মী অবতার বল্লেও অত্যুক্তি হয় না।

সৌরেন্দ্র। হেমলতা অতি সুশীলা—না?

নবীন। স্ত্রীলোকের যা যা সৎগুণ থাকতে হয়—তা তাঁতে আছে আমি তত্ত্ব নিয়েচি।

সৌরেন্দ্র। আমার অদৃষ্টে কি অমন স্ত্রী হবে আমার তো এমন বোধ হয় না। আহা! আমি যদি ব্রাহ্মণকে সেই সময়ে বল্‌তুম (বলে অন্যমনস্ক হয়ে এক দিকে চাহিয়া রহিলেন)।

নবীন। স্ত্রী সচ্চরিত্রা ও সদ্গুণবিশিষ্টা হলে পৃথিবী কি সুখের স্থান হয়। আমি যে অ্যাত গরিব, আর গরিব বলে অ্যাত ক্লেশ পাচ্চি কিন্তু যখন আমার স্ত্রীর কাছে থাকি তখন আমি সব দুঃখ ভুলে যাই।

নবীনবাবু যখন এই রূপ আপনার স্ত্রীর সুখ্যাতি কচ্চেন এমন সময়, সুলোচনা স্বামী একাকী আছেন মনে করে হাসি হাসি মুখে দরোজার কাছ বরাবর এসে মধুর স্বরে বল্লেন "আজ কি ক্ষিদের সঙ্গে ঝগড়া করেচো?" এই কথা বলিই যেমন ঘরের ভিতর গিয়েছেন, ওম্‌নি সৌরেন্দ্রের সঙ্গে চাওয়াচায়ি হলো—সুলোচনা তৎক্ষণাৎ ঘোমটা টেনে পেচিয়ে পড়্‌লেন, নবীনবাবু হাসিতে হাসিতে বল্‌লেন "না—ভাই—জল দিওনা?"

সৌরেন্দ্র। আপনাদের প্রণয়টি অতি চমৎকার দেখ্‌চি।

নবীন। হ্যাঁ ভাই, পৃথিবীর মধ্যে কেবল ঐ সুখটি আছে। ও আমাকে রোজ নূতন দেখে, আমিও ওকে রোজ নূতন দেখি।

সৌরেন্দ্র। যথার্থ প্রণয়ের লক্ষণই ঐ।

নবীন। কিছুদিন যেতে দিন্ আপনারও হবে; ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আপনার প্রেমের গাঁথনি যেন আমার অপেক্ষাও দৃঢ় হয়।

সৌরেন্দ্র নতমুখে কেবল মাত্র একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

নবীন। আপনি ভরসা হীন হবেন না আমার বোধ হচ্চে—কে যেন আমার কাণে কাণে বলে দিচ্চে যে নাটক উপন্যাসাদিতে নায়ক নায়িকাদের প্রণয় যেরূপ চমৎকার বর্ণিত আছে, আপনাদের প্রণয়ও সেইরূপ হবে এবং আপনি দয়াবান্ দীনপালক হয়ে আমাদের সমাজের একটি রত্নস্বরূপ হবেন।

নবীনবাবুর এই আশ্বাস বাক্যগুলি সৌরেন্দ্রের কর্ণকুহরে ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় বোধ হইল। যেমন মৃদু বায়ুভরে দীপ-শিখা দশা হইতে উল্লম্ফিত হইবার কালে বায়ু স্থগিত হইবা মাত্র পুনরায় দশাকে অবলম্বন করে, আশা শিখাও সেইরূপ পুনরায় সৌরেন্দ্রের হৃদয়দশাকে অধিকার করিল।

দারিদ্র্য-বিদ্যালয়ে নবীনবাবু মনুষ্য-প্রকৃতি বহুদিন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া এই সময় সৌরেন্দ্রের অন্তঃকরণে কিরূপ ভাবের উদয় হইতেছিল, তিনি তাহা সৌরেন্দ্রের মুখের দিকে একবার মাত্র চাহিয়া বুঝিতে পারিয়া, হাস্যমুখে পুনরায় বলিলেন "আপনি হতাশ হইবেন না।"

সৌরেন্দ্র। ভাই কি শুভক্ষণে আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—আমি আস্তাকুড়ে যে এমন রত্ন পাব তা আমি কখনই মনে করি নি।

নবীন। (আত্ম প্রশংসা শুনিতে অনিচ্ছুক হইয়া) সেদিন উপেন্দ্রের ঘরে আপনার যে রাগ হয়েছিল—

সৌরেন্দ্র। আপনার কি হয় নি?

নবীন। না ঘৃণা হয়েছিল,আমার এখন আর রাগ হয় না।

সৌরেন্দ্র। কি আশ্চর্য্য ভাই—অমন ভক্তিরসপূর্ণ ব্রহ্ম-সঙ্গীতটি ও রকম করে গাইতে হতভাগাদের মুখে একটু বাদ্‌ল না ?

নবীন। ওদের ভাই শোমের মুখ, পূয রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে আর সাড় নেই।

সৌরেন্দ্র। (হেসে) যথার্থ বলেছ।

নবীন। উপেন্দ্র আবার এর মধ্যে একটা কাণ্ড করেচে তা বুঝি জানেন না।

সৌরেন্দ্র। কি? আমি ত অনেক দিন ওর কাছে যাই নি আর খবরও রাখি নি।

নবীন। বল্‌বো কি সে একটা দুঃখের কথা। আপনি বিনোদকে জানেন্ ?

সৌরেন্দ্র। কে ?—উপেন্দ্রের খুড়্তুত ভাই ?

নবীন। হঁ্যা—সে আমাকে সেদিন বলেছিল যে, দাদা বেণেটোলায় সদানন্দ বলে একজন লোক আছে, তারি দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে বেরকরে নিয়ে এসে আপনার বাগানে রেখেছেন। বিনোদ ছোকরাটি অতি সৎ ও পরোপকারী—সে বোধ হয় কার্ কাছ্থেকে শুনেছিল যে বুড় এই ঘটনার পর বড় দুঃখ পাচ্চে, তাই সে এক দিন তাকে দেখ্‌তে গিয়েছিল—বল্লে বুড় এক রকম পাগলের মতন হয়ে গিয়েচে, খায় দায় না, কেবল চুপ্‌টি করে ঘরে বসে ভাবে—বিনোদ তাই দেখে এসে দুঃখিত হয়ে আমাকে সুপারিস কর্‌ছিল যে উপেন্‌কে বলে বুড়র মাগটি বুড়কে ফিরিয়ে দিতে।

সৌরেন্দ্র। বুড় মাগকে ফিরিয়ে নিতে রাজি আছে?

নবীন। রাজি আছে! সে এখন পেলে বাঁচে—তা আমি বিনোদকে বুঝিয়ে বল্লুম যদিও আমি বুড়র উপকার কর্‌তে বিশেষ ইচ্ছুক আছি, তথাচ আমার দ্বারা কোন কাজ হবে না—কেন—আমি হলেম গরিব আমার অনুরোধ যে উপেন্দ্র রক্ষা কর্‌বে তা আমার কোন ক্রমেই বোধ হয় না। এই জন্যে আমি বিনোদকে বল্‌লুম যে বুড় এখন কিছু টাকা কড়ি নিয়ে মতিয়ার কাছে যাক্‌, তার দ্বারা যদি আপনার কাজ উদ্ধার কর্‌তে পারে তো হবে।

সৌরেন্দ্র। উপেন্দ্র যে এমন দুরাচার তা আমি জান্‌তুম না—আমি সেই দিন থেকে প্রতিজ্ঞা করেছি যে ওর মুখ আর দেখবো না।

নবীন। আমাদের দেশের বড়মানুষদের সঙ্গে যত কম আলাপ থাকে ততই ভাল।

সৌরেন্দ্র। আপনি এখন আহারাদি করুন আমি বিদায় হই। সৌরেন্দ্র এই বলিয়া বিদায় হইলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

——o——

"অ্যাত যে নাস্তানাবুদ খানে খারাপ্ কর্‌লে মোরে।
তবু সাধ যায় আমার দেখ্‌তে তারে॥"

আজ সপ্তাহ হলো, সদানন্দের গৃহ শূন্য হয়েচে। শোক ও ভাবনায় বৃদ্ধের রং অমাবস্যার শেষ রাত্তিরের মতন হয়ে গেছে। চোক দুটি গবমাই কালের পুরাতন পাতকোর মতন কোটরে ঢুকে গেছে, শরীরটা শীতকালের পল্লবহীন গাছের ন্যায় রসহীন-হাড়সার হয়েছে। এই এক সপ্তাহ সদানন্দ ঘর থেকে কোথায় নড়ে নি—প্রাণটি রক্ষা কর্‌বার জন্যে এক এক মুটো খেয়েচে—সে কেবল খাওয়া মাত্র। রাত্তির হলে বিছানায় শুয়ে গ্রীষ্মকালে দুপুর বেলার প্রবল বাতাসের মতন ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলেছে—চোক দিয়ে জল পড়েনি, কিন্তু প্রাণটা তিসির বস্তায় আগুণ লাগ্‌লে যেমন গুমে গুমে পোড়ে, তেমনি পুড়েছে। আজ দুই প্রহর একটা বেজে গেছে, বৃদ্ধ কাপড় চোপড় পরে লাঠি একগাছা হাতে করে, বাড়ী থেকে আস্তে আস্তে বেরলো। লাঠীগাছটা আগেতে নব্য বাবুদের মতন শোভার জন্যে নিয়ে যেতো, আজ ওটার সম্পূর্ণ আবশ্যক হয়েছে। বুড় বাড়ী থেকে বেরিয়ে এক এক পা করে বেণেটোলার গলিটে পার হয়ে বড় রাস্তায় পড়্‌লো—

পড়ে দক্ষিণ মুখো বরাবর চল্‌লো। পথে যেতে কত কতবার হোঁচট্ খেয়েছিল তা বলা যায় না—হাতে লাঠীগাছটা ছিল বলিই বরাবর বেঁচে গিয়েছিল। এইরূপ ঘণ্টাটাক্ চলে, চোরবাগানের মোড়ের কাছাকাছি রাস্তার ডানহাতী একটা আস্তাবল আছে, তারি পাশ দিয়ে একটা সরু গলি গিয়েছে, সেই গলির ওপরেই একটি বেস দোতলা বাড়ীর দরোজায় গিয়ে, একজন হিন্দুস্থানীকে জিজ্ঞাসা করলে "মতিয়া বাইজি ইহাঁ রহতা হায় ?" হিন্দুস্থানী বুড়োর মুখের দিকে আশ্চর্য্য হয়ে একটু চেয়ে বল্লে "হাঁ বাবুসাহেব্ এই বাড়ী, আপ বাই-জিকা সাত মোলাকাত কো ওয়াস্তে আয়ে হেঁ ?" সদানন্দ বল্লে "হাঁ বাইজি কোথায়, বাইজি কাঁহা হায় ?" হিন্দুস্থানী কহিল "আয়িয়ে হামারা সাত বাবু, বাইজি উপর।" সদানন্দ হিন্দুস্থানীর সঙ্গে আস্তে আস্তে উপরে গিয়ে উঠ্‌লো—উঠে সিঁড়ীর উপরের ঘরে প্রবেশ করলে। ঘরটি খাসা খাসা ছবি দ্যালগিরী ঝাড়ে দিব্বি সাজান—মেঝেতে একখানি ভাল কারপেট্ পাড়া আছে। ঘরের দক্ষিণ দিকে কারপেটের উপর একটা গদি আছে, সেই গদির ওপর বালিশে হ্যালান দিয়ে বাইজি বসে আস্তে আস্তে তামাক টান্‌চে। ঘরের ভেতর ঢুকিই সদানন্দের হৃৎকম্প, তারপর মতিয়াকে দেখিই বুড, হতজ্ঞান হলো। এতক্ষণ রাস্তায় যা যা বল্‌বে বলে মনে করে এসেছিল তা সব ভুলে গ্যাল—সাহস যেটুকু ছিল মতিয়ার রূপ ও আস্‌বাব্ দেখে সেটুকুও গ্যাল। সদানন্দ কলের মানুষের মতন আস্তে আস্তে মতিয়ার গদির নীচে গিয়ে বস্‌লো। মতিয়া আলবোলা ছেড়ে উঠে বসে অতি

কোমলভাবে জিজ্ঞাসা করলে "আমার কাছে আপনার কি দরকার ?"

সদানন্দ। (তো তো করে) হ্যাঁ হ্যাঁ—আছে—আ—পনি যদি—দ—দ—য়া করে শো—নেন্।

মতিয়া। বলুন না।

সদানন্দ। আপনি উ—উপেন—উপেন্দ্রবাবুকে চেনেন্ সে—সে আমার স্ত্রীকে বেরকোরে নিয়ে এ—এয়েচে ; আ—আমি টা—টাকা দিতে রাজি আছি—যদি আপনি ফিকির করে আমাকে এনে দ্যা—দ্যান (এই কথা বলিই মতিয়ার পাদুটি ধরে কাঁদ্তে কাঁদ্তে) আমি পা—ছাড়বো না—আমার গতি যাতে হয় তা করে দিন্।

মতিয়া যদিও বেশ্যা, তথাচ স্ত্রীজাতি-সুলভ দয়ার অপ্রাতুলতা তাহার হৃদয়ে কিছুমাত্র ছিল না। সে বৃদ্ধকে এই অবস্থাপন্ন দেখে, অতিশয় দুঃখিত হয়ে, শশব্যস্তে পাদুটি সরিয়ে নিয়ে বল্লে "আপনি উঠুন্, আমি আগেতে সব শুনি কি হয়েচে।" এই সময়ে এক জন ভেড়ুয়া ঘরের ভেতরে এসে সদানন্দকে মতিয়ার পায়ে পড়্তে দেখে, একটা মজা হচ্চে মনে করে,বাইরে আর এক জন ভেড়ুয়াকে ইসারা করে ডেকে, ঘরের দরোজার কাছে চুপ করে দাঁড়ালো ; আর একজন ভেড়ুয়া তার পিটের কাছে দাঁড়িয়ে মুখটা বাড়িয়ে দেখ্তে লাগ্লো।

মতিয়া। উপেন্দ্রবাবু আপনার স্ত্রীকে বেরকরে নিয়ে গিয়েছে ?

সদানন্দ। (ছল ছল চক্ষে) হ্যাঁ বিবি।

মতিয়া। তাঁর বয়েস খুব কাঁচা বুঝি?

সদানন্দ। বিবি সায়েব সতের আঠার।

মতিয়া। এখন কোথায় নিয়ে রেখেচে?

সদানন্দ। শা—শা—লখের বাগানে।

মতিয়া। ওঃ! বুঝিচি সেটি আপনার স্ত্রী?

সদানন্দ। (হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে নত মস্তক হয়ে) আপনার পায়ে পড়ি বিবি সাহেব যা—যা—তে হয় আমার মাগটিকে এনে দিতে হবে।

মতিয়া। (ঈষৎ হেসে) আপনি বৌর সঙ্গে কি ঝগড়া টগড়া করেছিলেন?

সদানন্দ। না বিবি সায়েব আমি তোমার পায়ে হাত দিয়ে ব—লচি আমি তা—তাকে ক—কখন কিছু বলিনি, আর সেও আমাকে য—যথেষ্ট ভাল বা—বা—বাস্‌তো।

মতিয়া। তবে যে অ্যামন হলো।

সদানন্দ। অ—অদেষ্ট বিবিসায়েব, আমার কপালে দুক্কু আছে, আর তারও অখ্যাতি আছে, কে—কে ঘোচাবে বল?

মতিয়া। আপনি তার আশা ছাড়ুন।

সদানন্দ। তা—তা পার্‌বো না বি—বি বিবিসায়েব—আমার প্রাণটা ক্যামন হাঁচুড় পাঁচুড় কর্‌চে—আপনি টাকা নিন্।

মতিয়া। অল্প টাকাতে তো—হবে না।

সদানন্দ। বিবিসাহেব আমি ত—তালেবর লোক নই—যৎকিঞ্চিৎ——

মতিয়া। কত, পাঁচশো ?

সদানন্দ মতিয়াব মুখের দিকে চেয়ে সজোরে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌লে।

মতিয়া। 'আচ্ছা আপনি যা পারেন্‌' [বলে অন্যমনে অনেকক্ষণ ভাব্‌তে লাগ্‌লো।]

প্রায় পনর মিনিট কাল নিস্তব্ধে গেল, সদানন্দ এতাবৎ কাল মতিয়ার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। তৎপরে মতিয়া দরজার দিকে চেয়ে বল্লে "মন্নু কেয়সা ইয়া কাম্‌ উতারনে সকোগে ? বাবু পান্‌শো রোপেয়া হাম্‌কো দেনে মাঙ্গতা।

সদানন্দ। এত্‌না পারবো না বিবিসায়েব——

মতিয়া। আপনি চুপ্‌ করুন্‌—সকোগে ?

মন্নু। •সেকেগা কেঁও নেহি বিবিসাহেব, লেকিন্‌ উস্‌কা কুছ মতলব কর্‌নে হোগা।

লচমন। (আর একজন ভেড়ুয়া) মন্নু কেয়া হয়াবে, হাম্‌তো কুছ সমজা নেই।

মন্নু। এ বুডহা বাবুকা কবিলা উপেনবাবু নিকল্‌কে লেকে আপনা বাগানমে রাখা হায়, কাম্‌ বড়া বদমায়িসি কিয়া।

লচমন। (দাড়ী নেড়ে) ওস্‌মে সাক্‌ কেয়া—বঙ্গালি লোককা অ্যাইসাই হোতা হায়।

মন্নু। চপ্‌ গোঁয়ার (সঙ্কেতে নিষেধ করে) ইয়া হোনে হারিকা বাত হায়, যব হোতা হায়, তব শোভিকা হোতা হায়।

লচমন। ঠিক হায়—বাবু বড়া ভালে আদ্‌মি, উন্‌কা

কাম্ আলবত্ কর্‌না চাহিয়ে (আস্তে আস্তে) দেতে হোঁ ক্যায়া ?

মন্নু। বিবি পানশো কা বাত বোলেহেঁ, দেখা চাহিয়ে কেয়া হোতা হায়।

মতিয়া। (সদানন্দের দিকে চাহিয়া) এই কাজটী ফিকির করে কর্‌তে হবে, কেন না উপেন্দ্রবাবু বড়মানুষ। তুমি কারু কাছে ভেঙ্গ না।

সদানন্দ। না বিবিসায়েব—আমার যিনি গুরু, যিনি আমার কাণে মন্ত্র দিয়েছেন, তিনি যদি জিজ্ঞাসা করেন তাঁকেও আমি বল্‌বো না।

মতিয়া। (মধুর স্বরে হাস্য করে) আমি এখন একটা মতলব ঠাহরাই তুমি পরশু দিন দুপুর বেলা এমনি সময় এখানে এস, আমি যা করতে হয় তা বল্‌বো।

সদানন্দ। (সেলাম করে) আচ্ছা বিবিসাহেব আমি এখন চল্লুম।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

—০ঃ❋ঃ০—

" Your sudden kindness means no good. "

——

পর দিবস, রবিবার। বেলা নয়টা বেজেছে; কিন্তু রৌদ্র এরূপ প্রখর যে উহার পানে চাহিলে বেলা দুই প্রহর বলে বোধ হয়। নবীনবাবু তেল মেখে বাঁ হাতে গামছাখানা ধরে, ডান হাত দিয়ে দাঁতন করতে করতে বাড়ীর অতি নিকটে একটী পুষ্করিণীতে স্নান করতে আসচেন। পুকুরটী মন্দ নয়—ঘাট বাঁধান—চারি পাড়ে কলার গাছ—কোনটায় আধপাকা কলার কাঁদি ঝুলচে—কোন কোনটায় বা মোচা নেবেচে। পুকুরের চারি দিকে বিস্তর জায়গা—তাতে আব, লিচু, গোলাপজাম, নারিকেল, সুপারী ও অন্যান্য ফলের গাছ আছে। পুকুরের সিঁড়ীর দুধারে বেল, মল্লিকা, জুই, চাঁপা গোলাপ ও দু দশটী বিলিতি ফুলের গাছ সারি সারি রয়েচে, কিন্তু একটিতেও ফুল নেই, সুতরাং ভ্রমরও নেই, তা না থাক্, পুকুরের জল বেস পরিষ্কার, কাচের মতন। নবীনবাবু গামছা খানা মাথায় দিয়ে জলের ধারে এসে বস্লেন। এমন সময় একজন লোক, বয়স প্রায় ৪৫।৪৬, সেই ঘাটে এসে দাঁড়াল। লোকটীর সঙ্গে একজন চাকর, তার এক হাতে গামছা আর একখানা সাবান—আর এক হাতে একখানি ছোট রূপার পাত্রেতে একটু গুল, তার উপর একখানি রূপার

জিবছোলা। লোকটী ঘাটে এসে চাকরের কাছ থেকে গামছাখানা নিয়ে মাথায় দিয়ে নবীনবাবুর পাশে এসে বস্‌লো, চাকর তার সমুখে সেই রূপার পাত্র আর জিবছোলা রেখে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালো। নবীনবাবু লোকটীর মুখের দিকে এক বার চেয়ে আস্তে আস্তে জলে নাব্‌তে লাগিলেন। লোকটি মুখ ধুতে ধুতে নবীনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে, "মহাশয় এ পুষ্করিণীর জল তো বেস পরিষ্কার, সহরেতে এমন পরিষ্কার জল প্রায় দেখা যায় না।"

নবীন। আজ্ঞে, হ্যাঁ।

লোক। আপনার নিবাস এখানে?

নবীন। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি অতি নিকটেই থাকি।

লোক। তবে আমি মহাশয়ের প্রতিবাসী হলুম। আপনার নাম।

নবীন। আমার নাম—নবীনমাধব মিত্র। আপনার নাম?

লোক। আমার নাম শ্রীগোলক চন্দ্র দাস বসু, আমার নিবাস বসিরহাট।

নবীন। আপনি সংপ্রতি এখানে এসেছেন?

গোলক। আজ্ঞে দুদিন হলো আমি আপনার পাড়ায় এসেছি, আমি এখন আপনার প্রতিবাসী ও আশ্রিত।

নবীন। সে কি মশায়, অমন কথা বল্‌বেন না।

গোলক। আজ্ঞে, এ আমার হলো বিদেশ বিভুঁই, আপনারাই এখন আমার বন্ধু, বান্ধব, খুড়, জেঠা, ভাই, সবই বলা চলে। এই বলে হাতে একখানি সাবান ছিল, তাই

বাড়িয়ে ধরে (আগ্রহ সহকারে) মশায়ের চুলে দেখ্‌চি আটা হয়েছে, বল্‌তে পারি নে যদি সাবান আবশ্যক হয় তো নিন না, তাতে হানি কি, চুলটী পরিষ্কার করুন না।

গোলক এইরূপ ভদ্রতার সহিত সাবানখানি নবীনবাবুকে দিতে উদ্যত হলো যে, তিনি না নিয়ে থাকতে পার্‌লেন না।

নবীন। মশায় সাবান মাখ্‌তে আমার কিছু দ্বিধা নাই, তবে (হাসিতে হাসিতে) জুঠে না বলিই ব্যবহার করি নে।

গোলক। আমি হলুম পাড়াগেঁয়ে লোক, তাতে আবার লেখা পড়া জানি নি, অতএব কি ভদ্রতায়, কি লেখাপড়ায়, কিছুতেই আপনাদের সঙ্গে সমান নই—আপনি ভদ্রতা করে নিচ্চেন এই আমার ভাগ্যি।

নবীনবাবু ঈদৃশ ভদ্রতা কখনই দেখেন নি, তিনি গোলককে কি বলিয়া উত্তর দেবেন তা ভেবে স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে গোলককে অতি ভদ্র, সরল, নম্র বলিয়া বোধ করিলেন। গোলক জলে নামিল। উভয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্নান করিতে লাগিল। স্নানান্তে উভয়ে মাথা মুছিয়া সিড়ীর উপর গিয়ে উঠিল। নবীনবাবুর হাত ধরে বল্লে, “ভাই! রাগ কর্‌বেন না, ভাই বলে ডাকলুম, আমার বাড়ী থেকে জল টল খেয়ে যেতে হবে।” নবীনবাবু এই কথা শুনে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য হলেন। গোলক তাঁর ভাব বুঝিতে পেরে বল্লে, আপনি কিছু মনে কর্‌বেন না, আমার নিতান্ত ইচ্ছা আপনার সঙ্গে মিশি।

নবীন। খাওয়া দাওয়ার পর মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বো। আমি না হয় এখন আপনার বাড়ী দেখে যাচ্ছি।

গোলক। তা হবে না মশায়! (হাসিতে হাসিতে) আমার আব্দার আপনাকে শুন্‌তে হবে।

নবীনবাবু পণ্ডিত ও ভদ্রলোক, গোলকের এই সামান্য অনুরোধ রক্ষা না করা তাঁহার মনে অত্যন্ত অভদ্রের কাজ বলিয়া বোধ হইল। সুতরাং তিনি গোলকের সহিত তাহার বাসায় গেলেন।

গোলক বাসায় আসিয়া একখানি ভাল ধুতী লয়ে নবীন-বাবুর পরিধেয় আর্দ্র বস্ত্রখানি ছাড়ায়ে লইল। ইতিমধ্যে গোলকের চাকর দুখানি থালে মাখন, মিছিরি, খাসা আঁব, গোলাবজাম, পেস্তা ও নানাবিধ মিষ্টান্ন এনে দুখানি আসন পেতে দু-গেলাস জল রেখে গেল। গোলক নবীনবাবুকে হাত ধরে বসালে। নবীন খাদ্য দ্রব্যের আয়োজন, রূপার থাল, রূপার ঘটী দেখে গোলোককে একজন বিশেষ ধনী বলে বোধ করে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "আপনার কলিকাতায় আসিবার উদ্দেশ্য?"

গোলক। আমি দেশে বাড়ী ভাল করে তৈয়ের কর্‌চি, এখান থেকে জিনিস পত্তর কিনে সেখানে সাজাব, এই মানসে এসেছি।

নবীন। আপনার তবে এখানে অধিককাল থাকা হবে না?

গোলক। আপাততঃ মাস দুই আছি, কিন্তু আমি বাড়ীটী পাঁচ বৎসরের জন্য গ্রিমেণ্ট করে নিয়েছি; তার কারণ এই যে, আমি মধ্যে মধ্যে আবশ্যক মতে কলিকাতায় এসে এখানে থাক্‌বো, প্রতিবারেই কোথায় বাড়ী ভাড়া কর্‌তে যাব, তাই পাঁচ বৎসরের জন্য গ্রিমেণ্ট করেচি।

নবীন। মহাশয় প্রচুর জলখাবার আয়োজন করেচেন, এ খেয়ে বাড়ীতে আর ভাত খাওয়া হবে না।

গোলক। আপনি যা অনুগ্রহ করে বলেন, আমি মশায়কে যে ভাল করে খাওয়াই এমন কি—

নবীন। অতি উত্তম সামগ্রী, যথেষ্ট পরিমাণে।

গোলক। (হাসিতে হাসিতে) এ আপনাদের এখানকার জিনিস, আপনারা যা সর্ব্বদা খেয়ে থাকেন তা আমরা দেশে ম্যাওয়া বলে খাই।

নবীন। আপনার কথা বড়মানুষদেরি বলা খাটে, আমি দুঃখী লোক, আমাকে ও কথা বলা সাজে না।

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে জলখাওয়া শেষ হলো। একজন চাকর ওমনি তামাক আর পান এনে নবীনবাবুর হাতে দিল। নবীনবাবু তামাক পান খেয়ে আপনার বাড়ী আসিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

———o———

"বড়র পিরিতী বালীর বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ী ক্ষণেক চাঁদ॥"

সময়ে কিছুই অবিদিত বা অপ্রকাশিত থাকে না। অন্ত-রীক্ষে যোজনান্তরিত বালুকাবিন্দুসদৃশ অগণিত তেজোময় নক্ষত্রগণের আকার প্রকার ক্রমে পরিজ্ঞাত হইল। গভীর-নিনাদ-বিস্তারিণী জলদমালায় অনুপম প্রভা-রমণীয়া সৌদা-

মিনীরও বিশ্ববিস্ময়কর ক্ষমতা ভুবনে বিদিত হইল। পৃথিবী-গর্ভে রমণীয় হীরকাদি মহামূল্য রত্নসমূহের কৌতূহল-জনক আকর সকল দর্শনে বসুন্ধরা নামের যাথার্থ প্রতিপাদিত হইল। মৃণালতন্তু-সদৃশ অতি সূক্ষ্ম প্রতিভাশালী সুন্দর নয়ন-পলাশ রমণীয় হইলেও মাংসবিরহিত অস্থিময় শীর্ণ-দেহে ভয়ঙ্কর অলক্ষ্য যক্ষ্মার ও প্রবল অনিষ্টকারিতা প্রকাশিত হইল। সপ্তাহ অতীত হইতে না হইতেই গোলকচন্দ্রের বাহ্যিক সাধুতা ও সরলতা পরিজ্ঞাত হইল, কিন্তু তাহার অশনি-কঠিন দুর্ভেদ্য দূরবজ্ঞেয় কুটিলহৃদয়ে ভয়াবহ নিষ্ঠুর অভি-সন্ধির অণুমাত্রও এখনও প্রকাশিত হয় নাই; সময়ে কিছুই অবিদিত থাকিবে না।

মসীজীবীদের সুখের শনিবার রাত্র প্রভাত হইল। এক সপ্তাহ অতীত হইল, পুনরায় রবিবার আইল। দিননাথ সৃষ্টিপতির অলঙ্ঘ্য নিয়মের অধীনে জগতে আপনার তেজো-রাশি বিস্তার করিলেন। বনে, উপবনে কুসুমকলিকা সকল প্রস্ফুটিত হইল; নিদ্রিত জীব সকল জাগরিত হইল। নবীন বাবুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, নবোদিত সূর্য্যকিরণে গৃহ আলোকিত হইয়াছে; জগত পুনরায় কোলা-হলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। অতএব শয্যাতে আর থাকা উচিত নয়, অথচ ঈশ্বরের উপাসনা না করে সংসারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া অনুচিত ভেবে নয়ন দুটি মুদ্রিত করে একমনে অখিল-নাথকে ভক্তিভাবে ডাকিতে লাগিলেন। উপাসনা শেষ হলো, নবীনবাবু শয্যায় উঠে বস্‌লেন। এমন সময়ে সুলো-চনা গৃহকর্ম্ম অনেক সমাধা করে, স্বামী এখনও নিদ্রিত

ভেবে, তাঁহাকে উঠাবার জন্য ঘরে প্রবেশ করে, মশারিটি তুলেই দেখেন, স্বামী বসে আছেন, দেখে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, "উঠেচ।

নবীন। হ্যাঁ ভাই, উঠিচি, তুমি কি আমায় উঠাতে এয়েচ ?"

সুলোচনা। হ্যাঁ।

নবীন। এক গাছা দড়ী কি নিয়ে এয়েচ ?

সুলোচনা। কেন ?

নবীন। (হাসিতে হাসিতে) নাকে দাও ঘুরিগে।

সুলোচনা। (হাসিতে হাসিতে কাছে বসে) রাত্তিরে পাকিয়ে রেখেচি, মুকটুক্ ধুয়ে এসো পরিয়ে দিচ্চি।

নবীন। মুখ ধুতে গিয়ে যদি পালিয়ে যাই ?

সুলোচনা। (হাসিতে হাসিতে) যে সাধ করে বাঁধন নেয়, সে কি কখন পালায় ? (বলে নবীনবাবুর গলায় হাত খানি দিয়ে অতি মিষ্টস্বরে গান আরম্ভ করিলেন।)

"সুখের প্রণয়-ধনে, রাখিতে অতি যতনে।
বল দেখি প্রাণনাথ, কার না বাসনা মনে॥
একান্ত বাসনা মনে, রাখিব হে তোমা ধনে,
প্রেম অনুরাগ ভরে, সদা নয়নে নয়নে॥"

সরলহৃদয়া সুলোচনার এই বিশুদ্ধ প্রণয়-সম্ভূত গানটি শুনে নবীনবাবুর হৃদয় পবিত্র ও পুলকিত হলো। তিনি সপ্রণয়ে সুলোচনার হাতখানি ধরে সজলনয়নে তাঁহার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চেয়ে রহিলেন, ও অতি স্নেহভরে আপনার দক্ষিণ হস্ত সুলোচনার মস্তকে দিয়ে মনে মনে আশীর্ব্বাদ

করিলেন। আহা! এই সময়ে প্রণয় ও বাৎসল্য ভাব যেন একত্রে তাঁহার মনমন্দিরে আবির্ভাব হইল। তিনি আদরে সুলোচনার মুখচুম্বন করে শয্যা হইতে উঠিলেন—উঠিয়া বাহিরের দরোজা পর্য্যন্ত এসে দেখেন, গোলকচন্দ্র তাঁহার জন্য অপেক্ষা কচ্চে—দেখে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "আজ যে সকালেই আপনার অনুগ্রহ হয়েচে ?"

গোলক। আজ্ঞে হ্যাঁ, একটা অনুরোধ কর্‌বো বলে এসেচি।

নবীন। অনুরোধ আমাকে! আমি ত হাজির আছি, হুকুম করুন।

গোলক। এমনও কথা—বল্‌চি কি, আজ বিকেলে এক বার বড়বাজারের দিকে যাব, আপনাকে অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

নবীন। তা আর বল্‌বার দরকার কি, কিছু কেন্‌বার দরকার আছে না কি ?

গোলক। থান কতক ভাল ঢাকাই আর তুছড়া মুক্তোর কণ্ঠী।

নবীন। আমার সঙ্গে যদি পরামর্শ করে কেন্‌বার মানস করে থাকেন, তাহলে ত চিত্তির হবে, আমি ত এই বয়সে গোটা দুই বিলিতি মুক্ত বই আর কিছু কিনি নি।

গোলক। (হাস্‌তে হাস্‌তে) তা না চেনেন্‌, নেই নেই, আপনি দেখে পছন্দ করে দেবেন।

নবীন। আমি তাও পার্‌বো না।

গোলক। (হাসিতে হাসিতে) তা না পারেন, আপনি সঙ্গে গাড়ীতে বসে যাবেন।

নবীন। (হাসিতে হাসিতে) তা আর কোন্ লজ্জায় না পার্‌বো।

গোলক। তবে এই কথা রইল।

নবীন। আচ্ছা, কটা বাজ্‌লে ?

গোলক। ৪॥ টে—৫ টা।

নবীন। আচ্ছা।

এই কথা বলে গোলক প্রস্থান কর্‌লে। নবীনবাবু আহারাদি অন্তে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। ক্রমে বেলা ৪॥ টা হলো। গোলকচন্দ্র একখানি গাড়ী ভাড়া করে নবীনবাবুর দরজায় এসে নাব্‌লো। নবীনবাবু কাপড় চোপড় পরে গাড়ীতে উঠ্‌লেন। গাড়ী চল্‌লো। তাঁরা দুজনে কথা কহিতে কহিতে ক্রমে বড়বাজারের চকে এসে পৌঁছিলেন। গোলকের হাতে টাকার একটি থলী। থলিটী হাতে করে গোলক প্রথম নাবলো, তারপর নবীনবাবু নাব্‌লেন। দুজনায় কথা কহিতে কহিতে একখানা রেশমি কাপড়ের দোকানে প্রথমে গিয়ে বসে, টাকা কুড়ির রেশমি কাপড় কিন্‌লেন। তারপর ঢাকাই কাপড়ের দোকানে গিয়ে সেখান থেকেও টাকা পঁচিশের মত ঢাকাই ধুতী, উড়ানী, শাড়ী কিন্‌লেন। অবশেষে একটি মুটের মাথায় কপড়গুলো দিয়ে মতির দোকানে এলেন। সেখান থেকে বেচে বচে ভাল দুছড়া মুক্তার কণ্ঠী হাতে করে খানিকক্ষণ দেখে, নবীন বাবুকে হাস্‌তে হাস্‌তে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "কেমন এ দুছড়া পছন্দ হয় ?

নবীন। দেখ্‌তে বেস, তারপর আর কিছু জানি নি।

গোলক। (দোকানদারের দিকে চেয়ে) ইস্‌কা মুল কেত্‌না।"

দোকানদার। বাবু নশো রোপেয়া।

গোলক। ঠিক্ দর বোল্ দিও, হাম ইস্‌কা যাচাই করেঙ্গে।

দোকানদার। কর্‌লিজিয়ে বাবু—হাম ঠিক দর বোল্ দিয়া, আপ্ যাঁহা খুসি উঁহি যাচাই করি এ।

গোলক। তোম বদ্রি খোট্টাকো জান্‌তে হোঁ?

দোকানদার। হাঁ সাহেব—উন্‌কাতো জহরত্‌কা দোকান হ্যায়।

গোলক। হাম উঁহিপর জাচাই করেঙ্গে, হামারা রোপেয়া সাত্ এই বাবু ইহাঁ রহে, হাম বদ্রিকা দোকাম্‌মে যাচাই কর্‌লে আঁওয়েঁ—ও হাম্‌কো জহরত দেতা হায়;

এই কথা বলে গোলক নবীনবাবুর হাতে টাকার থলীটে দিয়ে মুক্তার বাক্স লয়ে দোকান থেকে বেরোল। আধ ঘণ্টা কাল গেল, গোলক ফিরিল না। ক্রমে এক ঘণ্টা হলো গোলকের দেখা নাই। নবীনবাবুর মনে ভয় হলো, দোকানদার নবীনবাবুকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে লাগ্‌লো, নবীন-বাবু গোলকের বিষয় যা জানেন তা ছাড়া আর কিছুই বল্‌তে পার্‌লেন না। দোকানদার সভয়ে ও শশব্যস্তে বদ্রির দোকানে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে সে বল্লে, আমি চিনি না। দোকানদার তখন কোন জুয়াচোর কর্ত্তৃক প্রতা-রিত হয়েছে নিশ্চয় মনে করে একজন পাহারওয়ালা সঙ্গে করে এসে, নবীনবাবুকে গেরেপ্তার কর্‌লে। নবীন এই

স্বার্থপর পৃথিবীতে গোলকের অসাধারণ ভদ্রতা ও তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিবার কারণ এখন বুঝিতে পারিলেন—পেরে, কপালে করাঘাৎ করে, থলীটি খুলে দেখেন, থলীর উপরে গোটা কত টাকা রয়েচে, তার পরে সব পয়সা, দেখে তাঁর বুক শুকিয়ে গেল, চোক দুটো ছল্ ছল্ কর্‌তে লাগ্‌লো আহা! নিরহ ভালমানুষের এ কি বিপদ! একে দোকান-দার, তাতে আবার খোট্টা, তার ওপর এই ক্ষতি, সে তো এসেই নবীনবাবুকে দু-চার মুষ্টাঘাত কর্‌লে, নবীনবাবু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলেন। পাহারওয়ালা একে চায় আবে পায়, নবীনবাবুকে ধরে "শালা জুয়াচোর কাঁহা তোমার আদ্‌মি হায়, হাজির কর্" বলে লাঠীর দু-চার গুতো দিলে। নবীনবাবু একে কাহিল মানুষ, তার উপর এই চোর বদ্‌নাম তার উপর এই মুষ্টাঘাত ও লাঠীর গুতো খেয়ে, অত্যন্ত কাতর হয়ে বল্লেন "বাবা মারিস্‌নে, চল্ তোর সাহেব তজ-বিজ করে যদি আমাকে জুয়াচোর বলে, তা হলে মারিস এখন।" পাহারওয়ালা "তোম্ শালা পাকা চোর হ্যায়—" বলে একজন দোকানের লোকের মাথায় কাপড়ের বস্তা ও টাকার থলীটে দিয়ে নবীনবাবুকে এক ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় এনে হাত বেঁধে থানায় নিয়ে চল্লো। রাস্তার লোকেরা নবীনবাবুকে দেখে আপনা আপনি বলাবলি কর্‌তে লাগ্‌লো, "আজকের বাজারে লোকেদের চেনা যায় না, এই দেখ এ লোকটা দেখতে কেমন ভদ্র, কিন্তু ব্যাটা চোর।" নবীনবাবু ঘাড়টি হেঁট করে এই সব কথা শুনতে শুনতে চল্লেন, কি কর্‌বেন? এমন অবস্থায় আপনার পরিচয় দিয়া তাহা-

দের নিকট সাধু পরিচিত হওয়া দুরাশা মাত্র! নবীনবাবু মুখ হেঁট করে বরাবর থানায় এলেন, উপরের ঘরে গিয়ে উঠলেন। সারজনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। প্রথমে দোকানদার আপনার অভিযোগ করলে। তৎপরে নবীনবাবু আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ বিস্তারিত করিয়া বলিলেন ও ইতিপূর্ব্বে যে গুরুতর রূপে প্রহারিত হয়েছেন তাহাও বলিলেন। সারজন সমস্ত শুনে আপন দৈনিক রিপোর্ট বয়ে লিখে লয়ে বল্লে, "দেখো জমাদার এই আদ্‌মি কো আওর মত্‌ মারো।"

একজন পাহারওয়ালা নবীনবাবুর হাত বেঁধে লয়ে চল্‌লো তাহার সঙ্গে একজন জমাদারও চললো। রাত্রি প্রায় ৭॥০ টা হয়েছে, চন্দ্র উঠে নাই, আকাশ অল্প অল্প মেঘে আচ্ছন্ন, অন্ধকার। এই অন্ধকার নবীনবাবুর পক্ষে শুভকর। তিন জন বরাবর গোলকের বাসা পর্য্যন্ত এসে দেখলে দরোজায় কুলুপ দেওয়া। নবীনবাবু যা ভেবেছিলেন তাই হলো, গোলক পলাতক। দু চারজন প্রতিবাসী নবীনবাবুকে এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখে দুঃখিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন। নবীনবাবু সংক্ষেপে সমস্ত বিবরণ বলিলেন। তাঁহারা নবীনবাবুকে বহুকালাবধি অতি সৎ বলে জান্‌তেন, সুতরাং তাঁহার প্রতি এই চোর অপবাদ তাঁহারা কেহই বিশ্বাস করিলেন না, বরং সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। কিন্তু তিনি আপাততঃ চোর-বলে ধৃত হয়েছেন, তাঁহারা সেই জন্য সাবধানের সহিত তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে জমাদার বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান করে জানিল যে গোলক পলাইয়াছে,

তখন সে নবীনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলে "ও শালাতো ভাগা হ্যায়—আভি বোলো তোমার বাড়ি কাঁহা ?"

নবীন। আমার বাড়ী এই কাছে জমাদার সাহেব।

জমাদার। তব্ উস্‌কা সাত্ তোমারা দোস্তি রহা—তোমভি চোর হ্যায়—

নবীন। নেহি জমাদার সাহেব, হাম তোমরা সাহেবকো আচ্ছা কর্‌কে সমজা দিয়া।

জমাদার। সম্‌জানেছে কেয়া হোগা ? আভি তোমারা বাড়ী চল্।

নবীন। জমাদার সাহেব আমি বাড়ী গিয়ে আমার স্ত্রীকে বলে কয়ে যাব।

জমাদার। কেয়া হাম্ তোমকো শুশুরবাড়ী পোঁহুছানে আয়া ? (বলে এক ধাক্কা)

নবীন। মার কেন জমাদার সাহেব একটু মেহেরবানি করো।

জমাদার। চোরকো উপর মেহেরবানি কেয়া, আভি চল্।

নবীন। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়ে মনে মনে) হা পরমেশ্বর! আমার কি দুর্গতি। একেতো দুঃখী, একমুটো এনে খাচ্ছি-লুম তার উপর এ কি বিপদ!

নবীনবাবু জমাদারের এইরূপ নিষ্ঠুর সতেজ কথাতে প্রতিবাসীদের সম্মুখে অত্যন্ত অপমানিত হয়ে তাহাকে আর কিছু না বলে আস্তে আস্তে আপন গৃহাভিমুখে চলিলেন বটে; কিন্তু এখন তাঁহার আপনার গৃহ আপনার নয়। দোষ

ব্যস্ত না হবার পূর্ব্বে তিনি এরূপ গুরুতর প্রহারিত হয়েছেন, যে চলিতে পারিতেছেন না। বাড়ী গিয়া যে বিশ্রাম করিবেন, তাঁহার স্ত্রীরত্ন সুলোচনা এসে যে তাঁহার সেবা করিবেন, এমত আশা তাঁহার নাই। প্রভাতে তিনি কি সুখী ছিলেন! এখন পথের ভিখারী অপেক্ষাও দুঃখী। তিনি আস্তে আস্তে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন, তাহার বুক দুর্ দুর্ করিতে লাগিল, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইতে লাগিল, শরীর থর থর কাঁপিতে লাগিল। সুলোচনা তাঁহার এই দুর্গতি দেখে কতই ক্লেশ পাবেন—তিনি কেবল এই ভাবনাই করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁকে না বলে যাওয়া যুক্তিসিদ্ধ নয়; যেহেতু এ বৃত্তান্ত কিছু ছাপা থাক্‌বেনা—শুনিলে না জানি তাঁর মনে কত ভাবনা হবে, ছেলে দুটিকে তার অনুপস্থিতে কে রক্ষা করবে—এই চিন্তায় তাহার হৃদয় ব্যাকুল হলো। তিনি জমাদারকে পুনরায় বলিলেন "জমাদার সাহেব একবার অমায় বাড়ীতে বলে কয়ে আস্‌তে দিও।

জমাদার। কেয়া তোম্‌কো হাম ছোড়েঙ্গে?

নবীন। আচ্ছা না ছোড়ো আমাকে ধরে থেকো, আমি দুটো কথা কয়ে যাব (গোপনে) আমি তোমাকে একটা টাকা দেবো তখন।

জমাদার। আচ্ছা চল্, মগর পাহারওয়ালা তোম্‌কো পাকড়কে রহেগা।

নবীন। আচ্ছা।

এই বলে নবীনবাবু বাড়ীর দ্বারে এসে আঘাত করিতে লাগিলেন। বাড়ীর দাসী এসে দরজা খুলে নবীনবাবুর হাত

বাঁধা আর পাগারওয়ালা জমদার দেখে, দাসী ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে খানিকটে চেয়ে দৌড়ে বাড়ীর ভিতরে গিয়ে চেঁচিয়ে বল্লে "ওমা বাবাকে বেঁধে নিয়ে এসেচে, ঝপ্‌করে নেবে এস। সুলোচনার কাণে এই কথা বজ্রাঘাতের ন্যায় বোধ হলো। "আমার কি হলো" বলে সুলোচনা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়ে এসে উঠনে দাঁড়ালেন। ছোট ছেলেটী "বাবা বাবা করে দৌড়ে বাপের পা জাপ্‌টিয়ে ধরলে। নবীনবাবু আর থাক্‌তে পার্‌লেন না, কেঁদে উঠ্‌লেন। দুই চক্ষের জল দর দর হয়ে বুকে পড়্‌তে লাগ্‌লো। তিনি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে আপনার দুর্দ্দশার কথা সব বলে, শেষকালে বল্লেন "তুমি তবে ছেলে দুটিকে দেখ আমি এখন চল্লুম"—এই কথা বলাও যা আর, সুলোচনা অমনি ছিন্ন তরুর ন্যায় মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়িলেন। নবীনবাবুর আর ভাবিবার সময় নাই, যদিও হস্ত বাঁধা এবং প্রহারে ও দুর্ভাবনায় ক্ষীণ হয়েছেন, কিন্তু এই বিপদে হঠাৎ তাঁহার বল স্বাভাবিক বল অপেক্ষা দশগুণ হলো, তিনি সিংহের ন্যায় এক লম্ফ দিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নিকটে গেলেন, ও তাঁহার মস্তক লয়ে স্বীয় উরুদেশে রাখিয়া অনিমিষ লোচনে তাঁহার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। দুই একজন প্রতিবেশী যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে বাড়ী পর্য্যন্ত এসেছিলেন, তাঁহারা শশব্যস্তে কেউ জল, কেউ পাখা এনে দাঁড়ালেন। ছোট ছেলেটি সুলোচনার পিটের কাছে গিয়ে "ওমা—মা—ওমা" বলে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। সুলোচনা একে আট মাস গর্ভবতী, তাতে আবার সজোরে ভূমিতে পড়ে মূর্চ্ছিতা হয়ে অজ্ঞান হয়েছেন, দেখে নবীনবাবু বাহ্যজ্ঞান-

হীন পাগলের মতন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলেন। চক্ষের জলে বুক ভেষে যেতে লাগ্লো। পুলিষের পাষণ্ড লোক দুটোও এই প্রকৃত বিপদ দেখে নবীনবাবুকে পুনরায় না ধরে কাটের পুতুলের মত চেয়ে রইল। ক্রমে, প্রায় আধ ঘণ্টা পরে, প্রতিবাসীদের সাহায্যে পতি-প্রাণা সুলোচনার জ্ঞান হলো, তিনি চেয়ে দেখ্লেন অনেক লোক, তাদের মধ্যে পুলিষের দুজন লোকও আছে—দেখে শিহরে উঠ্লেন, স্বামীর হাতখানি দৃঢ়রূপে ধর্লেন। ছোট ছেলেটি মাতার চেতনা হয়েছে দেখে, আহ্লাদে বাপের দাড়ি ধরে বল্লে, "বাবা মা, চেয়েচে তুই দেখ্তে পাচ্চিস্ নে, ঐ যে "মা চেয়েচে, তুই কাঁদ্‌চিস্ ক্যান?" বলে হাত দিয়ে বাপের চোকের জল যত মুছিয়ে দিতে লাগ্লো, নবীনবাবু ততই ফুলে ফুলে কাঁদ্‌তে লাগ্লেন। ইতি মধ্যে পাহারাওয়ালা এসে নবীনবাবুর হাত ধর্লে। নবীনবাবুর কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে সুলোচনার কাণে কাণে গোটাকতক কথা আস্তে আস্তে বল্লেন। সুলোচনা উঠে বস্‌লেন। পাহারাওয়ালা নবীন বাবুকে আর থাক্‌তে না দিয়ে নিয়ে চল্‌লো। নবীনবাবু যাবার সময় প্রতিবাসীদের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "আপনারা অনুগ্রহ করে এই বিপদের সময় এদের দেখ্‌বেন।"

———

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

—ঃ০ঃ—

" এ বড় রঙ্গের কথা।"

পর দিন, সোমবার, রাত্রি নয়টা। চন্দ্র এখন উঠে নি বলে তারাগুলি যেন সাধ্যমত আলো দিচ্চে। শালখেয় রাত্রি নয়টা বেজেচে, গলির রাস্তায় আর লোক জন বড় নেই—দুই এক জন এদিক ওদিক যাচ্চে, দোকানী পসারি সব আপনার আপনার ঝাঁপ বন্দ কর্‌বার উদ্‌যোগ কচ্চে, এমন সময় উপেন্দ্রবাবুর বাগানের ফটকের কিছু দূরে, একটি সুন্দরী স্ত্রী ঊর্দ্ধশ্বাসে হন্‌ হন্‌ করে আস্‌চে। সুন্দরীটির বয়স বোধ হয়, কুড়ি বৎসর—বর্ণ যত দূর সুন্দর হতে হয়—ক্ষীণাঙ্গী, মুখ যেন ছাঁচে তোলা, প্রায় নিখুত বল্লেও বলা যায়, হাত পা গুলি গোল গোল, অতি রমণীয়, সুধু তারার আলোকেই ধপ ধপ্‌ কর্‌চে। মেয়েমানুষটী ছুটে ছুটে আস্‌চে; কিন্তু তার পায়ের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে বোধ হয় না, যে সে হেঁটে আস্‌চে—যেন একটী পরী বাতাসের ভরে এগিয়ে এগিয়ে আস্‌চে। স্ত্রীলোকটীর পেছনে দুইজন খোট্টা মাতাল হয়ে টল্‌তে টল্‌তে গোল কর্‌তে কর্‌তে আস্‌চে। মেয়েমানুষটির হাতে একটী ছোট টিনের বাক্স। সে যত ফটকের কাছ বরাবর আস্‌তে লাগ্‌লো, ততই বেসি দৌড়িতে লাগ্‌লো। অবশেষে ঝাপ্‌ করে ফটকের ভিতর ঢুকে কপাটের পাশে এসে লুকাল।

যুবতী স্ত্রীকে কোন বিপদে পড়িতে দেখিলে অতি পাষণ্ড পুরুষও পরম দয়ালু হয়। এই স্ত্রীলোকটি একে যুবতী, তাতে আবার পরমসুন্দরী, যখন দৌড়িয়ে দরোজার পাশে এসে দাঁড়াল, দরোয়ান শশব্যস্তে উঠে দাঁড়িয়ে কি করবে থা পা পেলে না। রমণী আড়াল থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে অতি কাতর ভাবে আস্তে আস্তে বল্লে, "আমাকে বাঁচাও এই মাতাল গুল আমাকে ধর্‌তে আস্‌চে।" দরোয়ান, এই কথা শুনে চেয়ে দেখ্‌লে দুজন খোট্টা টল্‌তে টল্‌তে আসচে—দেখে বল্লে, "আপ্‌কো ডর নেহি, আপ ইহাঁ রহ।" এই কথা বল্‌তে না বল্‌তে সেই দুটো খোট্টা ফটকের কাছে এসে উঁকি মেরে দেখ্‌লে কাহাকেও দেখ্‌তে পেলে না। তাহাদের মধ্যে একজন বল্লে, "কিস্তি কাঁহা ঘুসা রে?" অপর উত্তর কর্‌লে "এই বাগানমে ঘুসা হায় মালুম হোতা।" দরোয়ান এই কথা শুনে রাগভরে বল্লে, "ভাগো হিঁয়াসে বদ্‌মাইস মাতোয়ালা, আভি ডাণ্ডা দেগা।"

খোট্টা দুটো ধমকানি খেয়েই হোক্, আর যে কোন কারণেই হউক, কিছু না বলে পুনরায় টল্‌তে টল্‌তে চলে গেল। রমণী উঁকি মেরে দেখ্‌লে কেউ নেই, তখন আস্তে আস্তে বেরিয়ে দরোয়ানের সমুখে দাঁড়িয়ে অতি কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "হ্যাগা এটি কার বাগান?"

দরোয়ান। এই বাগান? এ উপেন্দ্রবাবুকা হ্যায়।

কামিনী। এ বাগানে কে আছে?

দরোয়ান। একটি মেয়েমানুষ আছে।

কামিনী। বাবু?

দরোয়ান। বাবু আপনা ঘরে মে আছে—কেন?

কামিনী। (একটী গিনি হাতে করে) বড্ড ভয় পেয়েচি, আমি আজ এখানে শুয়ে থাক্‌বো, তুমি গিনিটী নেও—আমাকে বাঁচাও।

দরোয়ান কামিনীটির অসামান্য রূপলাবণ্য দেখে একে বিস্মিত হয়েছিল, তার ওপরে তাহার সহায়হীন অবস্থা আর অসামান্য দানশীলতা দেখে আরও বিস্মিত হয়ে, তাহার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বল্লে, "হামকো বোলনে হোগা, আপনি কে?"

কামিনী। আমি যে হই, আমি একজন মেয়েমানুষ। রাত্তির হয়েচে, আমি আজ এখানে থাক্‌বো, আমাকে একটু শোবার জ্যায়গা দেও।

এই কথা বলে কামিনী গিনিটি দরোয়ানের হাতে দিল। দরোয়ান গিনিটি হাতে করে একটু ভেবে বল্লে, "হাম ভিতরে বলে আসি।"

কামিনী। আচ্ছা যাও।

অল্পক্ষণ পরেই দরোয়ান বাহিরে এসে বল্লে, "হ—ই—য়ে—ছে আপনি আসো, কাল সকালে যাওয়া হবে?"

কামিনী। (ঈষৎ হেসে) কাল সকালে একখানি পাল্‌কি ডেকে দিও আমি যাবার সময় তোমায় আবার কিছু দিয়ে যাব।

দরোয়ান। (অতিশয় আহ্লাদিত হয়ে) আপনি কাল সোকালে যব হুকুম কর্‌বে, হামি তব পাল্‌কি আনে দেবো।

কামিনী। আচ্ছা, এখন আমাকে নিয়ে চল।

এই কথা শুনে দরোয়ান আগে আগে কামিনী পিছু পিছু চল্লো। ক্রমে তারা উপরে গিয়ে উঠ্‌লো। নিস্তারিণী কে মেয়েমানুষ ভয় পেয়ে এসেচে দেখিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্তা হয়ে আপনার ঘর থেকে বেরিয়ে আস্‌চে, এমন সময় সিঁড়ীর উপর দেখা হলো, দেখা হতেই নিস্তারিণী কামিনীর রূপ দেখে শিহরে উঠ্‌লো। কামিনী নিস্তারিণীর কাছে গিয়ে (অল্প হাসতে হাসতে) বল্লে আমাকে আজ রাত্তিরের মতন একটু আশ্রয় দিতে হবে—আমি রাস্তায় বড্ড ভয় পেয়েচি।

নিস্তারিণী। তা থাক না আমরা দুজনে থাক্‌বো অ্যাখন।

দরোয়ান এই কথা শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে নেবে গেল। নিস্তারিণীর দাসী মেয়েমানুষটির দিকে আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "হ্যাগা তুমি দেখ্‌চি কোন বড়মানুষের মেয়ে; তুমি অ্যাত রাত্তিরে রাস্তায় একলা বেরিয়ে ছিলে ক্যান গা?"

কামিনী। ওগো বল্‌বো কি আমার বড় পোড়া কপাল। আমার বাপের সঙ্গে আমার শ্বশুরের অনেক দিন ধরে ঝকড়া যাচ্চে। আমার সোয়ামী বিদেশ গিয়ে ছিল, সম্প্রতি এসেচে, শুনচি তাঁর ব্যাম হয়েচে, আমার বাবা তো আমাকে পাঠাবেন না, তাই লুকিয়ে তাঁর কাছে যাচ্ছিলুম। আমি তো একলা পথ কখন চিনি নি, আর রাত্তিরকাল, দু'টা খোট্টা মাতাল হয়ে যে তাড়া করেছিল, আমার এখন বুক ধড়াস্ ধড়াস্ কর্‌চে, আমি একটু জিরুই, তার পর সব কথা বল্‌বো।

নিস্তারিণী। এস ঘরের ভেতর এস।

উভয়ে ঘরের ভিতর গিয়ে বস্‌লো। দাসীও ঘরের ভিতর তাদের সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে বস্‌লো।

দাসী। ওমা তোমার তো খুব সাহস গা—তুমি একলা কেমন করে পালিয়ে যাচ্ছিলে?

কামিনী। আমি কি আর সাধ করে যাচ্ছিলুম (নিস্তা-রিণীর দিকে চেয়ে) বল্‌তে পারি নি যদি আমাকে কিছু আনিয়ে দেও বড্ড ক্ষিধে পেয়েচে (বলে একটী টাকা নিস্তা-রিণীর হাতে দিল)।

নিস্তারিণী। তোমার আর টাকা দিতে হবে না আমি দিচ্চি।

কামিনী। তা হোক না আমি দিচ্চি।

নিস্তারিণী। ঝি কিছু খাবার এনে দেও তো।

দাসী টাকাটি নিয়ে খাবার আন্‌তে গেল।

নিস্তারিণী। তোমার সোয়ামী তোমাকে ভালবাসে?

কামিনী। (ছল ছল চক্ষে) হ্যাঁ (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে) আমিও তাকে বড্ড ভালবাসি।

নিস্তারিণী। তা দেখ্‌তে পাচ্চি—এই যে পালিয়ে যাচ্চ, যখন তোমার বাপ টের পাবে, তখন কি হবে?

কামিনী। কি হবে—আমি কোন দুষ্কর্ম্ম কর্চ্চি নি, আমি কি চিরকাল বাপের ঘরে থাক্‌বো?

নিস্তারিণী। তোমার বাপ খুব বড় মানুষ?

কামিনী। হ্যাঁ আমার শ্বশুরও খুব বড় মানুষ।

নিস্তারিণী। তোমার ভাই, ভাতার ক্যামন দেখ্‌তে?

কামিনী। (মুচকে হেসে) আমার মতন।

নিস্তারিণী। তবে বেস সুন্দর!

কামিনী। (হাসিয়া) আমার মনের মতন এই কথা বার্ত্তা হচ্চে, এমন সময় দাসী জলখাবার নিয়ে এসে একখানা বড় রিকাবিতে খাবার সাজিয়ে, আগন্তুক স্ত্রীলোকটির কাছে রেখে, আঁচল থেকে একটী আধুলি নিয়ে তার হাতে দিতে গেল; স্ত্রীলোকটী আধুলি দেখে বল্লে "ঝি তুমি আধুলিটি ন্যাও, আহা! এতটা গিয়েচ, আমি যাবার সময় তোমাকে আবার দিয়ে যাব।

দাসী আধুলিটী পেয়ে বড় খুসি হয়ে, তাড়াতাড়ি জল আর পান এনে দিলে। কামিনী নিস্তারিণীকে খাওয়াবার জন্য বড্ড জেদ করতে নিস্তারিণী একটা ছানাবড়া তুলে নিয়ে একটু একটু করে চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে লাগলো। কামিনী আপনার ইচ্ছা মত কিছু খেয়ে জল আর এক খিলি পান খেলে। নিস্তারিণী ঝিকে ডেকে বল্লে, "ঝি তুমি আজ মাঝের ঘরে গিয়ে শোও, আমরা অ্যাখন দুজনে বৈঠকখানায় শুয়ে থাকবো।" ঝি খাবার রেকাবি খানা তুলেনিয়ে, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে শুতে গেল। রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটা। দরোয়ানও দরোজার ফটক বন্ধ করে শুতে গেল।

নিস্তারিণী। তোমার ভাতার ভাই, যদি তোমাকে অ্যাত ভালবাসে তো তোমাকে ছেড়ে বিদেশে গেল কেমন করে?

কামিনী। সে কি করবে? পশ্চিমে কোন রাজার কাছে ভাল একটা চাকরি হয়েছিল বলে আমার শ্বশুর তাকে বলে

কয়ে পাঠিয়েছিল। যাবার সময় সে আমাকে কত করে বলে গিয়েছিল যে আমার কাজ যদি পাকা হয়, তা হলে তোমায় নিয়ে যাব, তা না হলে শীগ্গির ফিরে আস্‌বো।

নিস্তারিণী। তাই বুঝি ফিরে এয়েচে?

কামিমী। (মৃদু হেসে) হ্যাঁ।

নিস্তারিণী কথা কহিতে কহিতে উঠে ঘরের দরোজা বন্ধ করে কামিনীকে নিয়ে খাটে গিয়ে বস্‌লো। কামিনী খাটে হ্যালান দিয়ে বসে একটা পান নিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, তুমি কি ভাই রাত্তিরে এখানে একলা থাক?

নিস্তারিণী। না, যে দিন বাবু আসে, (বলেই লজ্জায় ঘাড়টি হেঁট কর্‌লে।

কামিনী। (মনে মনে হেসে) তুমি যে জন্যে লজ্জা কর্‌চো আমি—তা—শুনিচি।

নিস্তারিণী। (হেঁট মুখে) কার কাছ থেকে?

কামিনী। দরোয়ানের কাছ থেকে একটু একটু শুনিচি, তাতে লজ্জা কি? যদি ভাই একটা জায়গা পড়ে থাকে, আর যদি তাতে কেউ গাছ না দেয়, তা হলে কি ভাই সেখানে গাছ আপনা আপনি হয় না?

নিস্তারিণী। (আশ্চর্য্য হয়ে, মুখতুলে) তা হয়।

কামিনী। আমাদের মেয়েমানুষের প্রাণ সেই রকম। ভাতার যদি যত্ন করে ভালবাসা না পোঁতে, তা হলে কি ভালবাসা জন্মায় না? জন্মায়, কিন্তু তার ফল ভাতারে ভোগ কর্‌তে পায় না—বোধ হয় তোমার ভাতার তোমাকে ভালবাস্‌তো না।

নিস্তারিণী। আমার বাপ মা আমাকে একটা বুড়ো মিন্‌ষে ধরে বিয়ে দিয়েছিল, সে যদিও আমাকে ভালবাসে— আমি তো তাকে ভালবাসতে পারি নি।

কামিনী। (বৈঠকখানায় একখানি বেহালার দিকে অঙ্গুলী দিয়ে দেখাইয়া দিয়ে) তা বই কি! এই যে ভাই বেহালাখানি কেমন মিষ্টি বাজনা. একি ভাই যার তার হাতে বাজে? কিন্তু যে বাজাতে জানে তার হাতে ক্যামন বাজে?

নিস্তারিণী। (কামিনীর গলা ধরে) হ্যাঁ ভাই সত্তি।

কামিনী। (নিস্তারিণীর পিঠে হাত দিয়ে) এখন যার কাছে আছ সে ক্যামন ভালবাসে?

নিস্তারিণী। তার ভালবাসা আর কি—(হেসে) ঐ বেয়ালাখানির মত যতক্ষণ ইচ্ছে হলো ততক্ষণ বাজালে, আর যেই ভাল না লাগ্‌লো সেই রেখে দিলে।

কামিনী। প্রথম প্রথম তো সে রকম ছিল না, এই তুমি যখন নূতন এসেছিলে?

নিস্তারিণী। তখন নূতন বলে বেসি আদর কত্তো।

কামিনী। (নিস্তারিণীর মুখ চুম্বন করে) আমি যদি পুরুষমানুষ হতুম, তা হলে তোমাকে নয়নে নয়নে রাখতুম।

নিস্তারিণী। কেবল মাত্র দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

কামিনী। কেন ভাই দুঃখ কর্‌লে? আমি যদি তাই হই।

নিস্তারিণী। চম্‌কে উঠে মুখ পানে চেয়ে রইল।

কামিনী। (নিস্তারিণীর পা ধরে) আমি ভাই পুরুষমানুষ আজ তিন দিন আমি বিকেলবেলা তোমাকে রোজ ছাতের উপর দেখি, তুমি আমার পানে চাও না আমি কিন্তু

দেখ্‌তে দেখ্‌তে চলে যাই। আজ সন্ধেব্যালা আমি রাস্তায় কতক্ষণ ধরে চেয়েছিলুম; তুমি চারিদিকে চাইতে লাগ্‌লে, কিন্তু আমার পানে একটি বারও চাইলে না। তুমি ভাই বাগানের ভেতর থাক, দরোজাতে দরোয়ান থাকে, আমি ঢুক্‌তে পাব না বলে মেয়েমানুষের পোষাক পরে এসেচি— এই দেখ ভাই পরচুল—(আমি এমন করে এয়েচি বলে কি ভাই তাচ্ছল্য কল্লে—আমাকে কি ভাই ভালবাস্‌বে না বল? (দাড়ি ধরে) বল?

নিস্তারিণী। (অলস অঙ্গে, ঢুলু ঢুলু নয়নে,) তুমি তো ভাই আজ রাত্তির ভিন্ন থাক্‌বে না?

কামিনী। তুমি যদি ভাই বল, তা হলে রাত্তিরে তোমাকে নিয়ে যাই।

নিস্তারিণী। ক্যামন করে?

কামিনী। এই খিড়কীর দোর দিয়ে।

নিস্তারিণী।(হেসে)তুমি কি খিড়কীর দোর পর্য্যন্তও জান?

কামিনী। বেরবার পথ না দেখে কি এইচি—সকলে বোধ হয় ঘুমিয়ে চে?

নিস্তারিণী। হঁ্যা দেখি রোসো—ঝি পোড়ারমুখী ঘুমিয়েছে কি না, অন্য দিন তো পড়্‌লিই মরে [বলে মল খুলে কামিনীর হাতে দিয়ে আস্তে আস্তে দরোজা খুলে, টিপি টিপি দেখ্‌তে গ্যাল] কামিনী এ দিকে বসে মনে মনে হাস্‌তে লাগ্‌লো। কিছুক্ষণ পরে নিস্তারিণী এসে দরোজাটি ভেজিয়ে দিয়ে (হাসিতে হাসিতে) চুপি চুপি বল্লে। "ঝি পোড়ারমুখী ঘুমিছে।"

কামিনী। দরোয়ান?

নিস্তারিণী। সে ওদিকে থাকে।

কামিনী। মালিরে?

নিস্তারিণী। তারা প্রায় সন্ধের পরেই ঘুমুতে যায়।

কামিনী। (নিস্তারিণীর মুখচুম্বন করে) তবে বেস হয়েছে এই ব্যালা—আমি ভাই তোমার জন্যে পথে গাড়ী করে রেখেচি; গাড়ীতে আমার দুজন দরোয়ান বসে আছে। আমরা গাড়ীতে করে ঘাটে এসে পেরিয়ে, কল্‌কেতায় গিয়ে আজ্‌কের রাত্তিরের মতন তোমাকে একটা একতালা বাড়ীতে নিয়ে রাখ্‌বো, কাল সকালে তোমাকে আমার বাগানে নিয়ে যাব।

নিস্তারিণী। তুমি ভাই আমাকে নিয়ে যাচ্চ, দিনকত পরে যেন তুচ্ছ তাচ্ছল্য করো না (মুখের দিকে চেয়ে) তুমি ভাই ঠিক্ মেয়েমানুষ সেজেছ আমি এখনও পুরুষ বলে ঠাওরাতে পাচ্চি নি!

কামিনী। আমি তোমাকে যেমন নিয়ে যাচ্চি তেমনি সুখে রাখ্‌বো দেখো [বলে পুনরায় নিস্তারিণীর মুখচুম্বন করলে।]

নিস্তারিণী। আমার গহনার বাক্সটি ভাই তোমায় নিতে হবে।

কামিনী। তা আর নেবো না, একশোবার নেবো—এখন আস্তে আস্তে এস দিখিন্।

নিস্তারিণী। চল।

এই বলে নিস্তারিণী আস্তে আস্তে দরোজাটি খুল্লে।

উভয়েই বৈঠক্‌খানা হতে বেরিয়ে, গোপনে নীচে নেবে বরাবর বাগানের খিড়্‌কীর দরোজা খুল্লে। দুজনে রাস্তায় এসে পড়্‌লো। নিস্তারিণী রাস্তায় এসে দেখে যথার্থই একখানা গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। কামিনী সযত্নে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আপনি একপাশে বস্‌লো। গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকিয়ে দিলে। রাত্রি দুই প্রহর। গাড়ী ঘাটের নিকট এসে থাম্‌লো। দরোয়ান দুজন আর নিস্তারিণী ও কামিনী গাড়ী থেকে নেবে, ঘাটে এসে দেখ্‌লে একখানি নৌকা তৈয়ারি রয়েচে। চারজনে নৌকায় চড়্‌লে। দরোয়ান দুজন নৌকার ছইয়ের বাহিরে বস্‌লো, ভালবাসা দুটি ভেতরে রইল। দাঁড়ীরে বেয়ে চল্‌লো। মিনিট পোনের পর নৌকা খানা হাটখোলার ঘাটে এসে লাগ্‌লো। চারিজন নৌকা থেকে উঠ্‌লো। এতাবৎকাল একজন বুড় একখানা কাপড় মুড়িসুড়ি দিয়ে নৌকার মাজিদের সঙ্গে বসেছিল, এখন উঠে ঘাটের উপর একখানা গাড়ী ছিল তাতেই উঠে বস্‌লো। একজন দরোয়ানও তাতেই উঠ্‌লো। কামিনী নিস্তারিণীর হাত ধরে গাড়ীতে তুলে দেবার আগেতে তার কাণে কাণে বল্‌লে তুমি এই গাড়ীতে উঠে বসো, আমি আর একখানায় যাই—কল্‌কেতা সহর আমার মেয়েমানুষের পোশাক, দু-জন মেয়েমানুষ একগাড়ীতে দেখ্‌লে পাছে পাহারাওয়ালা ধরে তাই আমি আলাদা যাচ্চি। আমি তোমার সঙ্গে একজন দরোয়ান দিচ্চি, আর আমি একজন দরোয়ান নিলুম। নিস্তারিণী বল্লে "আর একজন লোক ঐ পাশে বসে আছে, ও কে?" কামিনী উত্তর কল্লে "ও একজন—

তুমি ভাই উঠে বসো, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্চি।” নিস্তারিণী গাড়ীতে উঠে বস্‌লো। গাড়ী চল্লো। নিস্তারিণী তার স্বামীর সহিত বেনেটোলায় পুনরায় এল। মতিয়া সদানন্দের নিকট কিছুমাত্র অর্থ না লইয়া আপন বাড়ীতে ফিরিয়া এল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

পাঠক মহাশয় সদানন্দের অত্যন্ত উপরোধে আমরা নিস্তারিনীকে উদ্ধার করিতে গিয়ে, রবিবার সন্ধ্যাকালে, নবীনবাবু গেরেপ্তার হবার আগেতে, মিষ্টভাষী গোলকচন্দ্র কোথায় পালালো—তা আমরা আপনাকে বলিতে ভুলে গিয়েছিলুম। আমরা এখন সেই ভ্রম সংশোধন করি।

রবিবার সন্ধ্যারপর উপেন্দ্রবাবু আপনার ইয়ারবর্গের সহিত বাড়ীর বৈঠকখানায় বসে জলীয়-প্রমোদ কর্‌চেন, আর সহরের পাঁচটা বিক্রী স্বরূপার গল্প কর্‌চেন, এমন সময় গোলক গায়ের চাদরখানা মুখে ঢাকা দিয়ে শঙ্কিত ভাবে হন্ হন্ করে এসে উপেন্দ্রের বাড়ীতে চোঁৎকরে ঢুক্‌লো। দরোজায় বিনোদ দাঁড়িয়ে ছিল, গোলককে এই রকম করে আস্‌তে দেখে মনে মনে সন্দেহ করে পিছনে পিছনে এসে দেখ্‌লে গোলক-হুম্‌তো ধুম্‌তো হয়ে উপেন্দ্রবাবুর ঘরে ঢুক্‌লো। বিনোদও বাড়ীর ভিতর দিয়ে ঘুরে গিয়ে

বৈঠকখানার (বাড়ীর ভিতর দিকের সামিল) দরোজার পাশে এসে গোলক কার কি সর্ব্বনাশ করে এসেছে তাই শুনিবার জন্যে দাঁড়ালো। উপেন্দ্র বাবু গোলককে দেখেই হাসিতে হাসিতে বল্লেন, "আরে এস হে গোলকচন্দ্র খবর কি?"

গোলক। (কাষ্ঠ হাসি হেসে, হাত যোড় করে) হুজুর আমাকে গোলকচন্দ্র বলে আর কেন ডাকেন, আমি হুজুরের সেই রূপচাঁদ চাকর—হুজুর কর্ম্ম সাফাই করে এসেচি।

মাখন। বোসো—কি রকম কল্লে বল দেখি?

রূপচাঁদ। (বাবুর দিকে চেয়ে) সে ব্যাটাকে ত জব্দ করেচি, আর তার ওপর কিছু লাভও করেচি।

বাবু। কি?

রূপচাঁদ। (বুকের কাছ থেকে একটি ছোট কাগজের বাক্স বাহির করে) হুজুর এই মতির কণ্ঠী দু-ছড়া—হুজুর আমার চক্ষে এ মতিগুলো অতি খাসা বলে জ্ঞান হচ্চে—কিন্তু হুজুরের ঘরে এমন মতির কণ্ঠী কত আছে। হুজুর এই মতির কণ্ঠী দু-ছড়া যাচাই করবার ছুতো করে সে ব্যাটাকে দোকানে বসিয়ে আমি পালিয়ে এইচি—অ্যাতক্ষণ হুজুর সেখানে ঝমাঝম্ বেজে গিয়েচে।

বাবু। (হাস্য করিয়া) শালা জালে পড়েচে?

রূপচাঁদ। এমন জাল পেতেচি হুজুর, যাতে পড়বে না?

বাবু। সুধু জালে ফেল্লে কি হবে, তাকে এখানে হাজির কত্তে না পার্‌লে ত মনের দুঃখ যাবে না।

রূপচাঁদ। হুজুর আপনি মনে করেচেন কি তার অব্যা-

হতি হবে তা মনে করবেন না—হুজুর ওরে বড় আদালত পর্য্যন্ত ঠেল্‌বে, তারপর অব্যাহতি পাক্ বা জেলে যাক্— এতাবৎকাল তাকে জেলে থাক্‌তে হবে, সুতরাং হুজুর তাকে জামিনের জন্য এখানে গড়িয়ে এসে পড়্‌তে হবে।

বাবু। সংপ্রতি কাল পুলিসে ত মকদ্দমা হবে?

রূপচাঁদ। (ন্যাকামি করে) তা তো বল্‌তে পারি নি হুজুর, সহরের কথা ত বল্‌তে পারি নি।

মাখন। কাল হবে। যদি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছ থেকে কাল খালাস পায়, তা হ'লে কি হবে? আমি সেই জন্যেই আগেতে বলেছিলুম তাকে জব্দ কর্‌বার জন্য যে রকম ফাঁদ পাত্তে হয় তা আমাকে জানিয়ে করবে।

বাবু। রূপচাঁদ বল্লে এই রকম কল্লে ভাল হবে আমি তাতেই সায় দিয়েছিলুম, আর তোমার কদিন অসুখ হয়েছিল, তুমি আস্‌তে পাল্লে না, সুতরাং তোমাকে কাল রাত্তির বই আর আগেতে জানাতে পাল্লুম না।

মাখন। সেই কর্‌লে কিন্তু বনেদটা পাকা হলো না— ব্যাটাকে জেলে পচাতে হয়, আর সেই অবকাশে ব্যাটার মাগটি দিব্বি সুশ্রী তাকে হস্তগত করতে হয়।

বাবু। সে তো আজ কয়েদ আছে, তুমি ক্যান?

মাখন। অ্যাত টাট্‌কা হবে না—দুদিন যাক দেখি ব্যাটার কি দশা ঘটে।

রূপচাঁদ। হুজুর আমি তো এই অকর্ম্ম করেচি, আমার মনে কিছু ভয় হচ্চে; হুজুর যদি হুকুম দেন, তো আমি কাল সকালে উঠে জমিদারিতে রওনা হই। যদি পুনরায় জব্দ

করতে হয়, তা হলে হুজুর ডাকযোগে এ চাকরকে একখানা চিঠী লিখবেন।

বাবু। আচ্ছা।

রূপচাঁদ। (হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে) হুজুর আর এক কথা নিবেদন করি, কাল সকালে এখান থেকে রওনা হবো—কিঞ্চিৎ রাহাখরচ—হুজুর আপনি গত সন থেকে কিছু বক্‌সিস্ দেবেন বলেছিলেন।

বাবু। এই কণ্ঠী দু-ছড়া তুমি ন্যাও, আর মহেন্দ্রের কাছ্ থেকে দশ টাকা নিয়ে যাও।

মাখন। (মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে) জিনিসটে আপনার রাখা ভাল ছিল।

রূপচাঁদ। (মাখনের কথা চাপা দিয়ে) হুজুরের কত বড় দয়া (মুক্তার বাক্স হাতে করে নিয়ে ঝপ্ করে উঠে) হুজুর আমি এখন চল্লুম।

বাবু। এস—জমিদারিতে গিয়ে একখানা চিঠী লিখ সেখানে টাকা কড়ি আদায়ের ক্যামন সম্ভাবনা আছে।

রূপচাঁদ। যে আজ্ঞে হুজুর।

বিনোদ। (স্বগত) উঃ মাখন ব্যাটা কি ভয়ানক লোক! বাইবেলে যে সয়তানের কথা পড়েছি সে এই।—এক ব্যক্তিকে কয়েদ করে তার স্ত্রীকে নিয়ে সুখে সম্ভোগ করবে! হা মাতঃ পৃথিবি! তুমি এমন কুসন্তানকেও ক্রোড়ে ধারণ করে আছ! এ ব্যাটার চেয়ে যারা মানুষ মেরে খায় তারাও ভাল!—কিন্তু এ লোকটা কে? কাকে রূপচাঁদ কয়েদ করে এসে বাবুর কাছ্ থেকে পুরস্কার নিয়ে গ্যাল—তাতো জানতে পারলুম না,

জিজ্ঞাসা কর্‌লে কখন বল্‌বে না—(চিন্তা করে) মদনটা বোকা আমি ওর কাছ থেকে সন্ধান করে যদি বার কর্‌তে পারি, তা হলে ভিতর থেকে উলটো তুলসি দেবো, আর একদিন একটা গুণ্ডাকে ঠেকিয়ে দিয়ে মাখন ব্যাটাকে নিদ্দম করে মার্‌বো—দাদার তো কথাই নেই, যেমন পারিষদ তেমনি বাবু—যাই আর এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে কি হবে, পড়িগে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

"কেন আর ভবে ভুলে রহিলে ভোলা মন।
ভাই বন্ধু জায়া, এ সকলি মায়া, সকলি নিশির স্বপন।
নয়ন মুদিয়ে হের সেই সত্য নিরঞ্জন॥"

পরদিন সোমবার, বেলা পাঁচটা বেজেচে, নবীনবাবু ম্যাজিষ্ট্রেটের নিরপেক্ষ বিচারে নির্দ্দোষ প্রমাণ হয়ে পুলিস থেকে বেরিয়ে, একবার মনে করিলেন আপিসে যাই। সাহেব একেতো প্রতিকুল অমনিতিই দোষ না পেয়ে তাড়াবার পন্থা করে, আজ আবার এই কামাই হয়েচে, কোন খবর পাঠাতে পারি নি—নিশ্চয় জরিমানা করেচে। কিন্তু সুলোচনাকে কাল রাত্রে যে রকম দেখে এসেচি, তাতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব কর্‌তে পারি নি. মন কেমন হু হু কর্‌চে আগেত বাড়ী যাই, প্রাণটা জুড়াক, তিনি মনে মনে এই চিন্তার

পর যত শীঘ্র চল্‌তে পারেন চলে বাড়ীর দরোজায় এসে দাঁড়ালেন। দরোজা দেওয়া—ঘা দিতে লাগ্‌লেন। বাড়ীর ভিতর থেকে দাসী দরোজায় ঘা মারা শব্দ শুন্‌তে পেয়ে তাড়াতাড়ি দরোজা খুলে দিতে এল। ছেলে দুটিও সেই সঙ্গে—"সদি বাবা এয়েচে, বাবা এয়েচে" জিজ্ঞাসা কর্‌তে কর্‌তে দৌড়িয়ে দাসীর সঙ্গে এল। দরোজা খুলিতেও বিলম্ব সহিল না; ছেলে দুটি কপাটের ফাঁক দিয়ে "বাবা, বাবা, এয়েচ?" বলে ডাক্‌তে লাগ্‌লো। নবীনবাবু বাহির থেকে—"হ্যাঁ বাবা এসেচি" বলে সাড়া দিলেন। দাসী দরোজা খুলে দিলে, ছেলে দুটি অম্‌নি দৌড়িয়ে নবীনবাবুর হাঁটু দুটো জাপটিয়ে ধর্‌লে। বড় ছেলেটী বাপের মুখের দিকে চেয়ে কাঁদ কাঁদ চক্ষে তিরস্কার করিবার ভাবে "বাবা কোথায় গিয়েছিলে? মার অসুখ—মা উঠ্‌তে পারে না। আমরা আজ ভাত খাই নি।" ছোট ছেলেটী "বাবা কোথায় গিছ্‌লি" বলে উঠে গলা জড়িয়ে ধরে ফুলে ফুলে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। নবীনবাবুর চক্ষু দুটী জলে আবরিয়ে এল। তিনি বড় ছেলেটীর দাড়ি ধরে "আজ ভাত খেতে পাওনি বাবা" বলেই আপনি ফুলে ফুলে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে একটী ছেলের হাত ধরে, আর একটীকে বুকে করে নিয়ে, তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর গেলেন—গিয়ে দেখেন্, সাধ্বী সুলোচনা ধরাবলুণ্ঠিতা; তাঁহার স্বাভাবিক হাস্যবদনখানি অতি ম্লান, মস্তকের কেশরাশি আলুলায়িত, চতুষ্পার্শ্বে বিস্তৃত, ওষ্ঠ ও অধরের আর সে রক্তিম আভা নাই, শুষ্ক, পাণ্ডুবর্ণ, মন্দ মন্দ কম্পিত। যে প্রফুল্ল-নয়নদুটীর জ্যোতিঃ

নবীনবাবুর হৃদয়ে অমৃতবর্ষণ করিত, সেই নয়ন দুটীতে আহা! আজ কালিমা পড়িয়াছে—স্বর ক্ষীণ ও অপরিস্ফুট; সুলোচনা অস্থিরা, ধরা উপরি এপাশ ওপাশ করিতেছেন! নবীনবাবু প্রাণাধিকা সুলোচনাকে ঈদৃশ অবস্থাপন্ন দেখিয়া, "হা প্রিয়তমে! রে চণ্ডাল গোলোক! তুই কি করিলি" বলিয়া তিনি সুলোচনার নিকট বসিয়া পড়িলেন। সুলোচনা স্বামীকে প্রত্যাগত দেখিয়া, প্রথমতঃ আহ্লাদিত, তৎপরে তাঁহার সকরুণ আর্ত্তনাদ শুনিয়া চমকিত হইয়া, উঠিয়া বসিবার জন্য চেষ্টা করিলেন—উঠিতে পারিলেন না। নবীনবাবু সযত্নে সুলোচনার মস্তকটী আপনার ক্রোড়ে রাখিলেন। সুলোচনা দক্ষিণহস্ত দ্বারা স্বামীর কটিদেশ বেষ্টন করিয়া, কাতরস্বরে কহিলেন, "আমার প্রাণ ক্যামন কর্‌চে—তোমার কি হলো? তুমি এখন ক্যান বল্‌চো না। আবার কি তোমায় নিয়ে?———"

নবীন। (চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে) না—আমার সে বিপদ কেটে গিয়েছে—সেই চণ্ডাল ব্যাটাকে ধর্‌বার জন্য হুকুম বেরিয়েচে, এখন তোমার কি অসুখ হয়েচে? তুমি ক্যান ওমন করে পড়ে রয়েচ?

সুলোচনা। (ধীরে হাত দুখানি তুলে স্বামীর চক্ষের জল মুছিয়ে দিতে দিতে) কাল্‌কের কালরাত্তির থেকে (শিহরে উঠে) কাল্‌কের সন্ধ্যার পর (পুনর্ব্বার শিহরে উঠে) তোমাকে যখন নিয়ে গ্যাল—আমি নলিন ও অপিনের হাত ধরে ঘরে এসে পড়্‌লুম—আমার কঁ্যাকাল টা টেনে ধর্‌লে, তারপর তলপেট

অল্প অল্প কন্ কন্ কর্‌তে নাগ্‌লো, আমি আর উঠ্‌তে পার্‌লুম না, মন কেমন হু হু কর্‌তে লাগ্‌লো—সকল শরীর অবশ হয়ে এল—কাহিল এমনি কাহিল যে নলিনকে তুলে কাছে করে নিয়ে শুতে পারলুম না—চোকদিয়ে আগুন বেরোতে লাগ্‌লো—চারি দিক যেন ধোঁয়ার মতন দেখ্‌তে লাগ্‌লুম্—নলিন তোমাকে ডেকে ডেকে কেঁদে কেঁদে উঠ্‌তে লাগ্‌লো—আর আমার প্রাণটা এমনি কর্‌তে লাগ্‌লো যেন এই বেরোয় এই বেরোয়—আমাকে কে শান্ত করে, আমি আবার নলিনকে শান্ত কর্‌তে লাগ্‌লুম্। অপিনের অসুখ হয়েছিল, সে ঘুমোচ্ছিল, নলিন খানিক্‌টে কেঁদে কেঁদে ঘুমোলো—ঝিও ঘুমোলো—রাত্রিকাল, একলা—শরীরে এই অসুখ, তার উপর মনের এই ভাবনা ঘরে তেল ছিল না—পিদ্দিম নিবে গ্যাল—চারি দিক অন্ধকার—যতক্ষণ দেখ্‌তে পাচ্ছিলুম ততক্ষণ একটু ভরসা ছিল, যেই পিদ্দিম নিবে গ্যাল, প্রাণ আরো আকুল হতে লাগ্‌লো—না জানি তুমি কত দুঃখ পাচ্চ—কোথায় আছ—সকালে ভাত খেয়েছিলে—তারপর আর খেতে পেলে কি না—তোমাকে বেঁধে নিয়ে গেছে—চোর বলে কত ক্লেশ দিচ্চে—এই অপার ভাবনা ভাব্‌তে লাগ্‌লুম, আর হাপুসনয়নে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লুম—মনে কত ভয় কত দুঃখ আস্‌তে লাগ্‌লো তা বল্‌তে পারি নি—শরীর ছট্ ফট্ কর্‌তে লাগ্‌লো—যে দিকে ফিরি সেই দিকেই যেন কাঁটা বিঁধতে লাগ্‌লো—পোড়া রাত আর পোয়ায় না—কাকও ডাকে না—ক্রমে একটু একটু করে রাত্তির যেন ক্ষয়ে ক্ষয়ে গ্যাল—

সকাল হলো। উঠ্‌তে গেলুম পিটটে খচ্‌ করে উঠে কন্‌ কন্‌ কর্‌তে লাগলো—তলপেট টেনে রয়েচে—ভারি এমনি ভারি যেন একখানা পাতর যেন বাঁধা রয়েচে। বেলা ক্রমে নটা দশটা হলো, পিটের বেদনা ক্রমে বাড়্‌তে লাগ্‌লো আমি আর উঠিতে না পেরে, সেই অবধি পড়ে আছি, রাঁধতে পারি নি বলে ছেলে দুটী ভাত খেতে পায় নি।

নবীন। একজন ডাক্তার কি ডেকে নিয়ে আস্‌বো, আমার বড্ড ভয় হচ্চে।

সুলোচনা। না না—ডাক্তার ডাক্‌তে হবে না—এতো সে বেদনা নয়—এ যেন ভারি বোধ হচ্চে—কালতাকাতিক্ হয় ত—সেরে যাবে—

নবীন। না আমি যাই—পূর্ণ অন্তঃসত্ত্বা কি জানি যদি বেশী লেগে থাকে। পিটের বেদনাটার জন্য ভাবি নি ওটা ফিক্ ব্যাতা—আমার এইটের জন্যে ভয় হচ্চে।

সুলোচনা। (স্বামীর হস্ত ধরিয়া নিবারণ করিয়া) দেখ, আজকের রাত্তিরটে দেখ, কাল না সারেতো একজন ডাক্তার ডেকে এন—এখন তুমি জিরও, জলটল খাও, একটু শুয়ে থাক।

নবীনবাবু এই কথা শুনে ডাক্তার ডাকতে না গিয়ে, ঘরে টারপিন তেল ছিল, তাই নিয়ে সুলোচনার পিটটী মালিস করে দিতে লাগ্‌লেন ও ফেলানেল দিয়ে মধ্যে মধ্যে তাপ দিতে লাগলেন—এই রকম প্রায় ঘণ্টাটাক তাপ আর মালিস কর্‌তে বেদনার অনেক উপশম হলো। নবীনবাবু সুলো-

চনাকে উঠে বসিতে দেখে আপনি রাঁধিতে গেলেন। রন্ধন অতি সামান্য, ভাতে ভাত, ডাল আর ভাজা। তিনি ছেলে দুটীকে ও স্ত্রীকে ভাত দিয়ে আপনি খেতে বসিলেন। খাওয়া হলো, বিছানা করে শুলেন। সমস্ত দিন পুলিসে বড্ড কষ্ট হয়েছিল, বিছানায় শুতেই ঘুমিয়ে পড়িলেন। সুলোচনার শারীরিক যাতনা যদিও অত্যন্ত হচ্ছিল তিনি তাহা গোপন করে চুপ্ করে শুলেন, পাছে স্বামীর নিদ্রার বাধা পড়ে। রাত্রি শেষ হলো, সুলোচনার প্রসব বেদনা আরম্ভ হলো, ক্রমে যত বেলা হতে লাগলো, তাঁর বেদনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হতে লাগ্লো। নবীনবাবু উঠিয়া দেখেন সুলোচনা ভুঁয়ে শুয়ে ছট্ ফট্ কর্‌চেন। তিনি তাড়াতাড়ি বিছানা হতে উঠে সুলোচনার কাছে মাথায় হাত দিয়ে বসে অতি কাতর ভাবে বল্লেন "ক্যান ওমন কর্‌চো, বেদনা কি বেড়েচে— আঁ বেদনা কি বেড়েচে? একি প্রসব বেদনা?"

সুলোচনা। (অতি মৃদুস্বরে) হ্যাঁ।

নবীন। তুমি আমাকে ডাক নি ক্যান—বেদনা কতক্ষণ আরম্ভ হয়েছে?

সুলোচনা। সমস্ত রাত্তির ঘিন্‌ঘিনে ব্যথা ছিল, শেষ রাত্তির থেকে বেড়েচে—এখন বড্ড বেড়েচে।

নবীন। কি হবে? এত সময়ের ব্যাতা নয়, কি হবে? আমি শীগ্গির একজন ডাক্তর ডেকে নিয়ে আসি, ঝি ততক্ষণ তোমার কাছে থাকুক আমি শীগ্গির আস্‌চি।

সুলোচনা। ডাক্তর কি কর্‌বে ধাইকে বরঞ্চ ডেকে নিয়ে এস।

নবীন। তাকে তো নিয়ে আস্‌বোই।

এই কথা বলে নবীনবাবু ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়ে ধাই ও ডাকতর ডাক্‌তে গেলেন। ঘণ্টা খানিক পরে তিনি ধাই ও ডাক্‌তর নিয়ে বাড়ী এসে দেখেন সুলোচনা একটি মৃতপুত্র প্রসব করেছেন। প্রসবান্তে সেই দিন হইতে তাঁহার জ্বর আরম্ভ হইল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

—০:✱:০—

"জনমের মত হেরি—শ্রীমুখ তোমার রে"——

বুধবার অবধি ক্রমশ মান্দ্য জ্বরে সুলোচনার শরীর ক্ষীণ হয়ে আসিতেছিল—শনিবার রাত্রি হইতে তিনি বিকার প্রাপ্ত হন। আজ সোমবার দুই প্রহর অতীত। সুলোচনা এক-বারে বাহ্যজ্ঞান রহিত। স্বরভঙ্গ। নয়ন রক্তবর্ণ। তারা ঊর্দ্ধ। বিকৃত শ্রী। অত্যন্ত প্রলাপ। ঘন ঘন শিরশ্চালনা করিতেছেন; নবীনবাবু তাঁহার কাছে বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখখানি বিষাদ-বিনত, শরীর দুর্ব্বল, মন চিন্তাকুল। নবীনবাবুর পাশে তিনটি ঔষধের সিসি, একটি মাপের গেলাস, একখানি চামচে, একখানি কাচের পাত্রে দুধ ও সাগু একত্রে রয়েছে। নবীনবাবু একদৃষ্টে সুলোচনার মুখখানির দিকে চেয়ে রয়েচেন, ও এক একবার এক এক চামচে দুধসাগু মুখে

দিচ্চেন। এমন সময়ে ডাক্তারবাবু এলেন—এসে ঘড়ীটি খুলে হাতখানি ধরে নাড়ী দেখ্‌লেন, নয়নদুটি বিশেষ করে দেখ্‌লেন, কপালে মস্তকে হাত দিলেন—দিয়ে চুপ করে বস্‌লেন। নবীনবাবু সকাতরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় আজ দেখ্‌চেন্ কেমন?" ডাক্তার উত্তর করিলেন, "বড় ভাল না—ভাল নয়, আর বোধ হয় ভরসা নেই—এই জ্বর অন্তে কি হয় বলা যায় না।" এই কথা শুনে নবীনবাবুর শরীর থর থর কাঁপিতে লাগিল—অবশ হয়ে এল—"সে কি অ্যাঁ কি হলো" এই কথা বলেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়িতে যান, এমন সময়ে ডাক্তার তাঁহাকে ধরিয়া অতি কর্কশ বচনে বলিলেন, "আমার যে কটা টাকা পাওনা হয়েচে তা তোমাকে দিতে হবে, এক্ষণি দিতে হবে, আমি নিয়ে যাব।" নবীনবাবু এই সময়ে ঈদৃশ স্বার্থপর নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণে চকিত হয়ে, ডাক্তরের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রহিলেন, ভাবিতে লাগিলেন, কি উত্তর দেবেন। ডাক্তর তাঁহার দিকে আর না চেয়ে. উঠে ঘরের একপাশে একটা বাক্সর উপর দোয়াত কলম কাগজ ছিল, তাই নিয়ে ঔষধ লিখিতে বসিলেন। লেখা হলে নবীনবাবুর হাতে কাগজখানি দিয়ে বল্লেন, "এই ঔষধটি আনিয়ে নিন, আমি আর একবার সন্ধ্যার সময় হয় তো আস্‌বো, আপনাকে আমার টাকার জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না, ঔষধটি খাওয়াবেন, এক বারে হাল ছেড়ে দেবেন না।" ডাক্তার এই কথা বলে উঠিলেন। নবীনবাবু দাসীকে ডেকে ঔষধ আন্‌তে পাঠালেন। ছেলেদুটী তাঁর কাছে এসে বস্‌লো। ক্রমে দিবাবসান হলো। সন্ধ্যা উপস্থিত। রাত্রি—কালরাত্রি

উপস্থিত। ক্রমে দুই প্রহর অতীত হলো, সুলোচনার শির-শ্চালনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, বাক্য ক্রমে অপরিস্ফুট হয়ে আসিল। হস্ত পদাদি ক্রমে হিম হইতে লাগিল। ক্রমে সে শিরশ্চালনা গেল। শ্বাস দীর্ঘ হইতে লাগিল। নয়নের জ্যোতিঃ আর কিছুমাত্র রহিল না, দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে দুইখানি জাল দুইচক্ষের তারার উপর আসিয়া পড়িল। মুখ-বিস্তার ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। নবীনবাবু হাতখানি ধরে নাড়ী দেখিলেন, নাড়ী পাইলেন না, বাহুর শেষ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, নাড়ী পাইলেন না, তখন মনে করি-লেন যে তাঁর প্রাণ-প্রতিমা বুঝি জন্মের মত তাহাকে পরি-ত্যাগ করিলেন, পুত্ররত্নটী মাতৃহীন হলো এবং তাঁহারও প্রণয়-সুখ জীবনের মত ফুরাল। বিশাল জীবন-মরু-ভূমিতে ফল ফুল বিশোভিত যে একটী মাত্র বিস্তৃত পাদপ ছিল, যাহার সুশীতল ছায়ায় বসিয়া তিনি দারিদ্র্য-নিদাঘের প্রখর তাপ হইতে আপনাকে পরিত্রাণ করিতেন, সেই একমাত্র পাদপে সহসা বজ্রাঘাত হইল। একে এই গভীর রজনী তাহাতে গগনমণ্ডল নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন—মুষল ধারায় বৃষ্টি হইতেছে, তিনি একাকী, অর্থহীন, বান্ধবহীন! সুলোচনার হাতখানি ধরিয়া পুনরায় দেখিলেন, নাড়ী পাইলেন না। তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইল। কণ্ঠ শুষ্ক হইল। মুখখানি পাংশুবর্ণ হইয়া আসিল। তিনি কপোলে বামকর অবলম্বন করে নত মুখে রহিলেন। তৎপরে উন্মত্তের ন্যায় একবার গৃহের চারিদিক চাহিয়া হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন। দক্ষিণে জানালার একটি কপাট কিয়দংশ খোলা ছিল, এই সময়ে হঠাৎ প্রবল বাতাস

আসিয়া গৃহের প্রদীপ নির্ব্বাণ করিল। প্রদীপ নির্ব্বাণ হইলে গৃহ ঘোর অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল। ইত্যবসরে বিদ্যুৎ আলোক গৃহে প্রবেশ করাতে তিনি সুলোচনার দেহ হঠাৎ অতিশয় দীর্ঘ ও তাঁহার মুখের এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় ভীষণ ভাব দেখিয়া ভীত হইয়া ঝি ঝি বলিয়া সকাতরে ডাকিয়া সেই স্থানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দাসী তাঁহার পার্শ্বের গৃহে ছেলে দুটি নিয়ে বসে থাক্‌তে থাকৃতে ঘুমিয়ে পড়েছে, কে বা নবীনবাবুর কথা শুনে, কেই বা তাঁহারে চৈতন্য করে। তিনি একাকী অচেতন অবস্থায় রহিলেন। তাঁহার এই অবস্থা ক্ষণকাল রহিল, ক্রমে চৈতন্য হইতে লাগিল। চেতনার সহিত ক্রমে নয়ন উন্মীলিত হইল। প্রথমে আত্মবোধ, পরে স্থান-বোধ ও অন্ধকার-বোধ, তৎপরে সুলোচনার দীর্ঘশ্বাসের হৃদয় বিদারক শব্দ তাঁহার কর্ণ কুহরে স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল। প্রতি শব্দ আসিয়া তাঁহার হৃদয়ে লৌহ মুদ্গর সদৃশ আঘাত করিতে লাগিল। তিনি উন্মত্তের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন, দাঁড়াইলেন, পুনর্ব্বার বসিলেনার, সুলোচন অঙ্গস্পর্শ করিলেন— অঙ্গ সমস্ত হিম—শীতকালের প্রস্তর অপেক্ষাও হিম! তিনি কপালে করাঘাত করিয়া কট মট দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন; অন্ধকার হেতু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। কিঞ্চিৎকাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন; হঠাৎ শ্বাসের শব্দ আর শুনিতে পাইলেন না, চমকিয়া উঠিলেন, বেগে পার্শ্বের ঘরে প্রবেশ করিলেন। নবীনবাবুর পদশব্দে দাসী জাগিয়া উঠিল। নবীনবাবু প্রদীপ হাতে করিয়া আপনার ঘরে আইলেন, দাসীও সঙ্গে সঙ্গে আইল। নবীনবাবু প্রদীপ আলোকে দেখিলেন, সুলো-

চনার নেত্র স্থির। নাসিকায় হাত দিলেন—আর সে নিশ্বাস নাই—দেহ আড়ষ্ট, জড়, হিম! সুলোচনার মৃত্যু হইয়াছে। নবীনবাবু দাসীর মুখের দিকে চেয়ে সকরুণ স্বরে বলিলেন, "ঝি আর নেই—সব ফুরাল"—বলে দীর্ঘ নিশ্বাস তুলে, তিন চারিবার মাত্র "উ-উ-উ" শব্দ করিলেন। দাসী কাঁদিয়া উঠিল। নবীনবাবুর চক্ষে আর জল নাই। তাঁহার ভাব এক্ষণে এক একবার মহাপুরুষের ন্যায় গম্ভীর ও শান্ত, আবার এক একবার অস্থির—পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় অস্থির। তিনি একবার বাহ্যিক শোকশূন্য হয়ে দাসীকে কাঁদিতে নিষেধ করিয়া, তাহাকে পুত্রদুটিকে সাবধান করিবার জন্য পার্শ্বের ঘরে পাঠাইলেন, আরবার আপনি স্ত্রীলোকের ন্যায় শোকে বিহ্বল হইয়া সুলোচনার শবদেহ ক্রোড়ে করিয়া লইয়া সস্নেহে মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই ভয়ঙ্করী তামসী রজনী প্রভাত হইল। নবীনবাবু শোকবেগ অবরোধ করিয়া ভয় আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। শবদেহ! সৎকার করিতে হইবে!! সঙ্গে অর্থ নাই। এই বিপদ্‌কালে বান্ধবও নাই, পুত্রদুটি ঘুমায়েছে, তাহারা না উঠিতে উঠিতে শবদেহ বাহির করা কর্ত্তব্য। বাক্স খুলিলেন টাকা নাই। স্ত্রীর দুগাচি মল আছে, উহা লইবার জন্য হাত বাড়াইলেন, যেন কোন গর্হিত কার্য্য করিতেছেন এইবোধে বাক্স বন্ধ করিলেন, পুনরায় বাক্স খু‌লিলেন, মল বাহির করিলেন; ছল ছল নয়নে মল দুগাচি হাতে করিয়া, ঘরের দরোজা বন্ধ করিয়া, সত্বরে বাটীর বাহির হইলেন। পথে মল দুগাচি বাঁধা দিয়ে, বার টাকা লয়ে বৈষ্ণবের আখড়ায় গেলেন। সেই

স্থান হইতে চারিজন লোক সঙ্গে করে এক খানি খাট কিনে বাড়ী ফিরে এলেন, ওপরে গেলেন, ঘরের দরোজা খুল্লেন, বৈষ্ণবদের আস্তে আস্তে বল্লেন, "ভাই সব, আমার ছেলে দুটি পার্শ্বের ঘরে শুয়ে আছে হরিবোল শব্দ বাড়ীর ভিতর করো না, যদি কর্‌তে হয় তো মনে মনে করো, আমার বড় বিপদ!" বৈষ্ণবেরা আস্তে আস্তে শবদেহ বাহির করিয়া খাটে আনিয়া শুয়াইল, নবীনবাবুর হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি আপনি খাটখানা ধরিলেন, বৈষ্ণবেরা চারিজন ধরিল, অন্তঃপুর হইতে স্বর্ণপ্রতিমা বাহির হইল। নবীনবাবু যাইবার সময় দাসীকে ডেকে "ছেলে দুটিকে দেখ" বলে চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বাটী হইতে বাহির হইলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

"Weep not for her in her spring time she flew,
To that land where the wings of the soul are unfurl'd
And now, like a star beyond evening's cold dew,
Looks radiantly down on the tears of this world—Moore.

সুলোচনার মৃতদেহ লইয়া নবীনবাবু ভাগীরথী তীরে উপনীত হইলেন। পূর্ব্বদিক ক্রমে নবোদিত সূর্য্য কিরণে আরক্ত হইল। গতরাত্রে বৃষ্টি হওয়াতে পশ্চিমে সুদীর্ঘ একটী রমণীয় ইন্দ্রধনুর উদয় হইয়াছে। আকাশে আর সে নিবিড় মেঘাবলী নাই, বৃষ্টি পতনের আর সে ঝম ঝম শব্দ নাই,

বিদ্যুল্লতার আর সে ক্ষণপ্রভা দৃষ্টি গোচর হয় না। মেঘগর্জ্জনের সে ভীষণ কড় কড় শব্দ নাই। প্রকৃতি-মুখ নির্ম্মল—উজ্জ্বল—শান্ত—হাস্যময়। বায়ু বিশুদ্ধ ও শীতল। ভাগীরথী প্রশান্ত ও কোমল ভাবে প্রবাহিত হইতেছে। প্রকৃতি দেবী যদ্যপি মনুষ্য দুঃখে দুঃখিত হইতেন, তাহা হইলে তিনি নবীন বাবুর স্ত্রীবিয়োগজনিত হৃদয় বিদারক দুর্ব্বিসহ শোক দেখিয়া কখনই আজ এরূপ অনুপম শোভা ধারণ করিতেন না—কখনই তাঁহার সেই সুচারু বদনমণ্ডলে মন্দ মন্দ হাস্য প্রত্যক্ষ হইত না। মানবকুল স্বার্থপর হইয়া আপনাকে এই সুবিস্তৃত মহীমণ্ডলের একমাত্র অধিপ এবং জগতের সমস্ত পদার্থ তাঁহার আপন সুখের জন্য সৃষ্টি হইয়াছে ইহা বলুন, কিন্তু প্রকৃতি সেই সর্ব্বশক্তিমান্ একমাত্র ভগবানের অলঙ্ঘ্য নিয়মাবলী প্রতিপালন করিতেছেন ও করিবেন। সর্ব্বজীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্য-জাতির সৃষ্টি হইবার যুগ সহস্র পূর্ব্বে, পশুপক্ষীদিগের সৃষ্টি হইবারও পূর্ব্বে চন্দ্র সূর্য্য আপনাপন নিরূপিত সময়ে উদিত হইত, ষড়ঋতু পর্য্যয়াক্রমে ভ্রমণ করিত, সুস্বাদু ফল সকল পরিপক্ক হইয়া যথা নিয়মে ভূমিসাৎ হইত, মনোহর পুষ্পসকল প্রস্ফুটিত হইয়া অরণ্যে সুগন্ধ বিস্তার করিত। হরিদ্বর্ণ দূর্ব্বাদল পরিশোভিত ভূমিখণ্ড, গহন কান্তার, প্রশান্ত ভূধর প্রদেশ তখন কেবল কীট পতঙ্গ এবং কতিপয় সরীসৃপের বাসস্থান ছিল। প্রকৃতি নিত্য নিত্য নব নব শোভায় শোভিতা হইতেন, কাহার নয়ন পরিতুষ্টির জন্য? অতএব বিশ্বের সমস্ত পদার্থই অহর্নিশ অবিশ্রান্ত নির্দ্দিষ্ট নিয়ম প্রতি-পালন করিয়া আসিতেছে, তাহারই ফল মনুষ্যের সুখসম্পত্তির

কারণ, এবং ঐ ফল সম্ভোগ করা আমাদিগের শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করা মাত্র।

ক্রমে বেলা দশটা হইল সৎকার শেষ হইল। চিতাবহ্নি নির্ব্বাপিত হইল নবীনবাবু বৈষ্ণব চারিজনকে চারিটী টাকা দিয়া বিদায় করিয়া আপনি ভাগীরথীতীরে একাকী বসিয়া অবিরত অশ্রুজল ও ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতি সুলোচনার অবিচলিত অনুরাগ, তাহার প্রণয় গর্ভ বাক্য—তাঁহার সুস্নিগ্ধ বদনমণ্ডল—মধুর হাস্য—প্রফুল্ল নয়ন কমল—অমৃতময় হৃদয় একে একে যতই তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল, ততই তাঁহার অশ্রুনীর নয়ন-প্রস্রবণ হইতে অবিরল ধারে কপোল বহিয়া বক্ষঃস্থল ভাসাইতে লাগিল। নবীনবাবু প্রায় বাহ্যজ্ঞান হীন। নিদাঘ সূর্য্যের কিরণরূপ নিষ্কোষিত অসির প্রখর ধার তাঁহার অঙ্গে কিছুই অনুভূত হইতেছে না। তিনি একমনে কেবল মৃতজায়ার গুণ ভাবিতেছেন, ভাবিতে ভাবিতে ছেলেদুটীকে তাঁহার মনে পড়িল। তিনি সহসা চমকিয়া উঠিলেন; উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আস্তে আস্তে এক এক পা করিয়া ঘাটে নামিতে লাগিলেন। জলে গেলেন, স্নান করিলেন, কিহেতু স্নান করিলেন তাহা তিনি জানেন না। সৎকারের পর অপর দশজন স্নান করিতেছে বলিয়া তিনি স্নান করিলেন; মাথা মুছিলেন না, গায়েরও জল মুছিলেন না, আস্তে আস্তে গৃহাভিমুখে চলিলেন। গৃহের সম্বন্ধের এখনও উচ্ছেদ হয় নাই। দাম্পত্য প্রণয়ের দুটি রমণীয় ফল স্বরূপ, মৃতভার্য্যার স্মরণের সুবর্ণ শৃঙ্খল স্বরূপ তাঁহার পরম

স্নেহাস্পদ পুত্রদুটী অকালে মাতৃহীন হইয়াছে, তাহারা প্রাতঃ-
কালে উঠে মাকে না দেখে কতই কাঁদ্‌ছে,কত আবদার কর্‌ছে,
এই ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী আসিলেন, আসিয়া একবার
চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, বোধ হইল তাঁহার হৃদয়ের
ন্যায় তাঁহার বাড়ীও যেন কাঁদিতেছে। তিনি আস্তে আস্তে
উপরে উঠিলেন; পুত্রদুটীকে অনেকক্ষণ দেখেন নি, পুত্র-
দুটিও পিতাকে কাল রাত্র অবধি এত বেলা পর্য্যন্ত দেখে
নাই, বিশেষতঃ প্রভাতে উঠিয়া মাতাকে দেখিতে পায় নাই,
তাহারা দৌড়িয়া বাপের সম্মুখে আইল। নবীনবাবুর স্নেহ
বনিতা বিয়োগে শতগুণ বৃদ্ধি হওয়াতে তিনিও অগ্রসর হইয়া
"বাবারে একবার আয় তোদের কোলে করি"—বলে পুত্র
দুটিকে কোলে লয়ে আপনি হু হু করে কাঁদিতে লাগিলেন।
ছেলেদুটি ছল ছল চক্ষে হতাশ মুখে "বাবা মা ক দিন ও ঘরে
শুয়েছিল, মা কোথা গেছে বাবা—কখন আস্‌বে?" জিজ্ঞাসা
কর্‌লে—নবীন বাবুর অন্তঃকরণ এই কথাতে যেন শত খণ্ডে
বিভক্ত হইল। ভগবান্‌ সুখ অপেক্ষা দুঃখ সহ্য করিবার
ক্ষমতা মনুষ্যকে কত অধিক দিয়াছেন তা বলা যায় না।
নবীনবাবু পুত্র দুটির দাড়ি ধরে বলিলেন "তোমাদের মার
ব্যাম হয়েছিল, তাই বাপের বাড়ী গিয়েছে, শীগ্‌গির আস্‌বে"
—বলে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদিতে লাগিলেন। ছেলে দুটি ফুল-
কোমুখী হয়ে বাপের মুখ পানে চেয়ে কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্লে,
'বাবা মা বাপের বাড়ী গ্যাছে আমরা কার কাছে থাক্‌বো?
নবীনবাবু বলিলেন "কেন বাবা আমার কাছে থাক্‌বে।—আমি
তোমাদের খাওয়াব।" এই কথা বলিতে বলিতে কেঁপে কেঁপে

উঠিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন দুটি একে রক্তবর্ণ হয়েছিল আরও রক্তবর্ণ হলো। হঠাৎ মাথা ধরে এল। ভয়ানক্ কম্প আরম্ভ হলো। তিনি আর ছেলেদুটীকে কোলে রাখিতে পারিলেন না, শরীর অবশ হয়ে এল, সম্মুখে একটী মাদুর পাতা ছিল, তিনি তাহাতে শুইয়া পড়িলেন। কম্প উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দাসী এসে দুখান লেপ গায়ে দিয়ে তাঁকে চেপে ধরলে, ছেলে দুটিও সাধ্যমত বাপকে চেপে রইল। নবীনবাবুর হস্তপদ শীতল, দেহ অগ্নিবৎ উত্তপ্ত, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক। তাঁহার জ্বর হইল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

—o—

"Inscrutable are thy ways O! Providence."

ইতিমধ্যে একদিন বিনোদ নবীনবাবুকে দেখিতে এসেছিলেন তিনি নবীন বাবুর অবস্থায় নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে কিছু অর্থ দিয়া সাহায্য করিয়া গিয়াছিলেন ও নবীন বাবুর অনুরোধে গৌরেন্দ্রকে কাশীতে একটী টেলিগ্রাম পাঠাইয়া ছিলেন। দুই দিন অতীত হইল নবীনবাবু সকাল বেলা আপনার ঘরে শুয়ে আছেন। তাঁহার শরীর অতিশয় শীর্ণ হয়ে গেছে। জ্বর অষ্টপ্রহর ভোগ হচ্চে, পূর্ব্বে পেটের দোষ ছিল না এখন সেই উপসর্গটি প্রবল হয়েছে, সুতরাং পিপাসাও

উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল হয়েছে। গাত্রে অতিশয় দাহ, বিছা নায় কেবল এপাশ ওপাশ কচ্চেন। ছেলে দুটী কখন গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্চে, কখন বাতাস কচ্চে, কখন কখন একটু একটু জল দিচ্চে এইরূপে তাদের যতদূর সাধ্য ততদূর তাহারা পিতার সেবা কচ্চে। বেলা আটা হয়েচে, এমন সময় একখানা যুড়িগাড়ী নবীনবাবুর দরোজায় এসে লাগ্‌লো। গাড়ী থেকে সৌরেন্দ্রবাবু ও একজন সাহেব নাব্‌লেন—নেবে বাড়ীর উঠনে গিয়ে সৌরেন্দ্রবাবু "নবীনবাবু—নবীন বাবু' বলে ডাক্‌তে লাগ্‌লেন। দাসী নবীনবাবুর কাছে বসে ছিল বাহিরে কে ডাক্‌চে শুন্‌তে পেয়ে, তাড়াতাড়ী বেরিয়ে এসে দেখে যে একজন সাহেব আর একটী বাবু দাঁড়িয়ে আছেন—দেখে আস্তে আস্তে বল্লে 'ওগো বাবুর ব্যাম হয়েচে তিনি উঠ্‌তে পারেন না।' সৌরেন্দ্রবাবু এই কথা শুনে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, 'ওগো আমরা তাকে দেখ্‌তে এসেচি, কোনদিক্‌ দিয়ে যাব বল?" দাসী উত্তর কর্‌লে, "এইদিক্‌ দিয়ে।" সৌরেন্দ্রবাবু এইকথা শুনে সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে বরাবর নবীনবাবুর ঘরে গিয়ে উঠ্‌লেন। নবীন সৌরেন্দ্র বাবুকে দেখে ক্ষণকালের জন্য পীড়ার কষ্ট ও আন্তরিক দুঃখ বিস্মৃত হয়ে, উঠে বসে তাঁহাকে অভ্যর্থনা কর্‌লেন। সৌরে-ন্দ্রবাবু সাহেবকে শয্যার এক দিকে বসাইয়া, আপনি অপর দিকে বসে নবীনবাবুর গায়ে হাত দিয়ে বল্লেন, "আমি কাল সকালে তারে আপনার পীড়ার সমাচার পেয়েই কাশী হতে বরাবর এসে, আজ সকালে ডাক্তার সাহেবের বাড়ীতে গিয়ে সাহেবকে নিয়ে এখানে আস্‌চি।

নবীন বাবু এই কথা শুনে অতি বিনীত ভাবে সেলাম করে, অতি মৃদুভাবে যা যা ঘটেছিল, আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বল্‌তে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর চিকিৎসার জন্য একজন ডাক্তার এসে ছিলেন তিনি তাঁকে প্রথমে জোলাপ ও তারপর জ্বরের ঔষধ দিয়ে গিয়েছেন—এ সবও তিনি ভেঙ্গে বল্লেন। সৌরেন্দ্র শুনে অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে ছল ছল চক্ষে নবীনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে কপালে করাঘাত করে বল্লেন, "হায়! আমি কেন কাশী গিয়েছিলুম! আমি এখানে থাক্‌লে বোধ হয়, এমন হতো না—আহা! আপনি যে কি দুঃখ পেয়েচেন তা আমি ভেবে উঠ্‌তে পাচ্চি নি!" নবীনবাবু কিছু উত্তর না করে কেবল চক্ষের জল ফেলিতে লাগিলেন।—সৌরেন্দ্রেরও নয়ন দুটী অশ্রুরাশিতে আবরিয়া আইল। তিনি জানিতেন যে নবীনবাবু তাঁর স্ত্রীকে কতদূর ভালবাসিতেন—স্ত্রী, তাঁর প্রাণই ছিল, এখন সেই স্ত্রী হারাইয়া তিনি কত মনস্তাপ পেয়েচেন! তিনি যে প্রণয়ের ভিখারী হয়ে কাশীধামে গিয়াছিলেন, সেই প্রণয় তাঁহার বন্ধু এখন হারাইয়া অবিরত দুঃখনীরে ভাসিতেছেন! দেখ, পৃথিবীর সুখের অনিত্যতা তাঁহার মনে উদয় হইল। তিনি কিছুক্ষণ হেঁটমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এ দিকে ডাক্তারসাহেব আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা শুনে, আস্তে আস্তে নবীনবাবুর সম্মুখে এসে রোগ নির্ণয়ার্থে তাঁর বাহ্যভাব সমস্ত পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "জোলাপটা দেওয়া বড় মন্দ কাজ হয়েছে; যেহেতু এ ব্যামতে পেটের দোষ আপনা হতেই আসে।" এই কথা

বলে সাহেব ঔষধ লিখে ও পথ্যের ব্যবস্থা করে যাইবার জন্য উঠিলেন, সৌরেন্দ্রবাবুও উঠে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে এসে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কিরূপ দেখিলেন ?"

ডাক্তর। রোগ অতিশয় কঠিন, বিশেষ যত্ন ও চিকিৎসা না করিলে উনি বাঁচিবেন না।

এই কথা বলে ডাক্তর গাড়িতে উঠিলেন। সৌরেন্দ্র কাঁদ কাঁদ ভাবে পুনরায় নবীনবাবুর নিকটে এসে বসিলেন। নবীন সৌরেন্দ্রের মুখেরদিকে চেয়ে কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাহেব কি বলে গেলেন, আমি কি বাঁচবো ? আমার মনটা কেমন হুহু করচে—চারিদিক যেন ফাঁক ফাঁক দেখ্‌চি ?" সৌরেন্দ্রবাবু অতি দুঃখিতভাবে উত্তর করিলেন, 'এরূপ সময়ে আপনার ওরূপ দুর্ভাবনা করা উচিত নয়।" নবীনবাবু এই কথা শুনে কিয়ৎক্ষণ নীরবে থেকে, ছেলেদুটির প্রতি চেয়ে বল্লেন "নলিন অপিন একবার আমার কাছে এসতো বাবা এস ইনি তোমাদের কাকা হন, আমি তোমাদের মাকে বোধ হয় শীগ্গির দেখ্‌তে যাব—তোমবা তোমাদের কাকার কাছে থাক্‌বে। সৌরেন্দ্রবাবু ছেলে দুটীকে আপনি একবার কোলে নিন্ আমি চক্ষে দেখি।" সৌরেন্দ্রবাবু পুত্র দুটীকে সযত্নে কোলে লইলেন। তাহারা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে একবার সৌরেন্দ্রের মুখের দিকে আরবার তাহাদের পিতার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। নবীনবাবু পুনরায় বল্লেন, "তোমরা কাকার কাছে থাক্‌বে, কাঁদ্‌বে না।" পুত্র দুটী এই কথা শুনে সৌরেন্দ্রের কোল থেকে উঠে কাঁদ কাঁদ হয়ে, "বাবা আমরা মাকে দেখ্‌তে যাব,

আমরা তোমার সঙ্গে যাব" বলে পিতার হাত ধরে বসলো। নবীনবাবু চক্ষুদুটী মুদিত করে কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রহিলেন। সৌরেন্দ্র হেঁট মুখে রহিলেন—তাঁহার চক্ষের জল টস্ টস্ করে ভুঁয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লো। নবীন একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লেন, "সৌরেন্দ্রবাবু! আমার মনস্কামনা পূর্ণ হলো, আমার ছেলে দুটীর গতি হলো, আমি যদি রক্ষা না পাই, তা হলেও আমার আর ভাবনা থাক্‌বে না। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আপনি দীর্ঘজীবী হউন" বলে পাশফিরে শুলেন। এমন সময় বাহিরে কপাট খোলার শব্দ নবীনবাবুর কাণে গেল। নবীনবাবু অতি মৃদুস্বরে বল্লেন, "ঝি দেখতো আমাকে বুঝি কে দেখ্‌তে এসেছে।" দাসী উঠে বাহির বাড়ীতে এসে দেখে একজন জমাদার আর একজন পাহারাওয়ালা রূপচাঁদের হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। দাসী উহা দেখে তাড়াতাড়ি নবীনবাবুকে গিয়ে বল্লে, নবীনবাবু গোলকের নাম শুনে চম্‌কে উঠে বল্লেন, "সৌরেন্দ্র! সেই গোলক, সেই চণ্ডাল বেটা গেরেপ্তার হয়েছে, আপনি যান্ ব্যাটাকে মারুন্"—বলে উন্মত্তভাবে আপনি শয্যা হতে উঠে খানিক্‌টে গিয়েছেন, সৌরেন্দ্রবাবু অমনি হাঁ হাঁ করে যেই ধর্‌ত্তে গেলেন নবীন ঘুরে ধড়াস্ করে পড়ে গেলেন। দাসী কাঁদিয়া উঠিল। ছেলে দুটী "বাবা বাবা" বলে হুম্‌ড়ি খেয়ে বুকের উপর মুখ দিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। সৌরেন্দ্রবাবু মুখে জল দিতে লাগিলেন, বাতাস করিতে লাগিলেন চৈতন্য হইল না। ঐ মূর্চ্ছাতেই নবীনবাবুর প্রাণ বিয়োগ হইল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

—o—

"এতো হবে তা তো জানি নি।"

আজ শ্রাবণ মাসের ১৫ ই বেলা চার্‌টে বেণেটোলার মোড়ে মদন আর হরি দাঁড়িয়ে কথা বার্ত্তা কর্চ্চে।

মদন। এই নে।

হরি। (চারি দিকে চেয়ে) এই কি সেই ওষুধ?

মদন। হ্যাঁ।

হরি। নামটা কি ছাই ভুলে গিছি?

মদন। কুলরাফরম।

হরি! মর্‌বে তো?

মদন। বেশি শোঁকালে এই রকম তো শুনিচি।

হরি। কখন যোগাড় কর্‌লি?

মদন। আজ দুপুর বেলা কম্পাউণ্ডার বেটা যখন ভাত খাচ্ছিল।

হরি। কেউ টের পায় নি?

মদন। না। আমার কিন্তু ভয় হচ্চে, তুই ও দেখ্‌ছি ভয় পাচ্ছিস।

হরি। দূর্‌ পাগল! আমি যদি আর পোনেরো দিনের ভেতর দেনার টাকা না দিতে পারি, তা হলে আমাকে কয়েদ খাট্‌তে হবে। উপেন্দ্রের দুঃসময়, তার যদি মনের সুখ থাক্‌তো তা হলে কি আর ভাব্‌তুম।

মদন। রূপচাদের ছ মাস ম্যাদ হয়েছে না?

হরি। হ্যাঁ সুধু ম্যাদ নয়, পাথর ভাঙ্গতে হবে।

মদন। আচ্ছা ভাই রূপচাঁদকে কে ধরিয়ে দিলে?

হরি। আমিও তাই ভেবে ঠিক কর্‌তে পাচ্চি নি? উপেন্দ্রের কতকগুল টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে তা হোক্ ওর যে কিছু হয় নি সেই আমাদের ভাগ্গি।

মদন। ওর খুব ভয় হয়েছিল না?

হরি। ভয় আর হয় নি? এখন মাসে মাসে ত্রিশ টাকা করে উপেন্দ্রকে রূপচাঁদের মাগকে দিতে হবে।

মদন। আচ্ছা কাজে হাত দিয়েছিল। নিস্তারিণী একে বড্ড চালাক মেয়ে সে যদি আমাদের কিছু না দেয় তা হলে?

হরি। দিতিই হবে বুড়ো মলে আমরাই কর্ত্তা হবো, তার আর কে আছে?

মদন। "মর্‌বে" নিস্তারিণীকে এই কথা বলেচিস্ কি?

হরি। না, আমি বলেচি সে অজ্ঞান হয়ে ঘুমবে—আর তুই নির্ভয়ে দরোজা খুলে দিস্, আমরা যাব—আবার একটা মজা হয়েছে খুদি বেটী দেশে গিয়েচে।

মদন। তা বেস্ হয়েচে—বুড়র অনেক টাকা রে—আর ভোগটা চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়!

হরি। কিন্তু প্রথমে মড়া ফেল্‌তে হবে, তা হোক—কিছু দুঃখ না কর্‌লে কি সুখ হয়ে থাকে?

মদন। তবে তুই এই ঔষুধটা নিস্তারিণীকে আজ সন্ধ্যা বেলা দিবি?

হরি। তা আর বল্‌তে? আজই—বেলাটা গেলে হয় (বলে সূর্য্যের দিকে চেয়ে) পোড়া সূর্য্যি আর ডুব্‌তে চায় না।

এই বলে হরি ঔষধের সিসি নিয়ে চলে গেল। ক্রমে রাত্রি এগারটা বেজে গেল—সদানন্দ ঘুমল, ঘরে প্রদীপ নেই। নিস্তারিণী আস্তে আস্তে উঠে ঘরের কোণ থেকে সিসিটি নিয়ে ছিপি খুলে বুড়োর নাকের কাছে ধর্‌লে, প্রায় বিশ মিনিট ধরে রইল। বুড়োর নিশ্বাসের শব্দ ক্রমে ক্রমে কমে এল, নিস্তারিণী ভাব্‌লে বুড়ো বেস্ অজ্ঞান হয়েছে, আর কোন ভয় নেই—তখন আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এসে, সদর দরোজা খুলে দিলে, মদন আর হরি বাড়ীর ভিতর ঢুক্‌লো। হরি কাষ্ঠ হাসি হেসে বল্লে, কেমন লো ভাতারকে ঘুম পাড়িয়ে এসেচিস্?"

নিস্তারিণী। (হাস্‌তে হাস্‌তে) হ্যাঁ এখন তো জাগ্‌বে না।

হরি। (সভয়ে) সিসিটি নাকের কাছে কতক্ষণ ধরে ছিলে?

নিস্তারিণী। অনেক ক্ষণ।

হরি। তবু—কতক্ষণ?

নিস্তারিণী। তা আমি কেমন করে বল্‌বো—অনেক ক্ষণ?

হরি। (কৃত্রিম বিস্মিত ভাবে) ও মদন চল দেখিনু গিয়ে দেখি আমার ভাল বোধ হচ্চে না।

নিস্তারিণী। কি? কি? ক্যান? ক্যান?

হরি। বুঝি হয়ে গিয়েছে।

নিস্তারিণী। (ছল ছল চক্ষে) অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যা—আহা! তবে তোমরা মেরে ফেল্লে—আমি—আমি—আমি—

হরি। চল্ না দেখি গিয়ে—

নিস্তারিণী। যদি উঠে—

মদন। তার ভয় নেই।

নিস্তারিণী। (সত্রাসে) অ্যাঁ তবে তোমরা জেনে শুনে এই কর্ম্ম করেচ, সে তোমাদের কি দোষ করেছিল—কেন তাকে মার্‌লে?

হরি। আমরা মেরে ফেল্‌বো বলে কি তোমাকে শিসিটি দিছ্‌লুম? তুমি বেশী শুঁকিয়েছ বলে সন্দেহ হচ্চে—তা দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বো।

নিস্তারিণী। আমার মনে হচ্চে তোমরা মেরে ফেল্‌বে বলে আমাকে ঔষুধটা দিছ্‌লে, দেবার সময় তুমি তো বলে দিছ্‌লে, নাকের কাছে অনেকক্ষণ ধরে থাক্‌তে।

হরি। মদন চল না দেখিগে?

নিস্তারিণী আগে আগে, মদন আর হরি পিছনে পিছনে যেতে যেতে উভয়ে উভয়কে ইসারা কর্‌লে। মদন মনে মনে কর্‌তে লাগ্‌লো সুধু মড়া ফ্যালা নয় আরো দেখ্‌চি কি অদেষ্টে ঘটে। হয় তো ত্যামন ত্যামন দেখি তা হলে ট্রেণে করে মার্‌বো দৌড়। ক্রমে তিন জনে উপরে গিয়ে উঠ্‌লো। নিস্তারিণী ঘরে গিয়ে প্রদীপ জ্বেলে, প্রদীপ হাতে করে, সদানন্দের গায়ে হাত দিয়ে দেখে—আড়ষ্ট, হিম—দেখে নিস্তারিণীর মাথা ঘুরে এল—"অ্যা এখন কি হবে—

অ্যা এখন কি হবে—আমি কোথায় যাব?" বলে ঠক্ ঠক্ করে কেঁপে ভূঁয়ে বসে পড়্লো। হরি আর মদন দুজনে মুখ চাওয়াচায়ি কর্‌তে লাগ্‌লো। হরি মদনের কাণে কাণে বল্লে. "এযে হবে আমরা তো আগেই জানি—এখন লাস নিয়ে যদি ঘাটে যাই,তা হলে আমাদের ধর্‌বে। মদন তুমি একখানা গাড়ী ডেকে নিয়ে এস; আন্‌বার সময় গাড়োয়ানকে বলো এক জন বেমারি আদ্‌মিকে আমরা ঘরে পৌঁছে দিতে যাচ্চি। মদন অগত্যা কি করে, সাহসে ভর করে হরি যেমন শিখিয়ে দিয়েছিল, সেই মত বলে ঘণ্টাটাকের মধ্যে একখানা গাড়ী এনে দরোজায় হাজির কল্লে। মদন আর হরি মড়াটাকে ধরাধরি করে তুল্লে। নিস্তারিণী চোকে কাপড় দিয়ে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। হরি মড়াটাকে কাপড় চোপড় পরিয়ে, দুজনে ধরাধরি করে নাবালে। নিস্তারিণী দৌড়িয়ে ওপর থেকে নীচে নেবে এসে বল্‌লে, আমার বড্ড ভয় কর্‌চে আমি বাড়ীতে কখন একলা থাক্‌তে পার্‌বো না, আমি তোমাদের সঙ্গে যাব।" হরি উত্তর কর্‌লে "আমরাতো এই খুন গলায় করে যাচ্চি, তোমাকে নিলে ধরা পড়্‌বো—তুমি আমাদের এখন কিছু টাকা দেও।" নিস্তারিণী ক্ষণেক ভেবে বল্‌লে, "আচ্ছা তোমরা আমার সঙ্গে উপরে এস।" বলে তাদের নিয়ে পুনরায় উপরে গিয়ে আপনার বাক্স খুলে পঁচিশটি টাকা মদনের হাতে দিলে। তার পর তিনজনে নেবে এল। হরি মড়াটাকে কোলে কর্‌বার মত করে নিয়ে গাড়ীর কাছ পর্য্যন্ত এল। রাত্রি অন্ধকার, মদন গাড়ীতে আগে গিয়ে উঠে,

কষ্টেস্থষ্টে মড়াটাকে গাড়ীর ভেতর করে নিলে। তারপর হরি গিয়ে উঠ্‌লো—গাড়য়ানকে বেলগেছে যেতে বল্‌লে। দুজনে স্থম্‌খো স্থুম্‌খি বসে মড়াটাকে কোলের মধ্যে শুইয়ে নিয়ে চল্‌লো। পথে যেতে যেতে দুজনার মনে বড় ভয় হতে লাগ্‌লো। মদন বল্লে, "এখন যেন ধর্ম্মে ধর্ম্মে মড়াটাকে এর ভেতর পুরিচি, কিন্তু বারকর্‌বার সময়ই তো মুস্কিল বাঁধ্‌বে—তুমি বল্‌চো নূতন খালে ফেল্‌বে, যদি কেউ দেখ্‌তে পায় তা হলে তো ধর্‌বে। মড়া কে না ঠাহর পাবে?" হরি উত্তর কল্লে, "তাই তো আমিও তাই ভাব্‌ছি, এখন উপায় কি? আমার শরীরটে যেন অবশ হয়ে আস্‌চে, আমি দুর্ব্বুদ্ধি করে কেন এমন কর্ম্ম কল্লুম।" এতাবৎকাল মদন মনে মনে ভরসা করেছিল যে হরি হতেই গোপনে লাস পাচার হবে, কিন্তু এখন হরির কথা শুনে তার মুখ একেত শুখিয়েছিল, আরও শুখিয়ে গেল—সর্ব্বশরীর দিয়ে ঘাম বেরোতে লাগ্‌লো। মদন আর কথা না কয়ে, চুপ করে রইল। গাড়ী চল্‌লো, গাড়ী যখন শ্যামবাজারের পুলের কাচাকাচি এল, তখন মদন বল্‌লে, "হরি! একবার গাড়ী খানা দাঁড় করা, আমি বমি কর্‌বো, আমার বড্ড ঘাম হচ্চে।" হরি উত্তর কর্‌লে তুই কি পাগল, এখন কি গাড়ী থামান যায়?" মদন বল্‌লে, "তুই টাকা গুলো ধর, আমি একবার বমি করি; আমার প্রাণটা বড্ড আই ঢাই কচ্চে।" হরি বল্‌লে, তা কখন হবে না, তুই এখান থেকে বমি কর।" মদন আর কোন কথা না কয়ে চুপ করে রইলো। গাড়ী বরাবর খাল

পেরিয়ে বেলগেছের নূতন খালের কাছে গিয়ে থাম্‌ল। ইতিমধ্যে যে মেঘটুকু আকাশে চন্দ্র ও তারা এতক্ষণ ঢেকে রেখেছিল, সে মেঘটুকু ক্রমে সরে পূর্ব্বদিকে গিয়ে পড়্‌লো—চন্দ্র প্রকাশ হলো! হরিও মদনের পক্ষে বোধ হলো যেন ধর্ম্মের চক্ষু উন্মীলিত হলো! আহা! যে চন্দ্রের অমৃতময় কিরণে পৃথিবীর জীবগণ পরম সুখী হয়, সেই চন্দ্রের কিরণ এইক্ষণে হরি ও মদনের পক্ষে কি বিষময় হলো! গাড়োয়ান গাড়ী থামালে, হরি আস্তে আস্তে গাড়ী থেকে নাব্‌লো—হরির শরীর অবশ, থর থর কম্পিত। মদন মৃতবৎ। হরি গাড়ী থেকে নেবে মড়াটাকে বারকর্‌বার জন্য গাড়ীর ভেতর হাত দুটো বাড়ালে, কিন্তু মদনের আর সামর্থ্য নেই। মদন মড়াটাকে আর তুল্‌তে পার্‌লে না। মহা বিপদ্‌! হরি তখন মরিয়া হয়ে মড়াটাকে টেনে বার কর্‌তে গেল, একে গাড়ীর দরোজাখানা জীর্ণ হয়েছিল, হেঁচ্‌কা হেঁচ্‌কিতে ঝনাৎ করে খুলে রাস্তায় পড়্‌লো! হরি অমনি মড়াটা ছেড়ে দিয়ে ভয়ে থম্‌কিয়ে দাঁড়াল! মদন গাড়ীর ভেতর অজ্ঞান হয়ে পড়্‌লো। গাড়োয়ান দরোজাটা খুলে পড়্‌লো দেখে, আপনিও গাড়ী থেকে নেবে পড়্‌লো। ইতিমধ্যে পুলিসের একজন চাপরাসওয়ালা সম্মুখের একখানা খোড়োঘরের দাওয়ার উপরে বসে ঝিমচ্ছিল, দরোজা পড়ার শব্দ কাণে যাওয়াতে, "কেয়া হুয়া" বলে উঠে দাঁড়ালো! এদিকে গাড়োয়ান নেবে দরোজাটা পরাতে গিয়ে দেখে সর্ব্বনাশ! গাড়ীর ভেতর দুটো লাস! গাড়োয়ান ভয়ে ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপতে কাঁপতে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, "বাবা—

কোম্পানি—আমি গরিব—আমি কিছু জানি নি—দোহাই. কোম্পানি"। পাহারাওয়ালা কোম্পানির নাম শুনে কিছু ফ্যাসাদ হয়েছে ভেবে, চোক রগড়াতে রগড়াতে "কেয়া হুয়া কেয়া হুয়া" বলে এগিয়ে এল। গাড়োয়ান পাহারাওয়ালার পায়ে পড়ে, "দোহাই বাবা আমি কিছুই জানি নি, এই বাবু গাড়ীতে দুজন লোককে মেরে ফেলেচে।" এই কথা বলাও যা আর পাহারাওয়ালা হরির হাতটা অমনি ধরে বেঁধে ফেল্‌লে—গাড়ীসুদ্ধ নিয়ে থানায় চল্‌লো।

এদিকে হরি ও মদন সদানন্দের মৃতদেহ গাড়ীতে তুলিলে পর, নিস্তারিণী সজলনয়নে উহার প্রতি চাহিয়া রহিল। গাড়ী চলিল, যতক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, ততক্ষণ একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। গাড়ী চলিয়া গেলে পর, নিস্তারিণী দরোজায় একাকী বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। বাটীর ভিতর যেতে পারে না, অথচ এই রাত্রিতে বাহির হইতেও পারে না, সুতরাং দরোজায় বসে তার বিবাহ অবধি যা যা ঘটেছিল, সমস্ত মনে মনে কর্‌তে লাগ্‌লো, আর এক একবার হুঁহুঁ করে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। ক্রমে রাত্রি তিনটে বাজ্‌লো। একজন সারজন জমাদার দুজন পাহারাওয়ালা হরি ও গাড়োয়ানের হাত বেঁধে সদানন্দের বাটীর দরোজায় এল, এসে দেখে দরোজায় নিস্তারিণী বসে। নিস্তারিণী সারজন আর তার সঙ্গীদের দেখে দৌড়িয়ে বাটীর ভেতর পালিয়ে গেল। সারজনও তাহার পেছনে পেছনে দৌড়িয়ে গিয়ে তাকে ধর্‌লে। নিস্তারিণী ভয়ে আকুল হয়ে বল্‌লে, 'আমার কোন দোষ নাই আমাকে শোঁকাবার ওষুধ

দিয়েছিল,আমি শুঁকিয়ে ছিলুম,আমি কিছু জানি নি, দোহাই তোমাকে বল্‌ছি।” সারজন বল্‌লে, “কোথায় টোমার ওষুধ চল্‌ বাহার কর্‌বে চল্‌।” নিস্তারিণী সারজন সহিত উপরে গিয়ে ঔষধ বার করে দিলে, সারজন ঔষধের সিসি আর নিস্তারিণীকে নিয়ে থানায় চল্‌লো। নিস্তারিণী যাবার সময় দরোজায় একটা কুলুপ দিয়ে গেল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

“কে আন্‌লে কই, কে খেলে কই।
টাট্‌কা ছ ছোঁড়া মলো খেয়ে বিষ দই॥”

নিস্তারিণীকে থানায় ধরে নিয়ে যাবার পর দিন সকালে সদানন্দের মৃত্যুর কথা পাড়ায় ঢি ঢি বেজে গ্যাল। সেই দিন সন্ধ্যাবেলা উমাচরণ ভদ্দর, (কর্ত্তাভজার দলের অধি-কারী) বাইরে থেকে ঘুরে এসে আপনার শোবার ঘরে গিয়ে জামার বগ্‌লী থেকে এক তোড়া চাবী বার করে, তার স্ত্রী জগদম্বার কাছে দিয়ে বল্লে “ঐ—আমি তো জেনে এলুম তাকে এখন ছাড়্‌বে না, তবে আজি রাত্তিরে জোগাড় দেখা যাক্।”

জগদম্বা। আজ রাত্তিরিই—কি জানি যদি তাকে কাল সকালেই ছেড়ে দেয়।

উমাচরণ। না রে না—গুরু সত্য—আমি বেশ করে জেনে এইচি, গুরু সত্য।

জগদম্বা। ছোট হউক, খাটই হউক, তুমি যেন পাঁচিল বেয়ে উঠ্‌তে পার্‌বে, আমিতো তা পারবো না।

উমাচরণ। (ক্ষণেক চিন্তা করে) ওরে! আমাদের একখানা ছোটমই আছে না—গুরু সত্য?

জগদম্বা। (হেসে) হঁ্যা হঁ্যা—আছে।

উমাচরণ। আছে? গুরু গুরু—বেস হয়েচে, অধর্ম্মের টাকা অধর্ম্মে না গিয়ে, আমাদের সৎকার্য্যে আসে ভাল নয়?

জগদম্বা। তা আর ভাল নয়—যদি বেশী টাকা পাও তা হলে আমাকে কিন্তু খানকতক ভারি ভারি করে গয়না গড়িয়ে দিও।

উমাচরণ। গুরু তোমার ইচ্ছে—আগেতে পাই, তবে তো—তোকে যা আমি মানস করে রেখেচি তা আমি দেবো। দেখ্—তুই খবরদার—কাল হোক্, পরশু হোক্, দশ দিন পরে হোক্, দশ বৎসর পরে হোক্, কারো কাছে কখন বলিস্ নি।

জগদম্বা। তুমি কি পাগল, আমি এই কথা কি আর পাঁচজনকে বল্‌বো?

উমাচরণ। আচ্ছা, সকাল সকাল ভাত বাড়্‌গে দিখিন, আমি একবার বাটীর পেছনটা এই সময় ঘুরে আসি।

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর একটা হলো, দুই স্ত্রী পুরুষ (উমা-চরণ আর জগদম্বা) খিড়কীর দরোজাটা খুলে (বাটীর পেছনে একটা পোড় আঁস্তাকুড়ের কাছ দিয়ে, দুজনে একবার চারি দিকে বেড়িয়ে দেখ্‌লে, কেউ কোথায় নেই। উমাচরণ মই খানা হাতে করে সদানন্দের বাটীর পেছনে একটা ছোট

ভাঙ্গা প্রাচীর আছে, সেই প্রাচীরে মইখানা লাগিয়ে আপনি প্রথমে প্রাচীরে উঠ্‌লো, উঠে মই খানা ধরে রইলো। জগদম্বা তার পরে উঠলো। তার পর মৈখানা তুলে নিয়ে তেমনি করে দুজনে সদানন্দের বাড়ীর ভেতর ঢুক্‌লো। আস্তে আস্তে দুজনে উপরে সদানন্দের শোবার ঘরে গিয়ে দরোজায় খিল দিলে। উমাচরণ সঙ্গে বাতী আর দেসে-লাই লয়ে গিয়েছিল, সেই বাতী জ্বেলে চাবীর থোলা নিয়ে, এক একটি করে চারিটি বাক্স খুল্লে; কিন্তু কোনটাতেই লোহার সিন্দুকের চাবী পেলে না। উমাচরণ তখন হতাশ হয়ে বল্লে, "সব পরিশ্রম নষ্ট হলো রে সিন্দুকের চাবী তো পেলুম না।" জগদম্বা উত্তর কর্‌লে, "তাই তো কি হবে বুড় মলে নিস্তারিণী কি চাবী খুলে ন্যায় নি অ্যামন হবে না. এরি ভেতর কোথায় লুকিয়ে রেখেচে, এস আমরা ভাল করে খুঁজি।" উমাচরণ স্ত্রীর কথায় সাহস পেঁয়ে সব খুঁজ্‌তে লাগ্‌লো। শেষকালে বিছানা তুলে দেখ্‌তে দেখে চাবীটে রয়েচে। উমাচরণ অমনি তৎক্ষণাৎ চাবীটে হাতে করে সিন্দুকটা খুল্‌তে গেল—সিন্দুক খুলে দেখে তার ভেতর একটা ছোট বাক্স আছে, আর বাক্সর চার পাশে চার আঙ্গুল পুরু টাকা চক্‌ চক্‌ কর্‌চে—দেখে দুই স্ত্রী পুরুষের বুক ধড়াস ধড়াস কর্‌তে লাগ্‌লো। চাড়া দিয়ে বাক্সটা ভেঙ্গে ফেল্‌লে, ফেলে দেখে দশখানা হাজারে নোট রয়েচে, সেই নোটগুলি তো আগেতে সংগ্রহ কর্‌লে। পরে একটা বড় বাক্স নিয়ে তাতে যত ধরে নগত টাকা বোঝাই কর্‌লে, করে সিন্দুকের তালা দিয়ে চাবী দিলে।

জগদম্বা বল্লে, 'আর টাকা নিলে না? উমাচরণ উত্তর করলে, যা নিলুম্ তাই আগেতে হজম্ করি, আর নিস্তারিণীর জন্যে কিছু রেখে দিলুম, আহা! সোমত্ত মেয়েমানুষ।" জগদম্বা বল্‌লে, "হ্যাঁ বুঝিছি তোমার সঙ্গে তার পীরিত আছে, তাই তার জন্যে রাখ্‌লে—তার যদি ফাঁসী হয় তাহলে তোমার সে সোমত্ত মেয়েমানুষ কোথায় থাক্‌বে?" উমা-চরণ বল্লে, দুর্ মাগি তা যদি হয়, তা হলে আবার একদিন এসে নিয়ে যাব। আজ সব নিতে গেলে যদি ধরা পড়ি তাহলে সব যাবে, মধ্যে থেকে চোর বলে কয়েদ কর্‌বে।

জগদম্বা। তবে চল।

(উভয়ে টাকা লইয়া প্রস্থান করিল।)

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—০:※:০—

"হায় পিরীতের কাঁটাল কোষ।
খেতে মজা পেট্‌কে দোষ॥"

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর দুই সপ্তাহ অতীত হইয়াছে—ইতি-মধ্যে হাইকোর্টের বিচারে নিস্তারিণী নির্দ্দোষ প্রমাণ হওয়াতে সে রাজদণ্ড হইতে নিস্তার পাইয়াছে। হরির দোষ যদিও প্রমাণ হইয়াছিল, তথাচ মদনের মৃত্যুর কারণ সেই দোষ স্পষ্টরূপে সিদ্ধান্ত না হওয়াতে, বিচারপতি তাহার উপর বধাজ্ঞা না দিয়া তাহাকে চিরজীবনের জন্য নির্ব্বাসিত করিবার আজ্ঞা দেন—আজ পুর্ণিমা তিথি, সায়ংকাল, মনো-

রমা অন্তঃপুরস্থ উদ্যানে বিচরণ করিতেছেন। বেলা প্রায় এক দণ্ড আছে—কিন্তু নিশানাথ তাঁহার প্রণয়িণী কুমদিনীকে ষোড়শ-কলা-পূর্ণ মনোহর রূপ-শোভা দেখাইবার জন্য যেন উৎসুক-হৃদয়ে নিশা না আসিতে আসিতে গগন-শয্যায় উপবেশন করিয়া প্রিয়তমার দিকে সুকোমল কর প্রসারিত করিতেছেন ও প্রণয়ি-গণ-সুলভ-মৃদু-মিষ্ট-হাস্যে তাঁহার স্বাগত জিজ্ঞাসা করিতেছেন। উদ্যানে সুশীতল সন্ধ্যা-সমীরণে পুষ্পকলিকা সকল প্রস্ফুটিত হইতেছে, এখনও সম্পূর্ণ বিকসিত হয় নাই বলিয়া যেন, দক্ষিণানিল অতি কোমলভাবে বহিতেছে। ধর্ম্মপুত্র অধর্ম্মের কাল উপস্থিত দেখিয়া সত্রাসে শীঘ্র আপন মন্দিরে প্রবেশ করিতে অগ্রসর হইতেছেন। মনোরমা সুশীতল লতাকুঞ্জে বিচরণ করিতে করিতে একটী অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত গোলাপ হস্তে করিয়া প্রীতিপূর্ণলোচনে কুঞ্জের অভ্যন্তর দিয়া চন্দ্রমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, এমন সময় মহেন্দ্র সেই স্থানে আসিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, এমন অসময়ে যে আমাকে ডেকেচো ?

মনোরমা। (অধরে মৃদু হাস্য ধরিয়া) দূর্ গাদা এ আবার অসময় কি ? (মহেন্দ্রের হস্ত ধরিয়া) এই লতা গাছ গুলির ভেতর দিয়ে একবার চাঁদের দিকে চেয়ে দেখ দেখিন্।

মহেন্দ্র। (চন্দ্রের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া বামহস্তে মনোরমার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া ও দক্ষিণ হস্তে তাঁহার চিবুক ধারণ করিয়া) পক্ষান্তে উদয়-শশী (মনোরমার প্রতি) এ উদয় দিবা নিশি।

মনোরমা। পশ্চাতে উদয় হয় বলিই না ওর এমন্ শোভা।

মহেন্দ্র। কিন্তু যে একদণ্ড না দেখ্‌তে পেলে যুগশতের ন্যায় বোধ করে তার কাছে—

মনোরমা। (আদরে মহেন্দ্রের পিঠে চাপড় মেরে, হাস্‌তে হাস্‌তে) মহেন্দ্র, সে দিনকার মতন আজ একটী গান গাও দিখিন্, শুন্‌তে বড্ড ইচ্ছে হচ্চে।

মহেন্দ্র। আমার গান্ কি মিষ্টি লাগ্‌বে?

মনোরমা। ক্যান, সাধলে কি গুমর হয়?

মহেন্দ্র। না—না—গাচ্চি—

বিনোদ ফুলে, বিনোদ গাঁথনি, বিনোদ বিনোদ সাজে,
বিনোদ চরণে, বিনোদ নূপুর, বিনোদ বিনোদ বাজে।

মনোরমা। আ গ্যাল যা, আমি কি তোমাকে ছড়া কাটাতে বল্লুম?

মহেন্দ্র। এই ছড়া কাটিয়ে গান ধর্‌তুম তা তুমি যে একটু সইতে পার্‌লে না।

মনোরমা। সইলে কি হোতো? কৃষ্ণ-যাত্রার গান গাইতে বইত নয়।

মহেন্দ্র। তবে সেই গান টা গাই?

মনোরমা। কোন টা?

মহেন্দ্র। সেই—মনে মনে তোমায়—?

মনোরমা। ন্যাকামি দেখ—এই মার খেলে, এই মারে খেলে (কাণ ধরে) তোমার কি মনে কিছু নেই?

মহেন্দ্র। আছে আছে—এইবার গাচ্চি (বলে চন্দ্রের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চিন্তা করিতে করিতে) গাচ্চি ভাই।

মনোরমা। (কাণধরে) গাচ্চি বলে যে হাঁ করে রইলে—পোড়া গান কি তোমার মনে আসে না? চাঁদ কি তোমায় গান পাঠিয়ে দেবে, তাই অমন হাঁ করে চেয়ে রয়েচ?

মহেন্দ্র। হ্যাঁ দিয়েচে, গাচ্চি।

উপবোন আহা আজি কি শোভা পায়।
প্রদোষে—তরুরাজি নব ফুল লতিকায়॥
শারদের পূর্ণ শশী, বিমল গগনে বসি,
মানিনী প্রদোষে সাধি, শোক বসন ছাড়ায়।
প্রদোষ প্রেমাশ্রু ফেলে, কোবক ফুটে সে জলে,
গাঁথি মালা সেই ফুলে, সাধে (প্রণয়ীগণ) সাধে পরবে গলায়॥

মনোরমা। গানটী বেস।

মহেন্দ্র। আপনি মনিব, আপনার কাছে কি মন্দ গান গাইতে পারি।

মনোরমা। আবার মার খেলে, আবার মার খেলে (বলে দুই তিনটী চাপড় মারলে।)

একে সুস্নিগ্ধ দক্ষিণাবায়ু, পূর্ণচন্দ্র শোভিত সায়ংকাল, তাহাতে নিভৃত লতাকুঞ্জ—সময় স্থান ও পাত্র তিনেরি সহযোগে, মহেন্দ্র মনোরমার সুকোমল কটিদেশ অবলম্বন করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল।

এমন সময়ে উপেন্দ্রবাবু যিনি গতরাত্র অবধি বাড়ী আসেন নি, অর্থের বিশেষ আবশ্যক হওয়াতে সহসা বাড়ীতে আসিয়া মহেন্দ্রকে অনুসন্ধান করিয়া না পাওয়াতে মনো-

রমার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মনোরমা গৃহে নাই। একজন দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনোরমা কোথায়?" দাসী উত্তর করিল, "বলতে পারিনে, বুঝি বাগানে।" উপেন্দ্র এই কথা শুনিয়া উদ্যানে চলিলেন, তথায় যাইয়া দূর হইতে দেখিলেন, মহেন্দ্র মনোরমাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিতেছে। এই বিস্ময়কর ব্যাপার দেখিয়া ক্রোধে অন্ধ হইয়া, তাঁহার হস্তে যে একটী "গুপ্তি" ছিল, তাহা হইতে কিরিচ বাহির করিয়া সহসা প্রণয়ী-দিগের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া মহেন্দ্রের বক্ষঃস্থলে সবলে আঘাত করিলেন। মহেন্দ্র একাঘাতেই ভূমিসাৎ হইল ও অল্পক্ষণ মধ্যেই জীবিতহীন হইল! মনোরমা উহা দেখিয়া প্রাণভয়ে ভীত হইয়া লতাকুঞ্জের অভ্যন্তরে যাইয়া লুকাইল। উপেন্দ্র বাবু কেবল মহেন্দ্রকে বধ করিয়া ক্ষান্ত হইলে; তাঁহার মনে অতীব ভয়ের উদয় হইল—বিচারস্থান, বিচারপতি, বধমঞ্চ, মৃত্যুযন্ত্রণা সমস্তই এককালে তাঁহার মনে উদয় হইল। তিনি কিরিচটা ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া বেগে অন্তঃপুরে পলায়ন করিলেন। এদিকে মনোরমা স্বামীকে পলাইতে দেখিয়া হেঁটমুখে লতাকুঞ্জের পার্শ্ব দিয়া অতি মৃদুভাবে উদ্যানের শেষভাগে একটী অতি প্রাচীন নিবিড় অশ্বত্থ তরু মূলে বসিয়া হেটমুখে শূন্যনয়নে করতলে কপোল অবলম্বন করিয়া নিস্তব্ধ অবস্থায় ক্ষণকাল থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরি-ত্যাগ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হায়! আমা হতেই মহেন্দ্র প্রাণ হারালো! হায়! আমি যদি প্রথমে ওকে অস্কারা না দিতুম, তাহলে, আহা! ওর এমন দশা হতো

না—তা আমারি বা দোষ কি? আমি এতকাল কি অসতী ছিলুম? কতদিন কত রাত্তির ঘরে রাখ্‌বার জন্যে কত সেধেছি, চলে গেলে একলা শুয়ে কত কেঁদেচি, মেয়েমানুষ হয়ে আপনার দুঃখের কথা কতদিন মুখফুটে বলেচি, কিছু-তেই তার পাষাণ মনকে নরম কত্তে পারি নি। আমি রাত্তিরে একলা শুয়ে কাঁদি, আর উনি পরের মাগ্‌কে নিয়ে আমোদ করেন—আমি যাঁর মেয়ে আমার খাবার পর্‌বার কি গয়নার ভাবনা? স্বামীর ভালবাসাই আমার সুখ, কিন্তু এমনি পোড়া কপাল যে, এক দিনও দু দণ্ড মনের কথা তার সঙ্গে কইতে পেলুম না—মহেন্দ্রের সঙ্গে ভাব হয়েছিল বলে, মনটায় সুখ হয়েছিল, সে সুখও এখন গেল—একে আমার এই দোষ, তাতে আবার এই স্বামী! আপনার চক্ষে আমার দোষ দেখেচে—কত লাঞ্ছনা দেবে, বাড়ীর সকলে গঞ্জনা দেবে, আমাকে অধোমুখে থাক্‌তে হবে, সময় পেলেই সকলে ঠাট্টা কর্‌বে, আমি আর এ প্রাণ রাখ্‌বো না, আমি মর্‌বো—আজই রাত্তিরে মর্‌বো—এখনি মর্‌বো—আমি আর বাড়ীর ভিতর যাব না—আমার ছেলেটী, আহা! তাকে একবার দেখ্‌তে ইচ্ছে কচ্চে, কেউ এ সময় তাকে আনে, তা হলে তাকে আমি বুকে করে নিয়ে একবার মাই খাও-য়াই—আঃ! পোড়া কপাল! একবার যে দুষ্কর্ম্ম করে আমাকে মর্‌তে হলো! সেই দুষ্কর্ম্ম ও প্রতিদিন কর্‌চে, ওর তাতে কিছু লজ্জা নেই, কিছু দোষ নেই, হা পরমেশ্বর! তুমি এর বিচার করো!"

এই আক্ষেপের পর মনোরমা কাঁদিতে কাঁদিতে পার্শ্বে

চারা গাছ বাঁধা একগাছা দড়ী ছিল, সেই দড়ী খুলে অশ্বত্থ বৃক্ষের শাখাতে সংলগ্ন করে একবার উদ্যানের চারিদিক— আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সমস্ত দৃষ্টি করে নয়ন মুদে দড়ীগাছটা গলায় দিয়ে ঝুলিয়া পড়িল। অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রাণ-ত্যাগ হইল। উপেন্দ্রে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া দুটী শবদেহ গুপ্তভাবে ভাগীরথীজলে নিক্ষেপ করিল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

Sweet Flow'ret, pledge o'meikle love,
And ward o' mony a pray'r,
What heart o' stane wad thou na move,
See helpless, sweet, and fair !—BURNS.

এদিকে সৌরেন্দ্রবাবু বারাণসী, প্রয়াগ ও শালিখার নিকটস্থ স্থান সকলে ক্রমে ক্রমে অনুসন্ধান করে, কোন স্থানে রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের কোন সমাচার না পেয়ে, অত্যন্ত ক্ষুণ্নমনে কালাতিপাত করিতেছেন; ও মধ্যে মধ্যে এক এক বার শালিখায় যাইয়া ভট্টাচার্য্যের বাড়ী দেখিয়া আসিতে-ছেন। তাঁহার চিত্ত এখন সর্ব্বদা অতি চঞ্চল, ব্যাকুল ও স্ফুর্ত্তিহীন। নবীনবাবুর মৃত্যুর পর সাত মাস অতীত হইয়াছে, এতাবৎকাল তাঁহার পুত্র দুটী কণ্ঠের হার স্বরূপ হইয়াছে। তিনি স্বয়ং উহাদিগকে লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে-

ছেন। অদ্য মাঘ মাসের ২৮ দিন, সৌরেন্দ্রবাবু আপন ঘরে বসিয়া আছে, তিনি তাহাদিগের সহিত কথা কহিতেছেন।

সৌরেন্দ্র। এ পাখিটী তুমি কোথায় পেলে?

নলিন। দরোজায়—এই গিয়ে—বেচ্‌তে নিয়ে এসে ছিল, আমি একটা পয়সা দিয়ে কিনিচি—কাকা আমি একটী সত্তিকের পাখী নেবো।

সৌরেন্দ্র। একি সত্তিকের পাখী নয়?

নলিন। না কাকা, তা হলে এ বেড়াতো, খাবার খেতো!

সৌরেন্দ্র। অপিন! তুমি কি বল, এটী কিসের পাখী?

নলিন ও অপিন। (উভয়ে একস্বরে) কাকা মাটির পাখী।

সৌরেন্দ্র। মাটির পাখী কি খায় না

নলিন। (হেসে) মাটির পাখী কি খেতে পারে?

সৌরেন্দ্র (নলিনের পিঠে হাত দিয়ে) কেন? অপিন তুমি বলো না।

নলিন। এ যে মাটীর পাখী কাকা? এত সত্তিকের পাখী নয়, সত্তিকের পাখী যে উড়ে যায়।

সৌরেন্দ্র। আচ্ছা, তোমাকে যদি আমি একটী সত্তিকের পাখী কিনে দিই, তা হলে তুমি কি কর?

নলিন। আমি তাকে খাওয়াই।

সৌরেন্দ্র। কি খাওয়াও?

নলিন। ছাতু খাওয়াই, ধান খাওয়াই—আমার মার

একটী পাখী ছিল, সে ছাতু খেতো, ধান খেতো—মা কবে আস্‌বে কাকা?

সৌরেন্দ্র। (কথা ফিরিয়ে) তোমার সেছানা বেরাল-লটি কোথায়?

নলিন। বাড়ীর ভেতর আছে, নিয়ে আস্‌বো?

সৌরেন্দ্র। নিয়ে এস দেখিন্।

এই সময়ে ডাকের পেয়াদা এসে সৌরেন্দ্রবাবুর হাতে একখানা চিঠী দিলে। সৌরেন্দ্রবাবু চিঠী খানা খুলে পড়িলেন—

মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু সৌরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।
পরম দয়াবান্ প্রজাবৎসল জমিদার মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীচন্দ্রনাথ দত্ত শ্রীদিননাথ পরমাণিক শ্রীমতিলাল দে শ্রীযদুনাথ বশাখ। প্রণামা শতকোটী নিবেদন-ঞ্চাগে মহাশয়ের শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এজনাদের কায়িক মঙ্গল হয়। সংপ্রতি অত্র জেলার নায়েব মহাশয় শ্রীমধুসূদন দত্ত দুঃখী প্রজাদিগের উপর যে উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা মহাশয়কে কি লিখিয়া জানাইব। আপনকার স্বর্গীয় পিতার ৺ গঙ্গালাভ হইবার পর নায়েব এখানে আপন পুত্র কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্য করিয়া প্রত্যেক দুঃখী প্রজার নিকট হইতে ৪ টাকা ও বর্দ্ধিষ্ঠ প্রজার নিকট হইতে ৮ টাকা করিয়া করের সামিল আদায় করিয়াছে। গত বৎসর চাসবাসের পক্ষে অত্যন্ত দুর্ব্বৎসর যাওয়াতে প্রজারা একে খাজানা দিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহার উপর নায়েব মহাশয় উক্ত

বাবুদ করিয়া টাকা জুলুম করিয়া আদায় করে। কয়েকজন প্রজা উক্ত বাবুদের টাকা না দিতে পারায় তিনি তাহাদিগকে ক্যাচারি বাড়ীতে ধরিয়া আনিয়া মারপিট করেন ও ধনা নাপিত বলে একজন অতি গরিব প্রজার বয়স্থা কন্যাকে ধরিয়া আনিয়া কাছারি বাড়ীতে একরাত্রি রাখেন। আমরা এই অত্যাচার সমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়া আপনার নিকট পাঠা-ইতেছি। আপনি জমিদার আমাদিগের পিতামাতা যাহাতে এরূপ অত্যাচার সকল নিবারণ হয় তাহা করিবেন। ইতি—নগরখানা। জিলা চট্টগ্রাম। ১২ মাঘ সন ১২৬৬ সাল।

পুনশ্চ। শুনিলাম ধনা পরামাণিক তাহার কন্যার উপর এই অত্যাচার হওয়াতে সে অত্র জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট নালিশ করিয়াছে।

এই পত্র পাঠ করিয়া সৌরেন্দ্রবাবুর মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্তবর্ণ হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যত শীঘ্র পারেন চট্টগ্রাম যাইয়া স্বয়ং উহার তদারক করিয়া, নায়েব যাহাতে কারারুদ্ধ হয়, তাহার উপায় করিয়া দিবেন; এবং গমনকালে সহস্র টাকা সঙ্গে লইয়া যে যে প্রজাদিগের ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ করিবেন ও অর্থের দ্বারা পরামাণিকের যতদূর মনোদুঃখ নিবারণ করিতে পারেন তাহাও করিবেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আজ কি সুখের নিশি পোহাল।
উভয়েরি মনের সাধ মিটিল ॥

অষ্টাহ অতীত হইল, সৌরেন্দ্রবাবু চট্টগ্রামে আসিয়াছেন। অদ্য রবিবার ৮ ফাল্গুন, চতুর্দ্দশী, শিবরাত্রি। চন্দ্রশেখর চন্দ্রনাথ পূজার কারণ দেশ বিদেশ হইতে বিস্তর যাত্রীর সমাগম হয়ছে। চন্দ্রনাথ অতি প্রধান তীর্থ। বারাণসীতে বিশ্বেশ্বর যে রূপ প্রসিদ্ধ, চট্টগ্রামে চন্দ্রনাথ সেই রূপ প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, শিবচতুর্দ্দশীতে চন্দ্রনাথ পূজা করিলে মনুষ্যের আর এই মর্ত্যলোকে জন্ম হয় না, মৃত্যুর পর শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। চন্দ্রশেখর পর্ব্বত অতি রমণীয় স্থান। সৌরেন্দ্র হেমলতার অদর্শন নিবন্ধন আন্তরিক যাতনার পরিহার জন্য ভুধরদেশে প্রকৃতির মনোরম শোভা দেখিবার আশয়ে সকাল সকাল আহারাদি করে চন্দ্রশেখর গিরিমূলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, চারিদিক মহা কোলাহলে পরিপূর্ণ। সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছে। গিরিতলে আসিয়া তীর্থ স্থান সকল তিনি একে একে দেখিতে লাগিলেন। প্রথমে মৃত মোহন্তদিগের সমাধি স্থান—এই স্থলে উহাদিগের খড়ম, বস্ত্র দণ্ড প্রভৃতি ব্যবহার্য্য বস্তু সকল সাজান রয়েছে; তৎপরে কালীমন্দির ও অন্যান্য বহুবিধ দেবতাগণের মন্দির দর্শন করে, ক্রমে পর্ব্বতে উঠিতে লাগিলেন। চন্দ্রশেখর পর্ব্বত উর্দ্ধে ৭৭০ হাত ইহার প্রস্থররাশি কোন স্থলে আগ্নেয়, বহু ছিদ্র বিশিষ্ট, কোন

স্থলে লৌহ মিশ্রিত হেতু ধূসর বর্ণ। গিরি দুরারোহ; দর্শনার্থী ব্যক্তিগণের উঠিতে অত্যন্ত ক্লেশ হইবে বলিয়া যেন চন্দ্রনাথ মনোহর লতাকুঞ্জে ও আশ্রম কাননে পর্ব্বত দেশ পরিশোভিত করিয়াছেন। কিঞ্চিৎ দূরে উঠিয়া গুড় গুড় শব্দ তাঁহার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল। তিনি তাঁহার সঙ্গী একজন পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ শব্দ কোথা হইতে আসিতেছে। পাণ্ডা উত্তর করিল কিঞ্চিৎ উপরে মন্দাকিনীর জল পতনের শব্দ। তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। পথের দুই পার্শ্বে বট্ নিম্ব আম্র কদম্ব খর্জ্জুর, তাল, সুপারী প্রভৃতি পাদপ সমূহে পরিপূর্ণ; উহাদের নিম্নভাগ কি সুশীতল। উহাদের ছায়া কি স্নিগ্ধ। ঘন পাদপ সমূহে আশ্রিত লতাকুঞ্জ সকলি বা কি শোভা পাইতেছে। তথায় নানা জাতীয় পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া বায়ুভরে সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে। কোন কোন স্থানে কেবল মাত্র দুই একটি নিম্ব বৃক্ষ নব পত্রে ও নব কুসুমে বিশোভিত হইয়া যাত্রীগণের মন আমোদিত করিতেছে; উহাদিগের ছায়ায় কুরঙ্গ সকল সুখে শয়ন করিয়া আছে। কত শত নানাবর্ণে—পরিশোভিত পক্ষীগণ উড়িয়া যাইতেছে ক্রমে সৌরেন্দ্র উর্দ্ধে উঠিয়া মন্দাকিনী দর্শন করিলেন। অতি অল্প দূর হইতে উহার জল পতনের কি অপূর্ব্ব শোভা ও উহার কল কল ধ্বনি কি মধুর, বিশুদ্ধ তানলয় বিশিষ্ট বিণাধ্বনি, অপেক্ষাও মধুর। মন্দাকিনীর জল এ রূপ নির্ম্মল ও স্বচ্ছ যে, উহাতে মৎস্য সকল স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। এই মন্দাকিনীর জল পর্ব্বতবাসী লোকেরা সুপারী বৃক্ষ নির্ম্মিত

নল দ্বারা আপনাপন বাসস্থানে লইয়া সুখে পান করে। সৌরেন্দ্র ক্ষণকাল সেই স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া সেই সুশীতল সলিল পান করিয়া শ্রান্তি ও পিপাসা দূর করিলেন। চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে চন্দ্রনাথ ব্যতীত আর অনেক তীর্থস্থান আছে। তিনি একে একে সেই সমস্ত দেখিতে লাগিলেন। সীতাকুণ্ড অতি পবিত্র স্থান, ইহার দক্ষিণে বাড়বকুণ্ড—এই কুণ্ডের জলের উপরে অনল প্রজ্বলিত থাকে; উত্তরে লবণাক্ষ এই কুণ্ডের জল লবণাক্ত। ইহার অদূরে সহস্রধর কি অপূর্ব্ব শোভা। যে ব্যক্তি উহা একবারমাত্র দেখিয়াছে, সে কখনই সেই দর্শন-সুখ ভুলিতে পারিবে না। অতি সুরম্য গিরি গহ্বর হইতে অবিরত নির্ম্মল জলধারা ঝর ঝর শব্দে পতিত হইতেছে। এই স্থানে সৌরেন্দ্র অধিক ক্ষণ দাড়াইতে পারিলেন না। যেহেতু অনেক যুবতী কুলকামিনী উহার বিমল সলিলে স্নান করিতেছেন। তিনি এই স্থান হইতে চন্দ্রনাথ দর্শন করিতে চলিলেন; পথে ঝিল্লীরব-শালী প্রশান্ত গিরি-গহ্বর সকল অতিক্রম করিয়া প্রথমে পর্ব্বত-শিখরে অধিরোহণ করিয়া পশ্চিমদিকে দাঁড়াইয়া প্রীতিপ্রফুল্ল নয়নে দেখিলেন, বঙ্গোপসাগরে ঊর্ম্মিমালা বালরবি কিরণে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়া নৃত্য করিতে করিতে আসিয়া তীরে প্রতিহত হইয়া হাসিতে হাসিতে পুনর্ব্বার অনন্ত জলরাশিতে আসিয়া মিলিত হইতেছে। আহা! এইস্থান কি পবিত্র, কি সুশীতল! নির্ম্মল বায়ু, অবিশ্রান্ত সর সর শব্দে প্রবাহিত হইতেছে, উপরে মেঘদল সঞ্চালিত হইতেছে। সৌরেন্দ্র এইস্থানে অনেকক্ষণ অতিবাহিত করিয়া চন্দ্রনাথের মন্দিরা-

ভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। চন্দ্রনাথ স্বয়ম্ভু, অনাদি। তাঁহার মন্দিরটি সামান্য গোল। মন্দিরের ভিত্তি সকলে যাত্রীদিগের নাম অঙ্কিত রহিয়াছে। সৌরেন্দ্র কত শত ব্যক্তি সেই স্থান দর্শনার্থে আসিয়াছে, কুতুহলী হইয়া একে একে কতকগুলি নাম পড়িতে লাগিলেন—পড়িতে পড়িতে হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। নয়নযুগল মার্জ্জনা করিয়া চাহিলেন—এই কি সেই নাম—যাহা তাঁহার অন্তরে সততই জাগরিত আছে। তিনি হোমের একখানি অলাত হস্তে লইয়া সেই নামের অব্যবহিত নীচে আপনার নাম লিখিলেন; অনেক যাত্রী, মহাকোলাহল, তিনি মনে মনে ভাবিলেন বুঝি তাঁহার প্রিয়তমা এই দেশেই আছেন, অথবা সেই নাম-ধারিণী অন্য কোন কুলমহিলা আপনার নাম লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি এই চিন্তা করিতে করিতে মন্দির হইতে বাহির হইয়া অনেকক্ষণ চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পুনরায় মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এইবার ভাবিলেন তাঁহার নামের অব্যবহিত নীচে আরো কিছু বিশেষ করিয়া লিখিয়া যান। এ দিকে হেমলতা বহু দিন হইল একবার চন্দ্রনাথ দর্শনে আসিয়াছিলেন; ঐ স্থানে যাত্রীগণ ইচ্ছামত আপনাপন নাম লিখিয়া যাইতেছে দেখিয়া, বালিকা-সুলভ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া আপনার নাম লিখিয়া গিয়াছেন। এইবার আসিয়া সেই নাম এখনও আছে কি না দেখিতে আইলেন—দেখিলেন তাঁহার নাম স্পষ্ট রহিয়াছে এবং তাহারি নীচে তাঁহাব হৃদয়-মোহন সৌরেন্দ্রেরও নাম রহিয়াছে। তিনি উহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া উৎসুক-হৃদয়ে চারিদিকে

চাহিতে লাগিলেন, এমন সময়ে সৌরেন্দ্র হঠাৎ তাঁহার সমক্ষে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। উভয়েই উভয়কে দেখিবামাত্র বিস্মিত হইলেন—উভয়েরি ভাব সলজ্জ, উভয়েরি নয়ন সজল, দৃষ্টি কোমল, উভয়েরি বদনমণ্ডল অনুরাগ-রঞ্জিত, দেহ মন্দ মন্দ কম্পিত ও ঘর্ম্মাক্ত। হেমলতা শীঘ্র বসনে বদন আবৃত করিলেন। সেই সময় সেই মহাকোলাহল-পূর্ণ স্থান সৌরেন্দ্রের চক্ষে যেন সহসা গহন কান্তার সদৃশ বোধ হইল। তিনি সেই স্থলে হাঁটু পাতিয়া বসিয়া পড়িলেন। এই সময় তাঁহাদিগের দুই জনকে দেখিলে বোধ হয় যেন, সৌরেন্দ্র বহুকাল তপস্যা-বলে স্বীয় অভীষ্ট দেবতাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং হেমলতাও তাঁহার অবিচলিত ভক্তি ও সাধনা দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহাকে বর দিতে আসিয়াছেন। সৌরেন্দ্রের মুখে কথা নাই, কিন্তু তাঁহার নয়ন-যুগল তাঁহার বাক্-শক্তির অপেক্ষাও শতগুণ স্পষ্ট রূপে তাঁহার হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিতেছে। তত্রত্য যাত্রীগণ সৌরেন্দ্রবাবুকে এই ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া চন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তিভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। হেমলতাও আত্মবিস্মৃত, স্থান বিস্মৃত হইয়া অধোবদনে সৌরেন্দ্রের অনুরাগ দর্শন-সুখে হতজ্ঞান হইয়া চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায়' দণ্ডায়মানা আছেন। আহা! তাঁহাদের পক্ষে এই ক্ষণকাল কি অমৃতময়!!

তাঁহারা দুই জনে এই ভাবে আছেন, এমন সময় রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য হেমলতার অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই স্থানে আসিয়া উভয়ের প্রেমের পবিত্র চিহ্ন স্বরূপ এই ভাব দেখিয়া

সেই স্থলে থাকিবেন কি অন্যস্থলে যাইবেন, হঠাৎ স্থির করিতে অক্ষম হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। হেমলতা তাঁহার পিতাকে দেখিবামাত্র চকিত হইয়া অধোবদনে শীঘ্র তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইলেন। সৌরেন্দ্রবাবু ভট্টাচার্য্যকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া নতমুখে রহিলেন। ভট্টাচার্য্য যেন কিছুই দেখেন নি, এবং হটাৎ যেন তাঁহার সহিত এই সাক্ষাৎ হলো, এই ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "ক দিন হলো বাবা এখানে এসেচ?"

সৌরেন্দ্র। (নতমুখে) আজ আট দিন হলো।

ভট্টাচার্য্য। বাড়ীর সব মঙ্গল?

সৌরেন্দ্র। আপাততঃ বটে, এই এগার মাস হলো আমার ঠাকুরের কাল হয়েছে।

ভট্টাচার্য্য। (বিস্মিত ও দুঃখিত হয়ে) কি বল্লে বাপু—আহা! হা—এমন লোকেরও মৃত্যু হয়—আমি বড় মনস্তাপ পেলুম।

সৌরেন্দ্র। আমি যে দিন আপনাকে পত্র লিখেছিলুম তার পর দিন রাত্রে তাঁর মৃত্যু হয়।

ভট্টাচার্য্য। আহা এমন বিপদ্‌ও গেছে! আমি মনে করেছিলুম আপনি আমাদিগকে গরিব বলে তাচ্ছিল্য করে আর তত্ত্ব নেন্ নি; কেননা আপনার পত্রের প্রত্যুত্তরে আমি যে এখানে আসিবার মানস করেছিলুম—তা আমি লিখে দিয়েছিলুম।

সৌরেন্দ্র। মহাশয়! পত্রখানি আমি অত্যন্ত শোকের সময় পেয়ে, না পড়ে কোথায় রেখেছিলুম তার অদ্যাবধি

কোন সন্ধান পাই নি। সুতরাং আপনি যে সপরিবারে চট্টগ্রামে এসেছেন আমি তা জান্‌তুমনা। আপনি যে হঠাৎ বাড়ী ছেড়ে এতদূর এলেম ?

ভট্টাচার্য্য। কি বল্‌বো বাপু সে একটা গোপনীয় কথা। আমার একটি ভাইপো আছে, সে ছোঁড়া অতি বদ্‌ হয়ে গিয়েছে। সে সর্ব্বদা দেনা করতো, আর আমাকে প্রতি-বারই তার দেনা পরিশোধ কর্‌তে হতো। আমি হলুম দুঃখী, বার বার তার বদ্‌মাইসির জন্যে কাঁহাতক্‌ টাকা যুগিয়ে উঠি, তাই গুপ্তভাবে কাকেও না বলে আমি এখানে পালিয়ে এইচি। আমার পালাইয়ে আস্‌বার আরো এক কারণ ছিল। তুমি যে আমার হেমলতাকে জল থেকে তুলে বাঁচিয়েছিলে, হরে (আমার ভ্রাতুষ্পুত্র) সেই কথা গিয়ে উপেন্দ্র বাবুকে বলে— আমাদের দেশের অধিকাংশ বড়মানুষদের তো ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা নেই—উপেন্দ্র সেই কথা শুনে মনে মনে ঠাহরিয়ে ছিল যে, আমার কন্যা পরমা সুন্দরী—তাই ভেবে দুই এক জন লোককে দিয়ে আমার কন্যাটিকে হরণ করে নিয়ে যাবার মতলব করেছিল। বিনোদ, উপেন্দ্রের খুড়তুত ভাই, (আহা! ছোকরাটি বড় সৎ!) সে এই কথা শুনে আমার কাছে আসে, আর আমাকে পূর্ব্বাহ্নে সতর্ক হবার জন্যে বলে। আমি তার কথা প্রমাণ (কি জানি বাপু যদিও আমি জানি আমার কন্যাটি পরম লক্ষ্মী) তথাচ বয়সকাল বলে পূর্ব্বেই সতর্ক হয়ে এখানে পালিয়ে এলুম।

সৌরেন্দ্র। (অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া) অ্যাঁ! উপেন্দ্রের অ্যাত বড় আস্পর্দ্ধা আমি তাকে উচিত মত শিক্ষা দেবো।

ভট্টাচার্য্য। (কথা ফিরাইয়া) আপনি কি জমিদারিতে এসেচেন?

সৌরেন্দ্র। আজ্ঞে হ্যা—কয়েক দিন হলো প্রজারা নায়েবের উৎপীড়নে অস্থির হয়ে, আমাকে একখানি পত্র লিখে—আমি সেই পত্র পেয়ে স্বয়ং তদারক করিতে এসেচি। আমি ইতিপূর্ব্বে চট্টগ্রামে কখন আসি নাই। এস্থলে এসে চন্দ্রশিখর পরিদর্শন না করে গেলে মনে অত্যন্ত দুঃখ থাকবে, তাই অদ্য প্রভাতে এই স্থানে এসেচি।

ভটাচার্য্য। আপনি এখন সংসারের কর্ত্তা, আপনি প্রজাদের না দেখ্‌লে আর কে দেখ্‌বে?

সৌরেন্দ্র। আজ্ঞে, আমার আর সংসার কি? আমি পিতৃ-মাতৃ-হীন, বিবাহও করি নাই।

ভট্টাচার্য্য। আশীর্ব্বাদ করি আপনি শীঘ্রই সংসারী হউন।

সৌরেন্দ্র। (এই উপযুক্ত সময় দেখিয়া নতমুখে)—আপনি যদি অনুমতি দেন—তা—হলে আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করে পরম সুখী হই?

ভটাচার্য্য। (আহ্লাদে) তথাস্তু, বাপু আমি অদ্যই বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছি।

সৌরেন্দ্র। আজ্ঞে, আমার কাল অশৌচ না গেলে—

ভটাচার্য্য। হ্যাঁ বাপু—ঠিক। এত দিনের পর আমি পরম সুখী হলুম—আশীর্ব্বাদ করি আপনি দীর্ঘজীবী হয়ে পরম সুখে সংসার ধর্ম্ম করুন।

এই কথোপকথনের তিন মাস পরে শুভদিনে শুভ ক্ষণে সৌরেন্দ্র হেমলতার পাণিগ্রহণ করিলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—০:০—

"————এত দিনান্তরে
গেল সব দুখ, হলো হাসি মুখ,
উপজিল সুখ (সজনী) অন্তরে

এত দিনান্তরে প্রণয়ি-দ্বয়ের দুঃখ-অবসান হইল। আজ শুভ ফুল-শয্যার রাত্রি; সুখের মিলনের কাল উপস্থিত। হেমলতা আপন শয়নাগারে বসিয়া স্বামীর জন্য তাম্বূল প্রস্তুত করিতেছেন। গৃহটি সুন্দররূপে সজ্জিত, বর্ত্তিকা-আলোকে আলোকিত, নব-চয়িত ফুলরাজির সুগন্ধে আমোদিত। হেম-লতার বদন হাস্যময়, তাঁহার ললাটে সিন্দূর-রাগ অতি রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে; পার্শ্বের বাতায়ন দিয়া চন্দ্রমার রজত রশ্মি আসিয়া তাঁহার মুখ-ছবির মধুরতা পরিবর্দ্ধন করিতেছে। রজনী দশ ঘটিকা, এমন সময়ে সৌরেন্দ্র আসিয়া হেমলতার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। হেমলতা লজ্জায় ঈষৎ অবনত মুখী হইয়া, চম্পক-বর্ণ-বিনিন্দিত সুকোমল হস্ত প্রসারিত পূর্ব্বক স্বামীকে তাম্বূল দিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। সৌরেন্দ্র নবপ্রেমিক, রসালাপে অনভিজ্ঞ। তিনি প্রীতি-প্রফুল্ল-বদনে তাম্বূল লইয়া সেই কর-কমল চুম্বন করিয়া কহিলেন, "আজ কি সুখের রাত্রি!" হেমলতা শুনিয়া চন্দ্রের দিকে কোমল দৃষ্টিতে চাহিয়া মৃদু-হাস্য

করিলেন। সৌরেন্দ্র তাঁহার হস্ত সযত্নে আপন হস্তে রাখিয়া অঙ্গুলীতে লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে গদ্‌ গদ্‌ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ভাই আমার হয়েছ?" হেমলতা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া মধুর হাস্য করিয়া নতমুখে নম্র স্বরে কহিলেন, "এখনও কি সন্দেহ আছে?"

সম্পূর্ণ।